

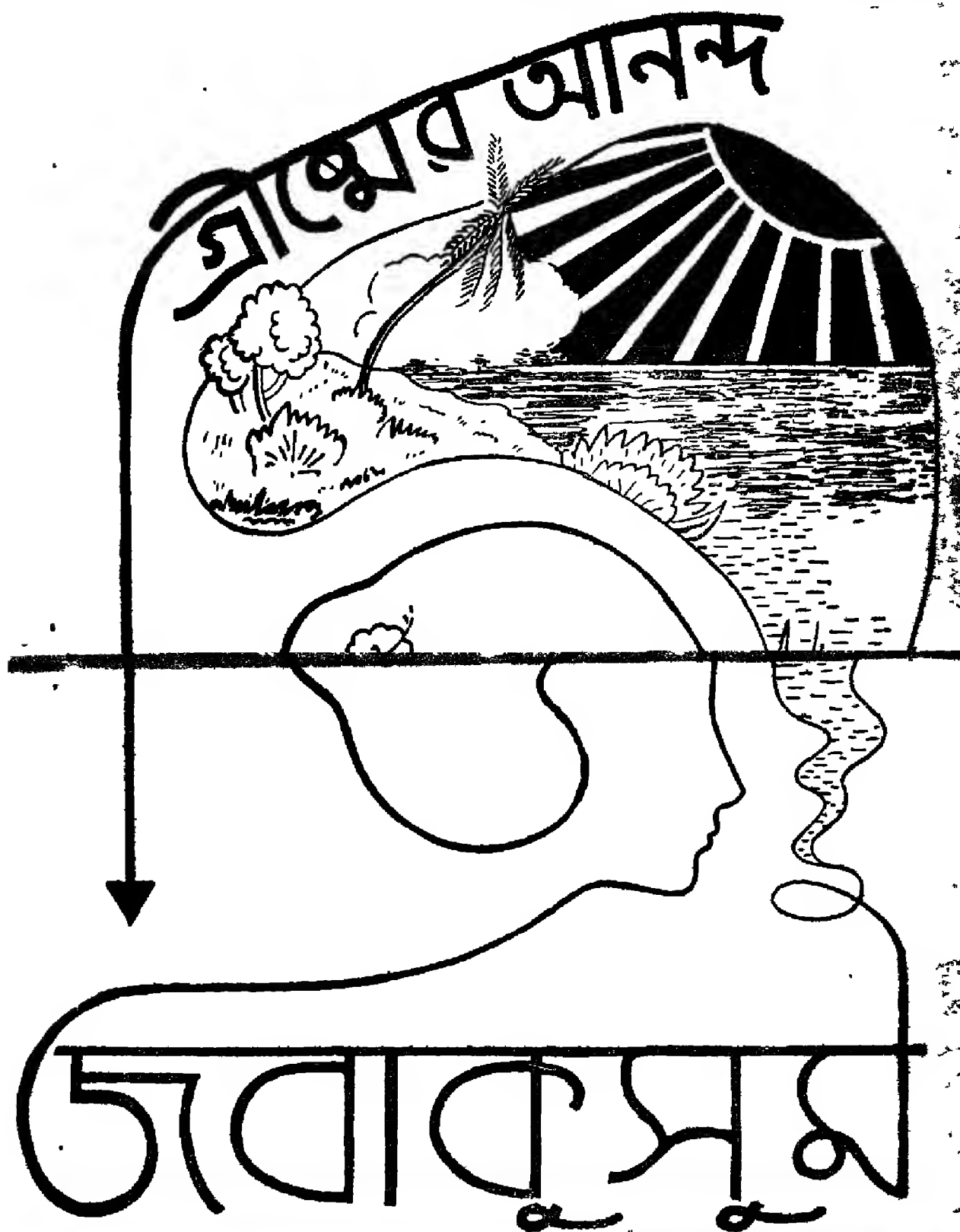
গোথ-হুটী	চিহ্ন-হুটী	
নিমেষের সাধী (কবিতা)	১৮। সেজেটোবী ঠানালিন ও চেয়ারম্যান মনোচক	৪০৯
ঈশানেশচন্দ্র চক্রবর্তী	১৯। শত্রুপক্ষের যে সব অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়েছে	৪০৯
অজম (উপস্থাপন)	২০। দূরবীক্ষণযুক্ত রাশিয়ান রাইফেল	৪০৯
বলকুল	২১। যুদ্ধক্ষেত্রে ভারী কামান গোলা ইত্যাদি বয়ে নেবার জন্তে তৈরী জার্মানীর ডায়াবেল এঞ্জিন	৪০৯
কু'খায়া (কবিতা)	২২। যুদ্ধক্ষেত্রে মালবাহী ট্রাকসমূহ	৪১০
শ্রীনিহিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৩। ব্রিটিশ নাবিক সৈন্য	৪১০
শ্রদ্ধাঙ্গিণি : গান—সাহানা দেবী	২৪। জার্মানীর একটি অব্যবহার্য ট্যাক	৪১০
হয় ও শ্রদ্ধাঙ্গিণি—দিলীপকুমার রায় ...	২৫। বোমাবিশাবদ মিঃ বার্গিন একটি ছোট বোমা পরীক্ষা কবছেন	৪১০
২৬। রাষ্ট্রীয় কুলশাঙ্কর ঐতিহাসিকতা (আলোচনা)	২৬। ফরাসী রাজদূত আন্তে কবিন	৪১১
অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৭। প্যারাম্বুটবাহিনী	৪১১
শ্রাবণ সন্ধ্যা (কবিতা)	২৮। জিব্রালটারের নিকটবর্তী ব্রিটিশ নৌবাহিনী	৪১১
কাদের নওয়াজ	২৯। এক দল ভারতীয় সৈনিক	৪১২
৩০। দেহু শত বৎসর পূর্বের বাঙলা পত্র	৩০। যুদ্ধবিবর্তির পর ফরাসী সৈনিকেরা মজপান কবছে	৪১২
৩১। জে. হুয়েজেনাথ সেন	৩১। কর্ণেল্লান আলেকজান্ডার বিকারষ্ট্রাক্	৪১২
৩২। জে. হুয়েজেনাথ সেন	৩২। ব্রিটিশ সাবমেরিন	৪১৩

লেখ-সূচী	চিত্র-সূচী
২৩। বার্লিনে—অলিম্পিক গেমস্ (সচিত্র)	৪১। মানকুথুর উদ্ভাদ আশ্রম ...
২৪। বসন্ত-বন্দনা (কবিতা)	৪২। ভদ্রকানী সাহিত্য সমিতিতে রবীন্দ্র অঙ্কন ...
২৫। অমূল্যনাথ চক্রবর্তী	৪৩। পরলোকগত কাউন্সিলর নটর দত্ত ...
২৬। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৪৪। যুদ্ধ নিবৃত্তি বৃটিশ সৈন্যগণকে নদীতে গুল ...
২৭। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৪৫। শিক্ষা দেওয়া ইহতেছে ...
২৮। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৪৬। শ্রীপার্বতীশঙ্কর সেন ...
২৯। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৪৭। পঞ্জিয়ায় কৃষক সম্মিলন ...
৩০। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৪৮। ঢাকা মেল দুইটনা ...
৩১। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৪৯। " " " ...
৩২। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫০। আই এক এ শীল্ড ...
৩৩। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫১। এ রায় চৌধুরী ...
৩৪। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫২। নির্মল বোম্ব ...
৩৫। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫৩। আব তট্টাচার্য ...
৩৬। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫৪। এস গুই ...
৩৭। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫৫। মহারাণা ক্লাব ...
৩৮। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫৬। দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন ...
৩৯। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫৭। ব্রজার্জুন
৪০। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫৮। ব্রজার্জুন
৪১। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৫৯। ব্রজার্জুন
৪২। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৬০। ব্রজার্জুন
৪৩। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৬১। ব্রজার্জুন
৪৪। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৬২। ব্রজার্জুন
৪৫। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৬৩। ব্রজার্জুন
৪৬। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৬৪। ব্রজার্জুন
৪৭। অমূল্যনাথ (উপন্যাস)	৬৫। ব্রজার্জুন

- ২। দিগ্বীথে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত অকরুল্লাহ লেহক।
- ২। নিবলায় পণ্ডিত নহনমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত দাখর শ্রীধরি আনে।
- ৩। জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী শ্রীক কোলোই।
- ৪। বাঙ্গালার নতর্গর দার জন চাক্সিট হাওডার কুশিন হুগারিটেওট রায বাগাদর দাষবেজ্ঞ বঙ্গোপাধ্যায়ের দিক্ত খোপাল কনেটবল পাইদর্ন কল্লেক্তেহন।

- ৫। পূনা কংগ্রেস হাউস ।
- ৬। কদাচীতে কেনিয়াযাত্রী ভারতীয় সৈন্যদল ।
- ৭। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে নৃত্তন টেলিফোন শাইন সংযোগ উপলক্ষে সমবেত জনবৃন্দ ।
- ৮। ভিক্রাঙ্গাপত্তন বন্দর—এখানে নৃত্তন ক্রাহাঙ্গ নির্মাণের কারখানা খোলা হইতেছে ।
- ৯। বৃটিশ সম্রাটগণের বাসগৃহ গোর্ট ক্রেমল আদ্যাদে এখন যুদ্ধের বন্দীদিগের জন্য ক্রিনিবপাত বাধা হইয়াছে ।

[illegible]



মীলকর্প	১।০	দীপাতি	১।০	পানের ধূলা	২।২	কেশকচের	
চোখকেশের		জোনায় সিঁড়ি	১।৫০	শৈলবানার		দেখের জমিক	১।০
পেখের পথিক	১।০	পাতালের ডাক	১।০	বিপত্তি	২।০	ভাতি বোগাল	১।০
নরেশচন্দ্রের		স্ববেজনাথ গঙ্গাপাখ্যায়ের		তেজস্বতী	১।০	বিজোহী ভরুণ	১।০
পাণ্ডের ছাপ	২।০	মুগতুফা	১।০	নামিতা	২।২	জ্যোতিষীয়	
খেয়ালের খেলারত	২।২	বৈরাগ যোগ	১।০	শান্তি	১।০	ছানাপাখ	১।০
শিহল পথের শোবে	২।২	কিরণশঙ্করের		প্রিয়কুমার গোষাঈর		কালীএনদের	
ভরুণী ভায়া	২।২	অপর্ণ	১।০	কবে তুমি আনবে	১।০	মহা-মুহুর্তে	১।০
রবীন্দ্র মৈত্রের		মুক্তবিন্দনী শান্তিসুধার		বিশপতির		ঘরের বো	২।২
ঊষালীল মার্ট	১।২	গোলক ধাঁধা	২।২	ঘরের ডাক	২।১	পল্লীর ঔণ	২।০
জিতেন্দ্রচন্দ্র কবিরাজ		শৈলজার		রক্তদ্রুত	১।০	নীতাদেবীর	
মাণিক ভট্টাচার্য্য		নারণ মল্ল	১।০	ঐভাবতীর		মাড়-ঋণ	২।২
শঙ্কর	১।০	বধুবরণ	১।০	তীর্থযাত্রী	২।২	বজা	২।০
ঔষাভ	১।০	অনাছুত	১।০	ঘূর্ণি হাওয়া	২।২	স্বধাংজকুমার ঘোষের	
অজেনির্ভর	২।২	গঙ্গা যমুনা	২।২	অভচারিণী	২।০	সহপাঠিনী	২।২
হেমেন্দ্রনাথ রায়ের		মণীন্দ্রনাথের				নবগোপাল দানের	
শিখির খেলাত	১।০	রমণা	১।৫০	পাঁচগোপালের		সাগর দোনার ঢেউ	১।০
নরেশের		কল্পজতা	১।০	মদনভট্টের পঁর	১।০	ছিদ্র-পাপড়ী	১।০
পাখাপুসী	১।০					অলমাস	১।০

[১০০]  **জাতীয় পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্র** **প্রথম সংস্করণ** — ১৯৬০/৬১, কলকাতা **জাতীয় পুস্তক কেন্দ্র**

- ২০। তাগবতে রূপক
ত্রিংশদ্বিধি সাংখ্যতীর্থ
২১। কোকিলের ব্যথা (কবিতা)
ত্রীকুম্বরজন মল্লিক
২২। তীর ও তরঙ্গ (উপভাস)
ত্রিশর্কিকল ভট্টাচার্য

... ৩৭৭
... ৩৮১
... ৩৮২

- ৩৬। পিয়ারসে বেলা জয়দেবের নন্দাবলি ... ৪২৩
৩৭। শিশুরের মঞ্চভূমির মধ্য দিয়া ভাসন্তীয়া
নৈলজগণের গমনের দৃশ্য ... ৪২৩
৩৮। যুদ্ধে যুটেনকে সাহায্য করবার জন্যে নিউ
ক্যুউল্যাণ্ডবাসীরা বিলাতে আনিয়াছে—
গাছ কাটিছে ... ৪২৪
৩৯। ইলা দেবী ... ৪২৫
৪০। সারদাচরণ উকিল ... ৪২৫

তি, এন্ড, রান্না এন্ড ড্রাঙ্গার

একমাত্র পিপি সোনার ভল্লভান্ন নিশ্চিন্ত

১৫৩৫নং বহুবাঙ্গার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র পিপি সোনার নানাধিৎ অলঙ্কার
দ্রোণের বাননাধিৎ বিক্রমার্ধ ইত্যে সর্বদা মজুত আছে, যক্ষ্মী যথেষ্ট কম করা
হইল। আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে
সম্পূর্ণ পিপি সোনার দাম দিয়া থাকি। পূরাতন সোনা ও রূপার বস্তুকে নূতন
গহনা দেওয়া হয়। মকঃস্থলে তিঃ পি গোটে গহনা পাঠাই। আপনাদের
সহায়ত্বিতি ও পরীক্ষা আর্থনীয়।

১০ ট্রান্স সর গল তিথিলে বিনামূল্যে আমাদের নূতন ডিজাইনের ক্যাটলগ (৫৮) পাঠান কর।

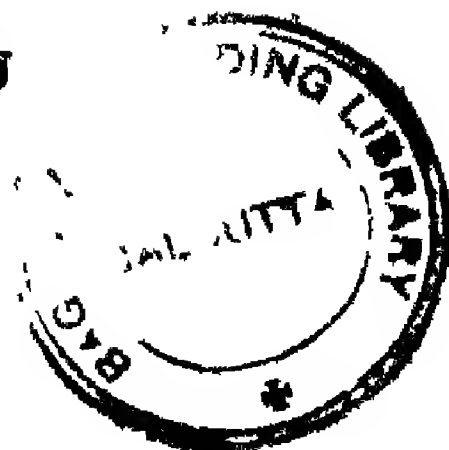
[৩৭]



বিজ্ঞাপনদোতাদিগকে গল তিথিবায় সময় অল্প প্রদর্শনক "ভাসন্তবর্ধে"র উল্লেখ করিলেবে।

କୁହକିନୀ

ଶ୍ରୀବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର



ମିନାର୍ତ୍ତା ପିକ୍ଚେଟ୍ରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘୋଷଣ

୨୨ଶେ ଫେବୃଆରୀ, '୫୧

ଶନିବାର ରାତ୍ରି ୯।୦ଟା

ଡି, ଏସ, ଲାହରୀ

କଲିକାତା

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা

—প্রথম সংস্করণ—

চৈত্র, ১৩৪৭

—মূল্য এক টাকা—

৯৭-৫৬
Acc- 2282-9
২৪/২/২০০৬

মুদ্রাকর
শ্রীআনতোষ ভট্ট
শক্তি প্রেস
২৭৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা

আমার বক্তব্য

যাঁবা আমার নাটক দেখতে, পড়তে কিংবা অভিনয় করতে ভাল বাসেন, তাঁদের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন—যে এই হঠাৎ-হঠ-কারীতাব মানে কী? অর্থাৎ মিনার্ভায় আমি বই দিলাম কেন? জবাব দিছি অবশ্য আমাকে একটা কবতে হবেই, কিন্তু কী ভাবে বললে কোন পক্ষকেই আহত করা হবেনা, অথচ আমার বক্তব্য সুপরিষ্কৃত হবে, সেই কথাই কেবল চিন্তা করছি।

মিনার্ভা থিয়েটারেব অগ্রতম কর্তা মিঃ এন, সি, গুপ্ত যখন আমার অনুরোধ কবেন তাঁর বোর্ডেব জন্ত একখানি নাটক রচনা কবতে—তখন সে অনুরোধ এডানো আমার পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে পড়েছিলো। কেননা তাঁকে আমি শ্রদ্ধা কবি, এবং ঈশ্বর জানেন মিনার্ভাব উপযুক্ত ভেঙ্কি-ওয়াল। বই লিখতে আমি প্রাণপণ চেষ্টাও কবেছি—সাফল্য লাভ কবেছি কিনা জানিনে। তবে একথা খুব ঠিক যে এঁদের অভিনয়ের ধাঁচা বজায় রাখতে গিয়ে নাটকে যে ধবণের সস্তা বসিকতা, অস্বাভাবিক ভেঙ্কি ও অপরিমিত নাচগানের অবতারণা কবতে হয়—সব নাট্যকারের পক্ষে সে কর্তব্য পালন সহজ নয়।

এই বই মহলা দেবার সময় এর অভিনয়কে সূচু ও সুন্দর কবতে শ্রীযুক্ত শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এন, সি, গুপ্ত, মিঃ দেলওয়ার হোসেন, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ঘোষ যে পবিশ্রম কবেছেন, তাব জন্ত তাঁদের আমি আমার ধন্যবাদ প্রদান করছি। মিঃ মহম্মদ জান তাঁর সুপটু তুলিব সাহায্যে ফুহকিনীর পশ্চাদ্ পটকে অল্পম কবে তুলেছেন, শ্রীযুক্ত ধীবেন দাস গানের স্ববে

କରେছেন চিত୍ରମ୍ପରୀ, শ୍ରୀযୁକ୍ତ ବ୍ରজବল୍ଲଭ পাল ନৃত্যকে করেছেন নীলাম୍ବিত,
 সকলকেই আমার ধନ୍ୟবাদ জানাচ্ছি। “এবাব মোদের যাত্রা সুরু” ও
 “আজকে কেবল কাণে কাণে” গানদুটি রচনা কবেছেন বঙ্কুবব অখিল
 নিয়োগী, “শালবীথি বে ডাকছে তোমায়” গানখানি বচনা করেছেন
 প্রিয় বান্ধবী কমল রাণী মিত্র, ‘যা দেবী সর্বভূতেষু’ স্তবটী এবং ‘জয়
 হোক’ গানখানিব সর্বশেষ লাইন অর্থাৎ ‘নন্দিত হোক অন্তব লোক’
 বচনা কবেছেন শ্রীযুক্ত ধীবেন দাস। সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা
 নিবেদন করছি।

মঞ্চস্থলে যাঁবা এই নাটক অভিনয় করবেন, তাঁবা অনায়াসেই এ
 ভେদীବ অংশটুকু বাদ দিয়ে নিতে পারবেন। এবং গ্রাম্য বালিকা,
 দেবদাসী ও নর্তকী ইত্যাদি সবই বাদ দেওয়া যেতে পারে। এ সম্বন্ধে
 যদি কারুর কিছু জানবাব থাকে, তবে নীচের ঠিকানায় আমাকে চিঠি
 দিলে আমি সানন্দে তাঁকে আমার Suggestion জানিয়ে দেবো।

পରିশেষে মিনার্ভার সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ, মঞ্চমাধাকবগণ,
 ও কর্তৃপক্ষকে আমি আমার ধନ୍ୟবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ ক’বে দেলওয়ার
 সাহেবেব আতিথেয়তা, শ্রীমতী শেকালিবা, শ্রীমতী হবিমতী ও শ্রীমতী
 অপরী দাসেব স্মৃতিষ্ট ব্যবহাব আমার চিবকাল মনে থাকবে।

১৭, বোমপাড়া লেন,

বাগবঁজাব

কলিকাতা।

শ্রীবিধায়ক শুভাচার্য্য

‘কুহকিনী’

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ ।

পুরুষ

জয়ন্ত কুমার	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুন্দর		„ শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
পুৰোহিত বিপ্রদেব	...	„ সুশীল ঘোষ
সোমদেব	.	প্রফুল্লদাস (হাজ্জুবাবু)
অজয় কুমার	...	„ গোপাল চট্টোপাধ্যায়
কুশল কুমার	.	„ সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবতোষ		মিষ্টার রোজাবিও (এ্যাঃ)
সোমেন	...	„ পবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বরুণ	...	„ অমৃত লাল রায়
নীলমাধব	...	„ জীবন মুখোপাধ্যায় (রেডিও)
বজ্রসেন	...	„ দুর্গাদাস সান্যাল
ঘোষক	...	„ তুলসী পাল
প্রতিহাবী	...	„ অনন্য দাস
কাঞ্চী বাজ্যেব সৈন্তগণ	...	তুলসী পাল, পুলিন পাল, মনি মিত্র, যোগেন বায়, বৈষ্ণনাথ মিত্র, অমূল্য মিত্র, রেবতী দত্ত ।
কামরূপ বাজ্যেব সৈন্তগণ	...	বাবুলাল শর্মা, সুব্রত সাহা, চুনীদত্ত ।
পৌবজন (কাঞ্চীবাজ্যেব)	...	সন্তোষ শীল, অমৃত বায়, পবন চট্টো, সন্তোষ বন্দ্যো ।

স্ত্রী

রাণী রত্না	...	শ্রীমতি শেফালিকা (পুতুল)
শীলা	..	„ হরিমতী (রেডিও)
সুমিত্রা	...	„ অপর্ণা দাস
বেবা	.	„ রেণুকা
মাধবী	...	„ গীতা দেবী
নর্তকীগণ		„ বেণুকা, প্রভা, সুশীলা, রাধা (১) বাধা (২) বেবা, মুক্তো, ইন্দু, পটল, ইলা, কমলা, আরা ।

পরম কল্যাণবর

শ্রীমান বিমলারঞ্জন ভট্টাচার্য

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী মায়ା দেবী

নিরাপক্ষীর্ষজীবেষুঃ

আশীর্বাদক

বড়বা

চন্নিজ্জলিপি

বিপ্ৰদেব	...	কামৰূপ ৰাজ্যেৰ পুৰোহিত
সোমদেব	...	ঐ শিষ্য
জয়ন্ত	.	কাঞ্চি ৰাজ্যেৰ যুবৰাজ
অজয়	...	ঐ কনিষ্ঠ ভাতা
মন্ত্ৰী	..	কাঞ্চিৰ মন্ত্ৰী
সুন্দৰ	...	জয়ন্তেৰ সহচৰ

কুশল	}	বিভিন্ন ৰাজ্যেৰ ৰাজকুমাৰগণ
সোমেন		
দেবতোষ		
১ বৰুণ		

১ বজ্জসেন	...	কামৰূপ ৰাজ্যেৰ সেনাপতি
রক্ষী		বক্ষী
প্ৰতিহৰী	...	কাঞ্চিৰ প্ৰতিহাৰী

কাঞ্চিৰ পৌৰজন, ঘোষক, সেনাপতি, প্ৰহৰী ইত্যাদি।

*

বুড়া	...	কামৰূপ ৰাজ্যেৰ কুহকিনী ৰাণী
শীলা	..	ঐ সহচৰী
সুমিত্ৰা	..	জয়ন্তেৰ সহোদৰা

গ্ৰাম্য ৰালিকাগণ, নৰ্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

—

“କୁହକିନୀ”

ନାଟକେର

ସଂଗଠନକାରୀମାନ

ପରିବେଶକ—

ମିନାର୍ତ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ନାଟ୍ୟକାବ—

ଶ୍ରୀବିଧାୟକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

ପରିଚାଳକ—

ଶ୍ରୀଶବ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଗୀତିକାବ—

{

ଶ୍ରୀଅଧିନ ନିୟୋଗୀ

ଶ୍ରୀମତୀ କମଳରାଣୀ ମିତ୍ର

ଶ୍ରୀବୀରେନ ଦାସ

ସ୍ଵରଶିଳ୍ପୀ—

ଶ୍ରୀବୀରେନ ଦାସ

ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ—

ଶ୍ରୀବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ପାଲ

ମଞ୍ଚଶିଳ୍ପୀ—

ମିଃ ମହମ୍ମଦ ଜାନ

নেপথ্য-কর্মীস্বন্দ

মঞ্চাধ্যক্ষ—	জানে আলাম
আহাৰ্য সংগ্রাহক—	গোবিন্দ দাস
স্মারক :—	শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় নৃপেন ভট্টাচার্য
হারমনিয়াম বাদক—	রতন দাস
পিয়ানো—	কুমুদ ভট্টাচার্য
ট্রাম্পেট—	বলবাম পাঠক
সঙ্গতি	জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু
বেহালা	সুশীলকুমার চক্রবর্তী
আড বাঁশী „	শঙ্কর দাসগুপ্ত
ক্লাবিওনেট „	মন্মথনাথ দাস
আলোক সম্পাতকবিগণ	ভোলানাথ বসাক, ওহিয়াব বহমান (কল্লু)
রূপসজ্জাকব	পকু, সন্তোষবাবু, তুলসী, অবনী, বিনোদ ।
মঞ্চমায়া কবগণ—	বৈষ্ণনাথ, বটকৃষ্ণ, পঞ্চানন, শিবচরণ, কালীপদ, কানাই, নারায়ণ, এজাব, মণিঠাকুর ।

কুহকিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আসাম প্রদেশের পৰ্বতমালাৰ শূন্যবিড
অভ্যন্তৰ ভাগে একটি গুহা। পৰ্দ্ধা সন্নিৱাৰ
সঙ্গে সঙ্গে গুহা-মধ্যৰ দৃশ্য দৰ্শকেৰ নয়ন
সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। চাৰিধাৰে প্ৰাচীন ও
পিচ্ছিল পৰ্বতগাত্ৰ শৈৱালাচ্ছন্ন। গুহা
মধ্যেৰ পৰিবেশ গভীৰ ও গম্ভীৰ। উপৰ হইতে
একটি বিচিত্ৰ আকাৰেৰ দীপাৱাৰ ঝুলিতেছে
সেই স্নান আলোতে গুহাটিকে আৱণ্ড ভয়াবহ
বলিয়া মনে হইতেছিল। সম্মুখে কাৰুকাৰ্য্য-
খচিত শিলাময়ী দৰজা। তাহাৰ দুই পাৰ্শ্ব
ধূপাৱাৰ হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। গুহাৰ বাম
ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে দুইটি দৰজা। উহাৰ
একটি দিয়া এই গুহাৰ বাহিৰে বাওয়া যায় ও
অন্যটি দিয়া পৰ্বতৰ আৱণ্ড অভ্যন্তৰ ভাগে
প্ৰবেশ কৰা যায়।

দৃশ্য আবল্ল হইবামাত্ৰ নেপথ্য হইতে একটি
মুহু সঙ্গীত বজাব শ্ৰুত হইতে লাগিল, এবং
তাহাৰ সহিত একটি গুৰু গম্ভীৰ ঘণ্টাৰ বিলম্বিত
ধ্বনি। সব জডাইয়া একটি আতঙ্ককৰ নিশ্চক্ৰত ॥
মিনিট খানেক এই ভাবে কাটিয়া বাইবাৰ পৰ

একটি দুটি করিয়া বালিকা অতি মন্থর তালে
নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিতে লাগিল।
তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও বেশ বিস্তারিত
মণিপুৰী প্রভাব আছে। সকলে প্রবেশ করিয়া
নাচিতে নাচিতে প্রণামের ভঙ্গীতে দবজার সম্মুখে
নুটাইয়া পড়িল।

সহসা দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া রাণী বস্ত্র
সখি ও সহচরী শীলা প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ
করিয়া ধূল্যাবলুষ্ঠিত বালিকাবৃন্দের মাঝখানে
দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিল।]

শীলা। বাণী বস্ত্রাব জয় হোক।

[এই বলিয়া শীলা স্তবে কহিল :—“জয়
হোক”। বালিকাগুলি অমনি প্রতিধ্বনি করিল
“জয় হোক।” শীলা এক লাইন দু’লাইন করিয়া
গান গাহিতে লাগিল—বালিকা “জয় হোক জয়
হোক” বলিয়া ছলিতে ছলিতে সেই গানের ধূয়া
বক্ষা করিতে লাগিল।]

—শীলাব গান—

শীলা।

জয় হোক

বালিকাবৃন্দ।

জয় হোক

শীলা।

জয় হোক।

সন্ধ্যার শব্দ যে বাজে

অন্তর মন্দির মাঝে

বন্ধন-ভয়-ভীত মেল চোখ—

বালিকাবৃন্দ।

জয় হোক।

শীলা ।

অথবে গম্ভীর যাত্রি
সম্ভব যাত্রা হে যাত্রা
দুস্তব দুঃখেব ক্ষয় হোক—

বালিকাবৃন্দ ।

জয় হোক ।

শীলা ।

কিবে এস বিশ্রাম তীর্থে
বন্দিব লীলায়িত নৃত্যে
নন্দিত হোক অন্তব লোক—

বালিকাবৃন্দ ।

জয় হোক ।

[গানের শেষে শীলা বলিল]

শীলা ।

বক্ষী ।

[একজন কৃষ্ণকায় বক্ষীব প্রবেশ । সে আনিয়া
মস্তক অধনত করিয়া দাঁড়াইল]

শীলা ।

কাল সন্ধ্যায় যে চার জন নূতন মানুষ পথ ভুলে আমাদের
আতিথ্য স্বীকার কবেছেন, তাঁরা কোথায় ?

বক্ষী ।

অতিথিশালায় ।

শীলা ।

তাদের আতিথ্যেব কোন বকম ত্রুটি হয়নি তো ?

বক্ষী ।

না দেবী ।

শীলা ।

তাদের সসম্মানে এখানে আনবার ব্যবস্থা কবো । বাণী
পূজায় বসেছেন, পূজা শেষ হ'লেই তিনি এখানে তাঁদের
সঙ্গে সাক্ষাৎ কববেন ।

বক্ষী ।

আপনার আদেশ এখনি প্রতিপালিত হবে দেবী ।

[বক্ষী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল]

শীলা ।

বেবা ।

[বালিকাদের মধ্য হইতে একজন বাহিব হইয়া আসিল]

শীলা । তুমি এগিয়ে দেখ, সেনাপতি বজ্রপাণি কেন এত বিলম্ব
করছেন বাজকুমার জয়ন্ত ও তাঁব সহচরকে এখানে নিয়ে
আসতে । এই যে ! আসুন সেনাপতি !

[সেনাপতি বজ্রপাণি রাজকুমার জয়ন্ত ও
তৎসহচর সূন্দরকে লইয়া প্রবেশ করিল । বাজ-
কুমার জয়ন্ত পবন রূপবান । সে রূপ পুরুষের
রূপ, বিস্তৃত বক্ষপট, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত
ললাট । সূন্দরকে চেহারা সূন্দর নয়—বরং তাহার
বিপরীত ।]

শীলা । স্বাগত—সুস্বাগত বাজকুমার ।

জয়ন্ত । আমি জানতে চাই আজ সাতদিন এই ভাবে আমাদের
বন্দী ক'বে রাখা হয়েছে কেন ?

শীলা । আপনি তো আমাদের বন্দী নন বাজকুমার । বাণীব
আদেশে আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে ।

সূন্দর । হ্যাঁ, বড় খাঁচাব মধ্যে পাখীর স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে ।

জয়ন্ত । আমি জিজ্ঞাসা করছি আমাদের মুক্তি দেওয়া হবে কবে ?

শীলা । এ প্রশ্ন আপনি বাণীকে করতে পাবেন । কারণ আমাদের
মুক্তি আমার ইচ্ছাবীন নয় বাজকুমার ।

জয়ন্ত । বাণীকে প্রশ্ন ক'বে দেগেছি, তাঁব কাছ থেকে কোন সূত্ৰ
পাই নি । আমি তোমাদের স্পষ্ট ক'বে এই কথাই
জানাতে চাই যে আমার এই বন্দীত্ব আমার প্রজাদের
মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার কববে ।

বজ্রসেন । আমবা সে কথা জানি বাজকুমার ।

জয়ন্ত । জানো । ভয় করে না তোমাদের ?

বজ্রসেন । ভয় ? কিসেব ভয় ?

জয়ন্ত । যুদ্ধেব । আমাব সৈন্যবল, অস্ত্রবল স্ববল কবলে তোমাদেব হৃদকম্প উপস্থিত হবে । আমাব সভ্য অশিক্ষিত সেনাবাহিনীব আধুনিক বণ-নৈপুণ্যেব কাছে তোমাদেব এই অশিক্ষিত, অসভ্য সৈন্যদল মুহূর্ত্তে মৃত্যুবরণ কববে সে কথা জানো ?

বজ্রসেন । জানি বাজকুমাব । যুগ যুগে সভ্যজাতি, অসভ্যাদেব হত্যা ক'বে পৃথিবীতে নিজেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কবেছে—এ কথা আমাদেব কাছে নূতন নয । আপনাকে এখানে বন্দী ক'বে রাখাব জন্ত যদি যুদ্ধ হয়—হবে । কিন্তু ভয় দেখিয়ে আপনি মুক্তি লাভ কবতে পাববেন না বাজকুমাব ।

জয়ন্ত । তাব মানে তোমবা মববে ।

বজ্রসেন । সংগ্রামে মববো, কিন্তু সম্মানে মববো না ।

নীলা । বাণীব অন্ত্রপস্থিতিতে এই বকম বাকবিতণ্ডায় আমি আপত্তি কবছি বজ্রসেন । বিশেষ ক'বে মন্দিবেব মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা—

বজ্রসেন । আমি ক্ষমা প্রার্থনা কবছি দেবী । কিন্তু ইনি যে ভাবে নিজেব শক্তিমন্ততাব ভয় প্রদর্শন কবছিলেন, তাতে জাতিব পক্ষ থেকে উত্তর না দিলে ভীকতা প্রকাশ কবা হ'ত বলে আমাব মনে হয় । অসভ্য হ'লেও আমবা মানুষ, দেবী ।

[বক্ষী চাবিজন রাজপুত্রকে লইয়া প্রবেশ করিল । ইহাদের নাম যথাক্রমে কুশল, সোমেন, দেবতোষ ও বরুণ । চারি জনেই এখানে

নবাগত। সন্দিগ্ধ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাব
বিচিত্র পরিবেশে চারি জনেই স্তম্ভিত হইয়া
দাঁড়াইল।]

[রক্ষী প্রস্থান করিল]

শীলা। আপনাদেব স্বাগত-সম্বৰ্দ্ধনা জানাচ্ছি হে বাজপুত্রগণ ! কিন্তু
কিসেব দুর্নিবাব আকর্ষণে আপনাবা ছুটে এসেছেন এই
অসভ্য বাজ্যেব অধিবাসীদের দর্শন দিয়ে ধন্য কবতে—
জানতে পারি কি ?

কুশল। আমি তোমাদেব বাণীব অসামান্য কপ-লাবণ্যের খ্যাতি শুনে
ছুটে এসেছি তাঁকে দেখতে।

সোমেন। তাঁব অদ্ভুত ষাহুবিদ্যাব অলৌকিক কাহিনীই আমাব আগ-
মনেব কাবণ।

দেবতোষ। আমি জানতে এসেছি তাঁব শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও নীতি-
বোধেব পরিমাণ।

বক্রণ। আমাব ইচ্ছা জেনে যাবো তাঁব জীবনযাত্রা প্রণালী।

শীলা। আমাদেব বাণীব এই মহা সৌভাগ্যে আমবা পুলকিত।
বাণীব ও জাতিব পক্ষ থেকে আমি আপনাদেব সন্তুষ্টি
প্রণাম নিবেদন কবছি।

কুশল। বাণীব দর্শন কি পাবো না ?

শীলা। অবশ্যই পাবেন।

সোমেন। কখন তিনি আসবেন ?

শীলা। সময় হ'লেই।

দেবতোষ। আমাদেব সঙ্গে কথা কইবেন তো ?

শীলা। নিশ্চয়।

- বরুণ । আমরা কবে মুক্তি পাবো ?
- শীলা । আপনারা তো বন্দী নন যে মুক্তির প্রশ্ন করছেন !
- সুন্দব । ওঃ । এই এক আচ্ছা চাল শিখে বেখেছে এরা । মহাশয়-
গণের নিবাস ?
- কুশল । আমি কোশলনগবেব বাজপুত্র, আমার নাম কুশলকুমার ।
এঁরা আমার বন্ধু । কিন্তু আপনার পবিচয়—
- সুন্দব । আমার পবিচয় আমি স্বয়ং । যেখানে দেখছেন—
যেমনটি দেখছেন—বাস্ । এব বেশী আব কিছু নেই ।
তবে হ্যাঁ, আমার পাণে ঘিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর
অবিশিষ্ট একটা গুরু গম্ভীর পবিচয় আছে । ইনি কাঞ্চিব
যুববাজ জয়ন্তকুমার ।
- কুশল । যুববাজ জয়ন্তকুমার ' সেকি ।
- সোমেন, দেবতোষ, বরুণ । আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাঁদন গ্রহণ করুন
যুববাজ ।
- কুশল । আমরা সকলেই আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত । আপনার শৌর্য
বীর্য, আপনার শিক্ষা দীক্ষায় আমরা বিস্মিত ও গর্বিত ।
কিন্তু যুববাজ—আপনি কেমন ক'বে—
- জয়ন্ত । মুগয়ায় উন্নত হ'য়ে পথ হাবিয়ে এদিকে এসে পড়েছিলাম ;
কিন্তু বেবিষে যাবার পথ না পাওয়ায় অগত্যা বাধ্য হ'য়ে
এদেব আতিথ্য স্বীকার করতে হয়েছে । আমার ধারণা
ছিল না, যে এই সুহৃগম পর্বতমালার অভ্যন্তরে এত বড়
একটা বিশাল রাজ্য আছে । কিন্তু তোমাদের কথা
শুনে মনে হ'ল—তোমরা স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ ' কিন্তু
ভেবে দেখেছ কি এব পবিণাম ?

- সুন্দর । পরিণাম—হরিনাম ।
- কুশল । সে কি !
- জয়ন্ত । সুন্দরের কথা একটুও মিথ্যা নয় । এই অসভ্য বাজ্যের অধিবাসীরা গোববর্ণ মানুষদের ঘৃণা করে । এদের বাণী ব্রহ্মা—কুহকিনী । অপূর্ব কুহক বিস্তার ক'বে সে মানুষকে জড়ের মত নিশ্চেষ্ট ক'বে রাখতে পারে । তোমাদের মত বহু বাজপুত্র—
- শীলা । সেনাপতি । বাজকুমার উত্তেজিত হয়েছেন, ওঁকে বাইবেব বাতাসে নিয়ে যান ।
- বক্ষী । আহুন বাজকুমার ।

(জয়ন্ত ও সুন্দরকে লইয়া বক্ষীর প্রস্থান)

[নেপথ্যে বাদ্যযন্ত্রের একটা গুরু গুরু ধ্বনি উঠিল, মান হইল নানাপ্রকার বিচিত্র বকমের সঙ্গ এতদূরে বাজিতেছে । সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের শিলাময়ী দরজা খুলিয়া গেল, এবং ক্রমোচ্চ সোপানশ্রেণী দর্শকের নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইল । বালিকাবৃন্দ মাঝি বাঁধিয়া দাঁড়াইল । একটু পরেই দুইখানি সুন্দর চরণ সোপান বাহিয়া নামিতেছে দেখা গেল । সঙ্গে সঙ্গেই বাণী ব্রহ্মাব সম্পূর্ণ অবয়ব দেখা গেল । বিচিত্র পোষাকে রাণীর সর্বদাঙ্গ বলমল করিতেছে, মুখখানির উপর একখানি স্বচ্ছ কাপড়ের আবরণ, ব্রহ্মা নামিয়া আসিতেই শীলা ও বালিকাবৃন্দ মস্তক অবনত করিল । “বাণী লীলায়িত ভঙ্গীতে মুখের আবরণ সরাইয়া

নবাগত রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুদের দিকে
কটাক্ষপাত করিল। সে রূপ দেখিয়া সকলে
অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

বত্সা। অসভ্যদের দেশে, তাদের অপটু হাতেব আতিথ্যে
আপনাদের কোন কষ্ট হয়নি তো ?

কুশল। না দেবী।

বত্সা। স্নানিদ্ৰাব কোন ব্যাঘাত—?

কুশল। না দেবী।

বত্সা। এদের অমার্জিত ব্যবহার মনঃক্ষোভেব কাৰণ ঘটায়নি ?

কুশল। না দেবী।

বত্সা। আমাব অনুচবদের জ্ঞাত্য আমি গৰ্ব্ববোধ কবছি বাজকুমার !
কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাদের এখানে শুভ পদার্পণের উদ্দেশ্য
জানতে চাইলে আশা কবি আপনাবা অপমানিত বোধ
কববেন না।

কুশল। না দেবী। ববং আপনাকে আমাদের আগমনেব উদ্দেশ্য
বলতে পাবলে নিজেকে ধন্য মনে কববো। আমি ছুটে
এসেছি আপনাব অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে—
আপনাকে দেখতে।

বত্সা। (তাহার চোখে চোখ বাখিষা) আমাকে দেখলেন ?

কুশল। হ্যাঁ।

বত্সা। জনশ্রুতি কি মিথ্যা বলে মনে হয় ?

কুশল। না।

বত্সা। এবাব আমি যদি বলি—আপনাকে মুক্তি দেওয়া হ'ল !
আপনি যেতে পাববেন ?

- কুশল । (মস্তমুণ্ডেব মত চোখেব দিকে চাহিয়া) না ।
- বত্সা । (সোমেনকে) আপনি ?
- সোমেন । না ।
- বত্সা । (দেবতোষকে) আপনি ?
- দেবতোষ । না ।
- বত্সা । (বরুণকে) আপনিও-না ?
- বরুণ । না ।
- বত্সা । (হাসিয়া) আমাব রূপ আব গুণ সম্বন্ধে আমাকে সচেতন কবে দেওয়াব জ্ঞা—আপনাবা আমাব ধন্যবাদ গ্রহণ করুন । কেউ যদি আমাকে সুন্দরী বলে, আমি তাব কথা শুনে খুসী হই, আব সেই ভক্তেব কাছ থেকে আমি দূবে থাকতে পাবিনে । তাকে কাছেই বেগে দিই ।
- কুশল । আমবা যেতে চাইনা দেবী ।
- বত্সা । বেশ, তাই হবে—আপনানেব আমি নিজেব কাছেই বাগবো । আজই গভীর বাত্রে মহাকালীব পূজাব পুণ্য লগ্নে আমাব বিবাটি পশু-শালায় সম্মানে আপনাবা স্থান লাভ কববেন ।
- সোমেন । পশুশালায় ।
- বত্সা । ই্যা ।
- দেবতোষ । পশুশালায় মানুষেব স্থান কী ক'বে হবে দেবী ?
- বত্সা । পশু হ'সে ।
- বরুণ । আপনি কি আমাদের পশুতে পবিণত কববেন ।
- বত্সা । এইবাব আপনাবা আমাব কথাটা ঠিক বুঝেছেন । আপনাবা সভ্য জগতের লোক, সামান্য একজন অসভ্য

নাবীর কথা বুঝতে এত দেবী হচ্ছে দেখে মনে মনে আমি ভাবী হুঃখিত হচ্ছিলাম। —ই্যা,—আমি আপনাদের পশু ক'বেই রাখবো।

কুশল।

দেবী।

বত্না।

ভক্তকে মানুষ্য কবে রাখলে অনেক অসুবিধে। তার বিচার আছে, বুদ্ধি বিবেচনা আছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ কোন বিপু থাকেই সে মুক্ত নয়। অত উৎপাত সহ্য কবাব মত সময় তো আমার হাতে নেই বাজকুমার! কাজেই ভক্তকে আমি পশু ক'বে কাছে রাখি। তাতে ভক্তের অনুগত্য সহজে আমাকে আব চিন্তা কবতে হয় না। আপনাবা দেখবেন আমার পশুশালা? শীলা!

[শীলা আলো নিভাইয়া দিতেই গুহা অন্ধকার হইল। মন্দিরের সম্মুখের দরজার পাশের ধূপদানীর উপর চাপদিতেই, উহার বামপার্শ্বের দেওয়াল উন্মুক্ত হইয়া গেল। দেখা গেল দূরে অসংখ্য পশু দড়ি দিয়া বাঁধা। তন্মধ্যে ভেড়ার সংখ্যাই অধিক। অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল—বত্না বলিতেছে।]

বত্না।

আমাব হাতে যে যাদুদণ্ডটি দেখছেন, এব সামান্য একটু স্পর্শেই—আজ বাত্রে আপনাবা আমাব ওই পশুশালাব সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি কববেন। শীলা।

[তৎক্ষণাৎ গুহাব দেওয়াল জুড়িয়া গেল। গুহা আলোকিত হইল। দেখা গেল, বত্না যাদুদণ্ড হাতে লইয়া হাসিতেছে।]

কুশল । দেবী বক্ষা করুন—আমাদের বক্ষা করুন । আমরা
আপনার গুণমুগ্ধ । এভাবে আমাদের ধ্বংস করবেন না ।

বত্ৰা । ধ্বংস কবছি না সৃষ্টি কবছি । মানুষকে অমানুষ কবছি,
একি কম কথা ? এক হিসেবে আমি তো আপনাদের
ভগবানেবও ওপৰ । তাঁৰ আছে সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা, আৰ
আমাৰ আছে ধ্বংসেৰ উন্মাদনা ।

কুশল । আপনি এত সুন্দৰী—অথচ কী ভয়ঙ্করী ।

বত্ৰা । (হাসিয়া) তাইত হয়—বাজকুমার । গোখবো সাপ
দেখেছেন ? দেখতে বড় সুন্দৰ । কিন্তু আপনি তাৰ
গুণমুগ্ধ ভক্ত হ'বাব চেষ্টা ককন, দেখবেন, সে তাৰ সুন্দৰ
ফণা বিস্তাৰ ক'বে আপনাকে দংশন কববে । কিন্তু
আৰ নয, আহাবাদি ক'বে এবাব বিশ্রাম ককনগে । বাত্ৰি
তৃতীয় গ্ৰহবেৰ সময় মহাকালাৰ পূজায় আপনাদের
উপস্থিত থাকাব দবকাৰ হবে ।

কুশল । দেবী ।

বত্ৰা । শীলা ।

শীলা । বক্ষী ।

[বক্ষী আসিয়া চাৰিজনকে লইয়া গেল
সোমেন ও দেবতাব কাঁদিতোছিল । বত্ৰা
সেইদিকে চাহিয়া হাসিলেন, শীলা আগাইয়া
আসিল ।]

বত্ৰা । (আসনে বসিয়া) শীলা !

শীলা । বাণী ।

বত্ৰা । মহাকালাৰ পূজাব আয়োজন সম্পূৰ্ণ হ'য়েছে ?

- শীলা । ই্যা ।
- বত্না । বিপ্রদেব কি কোন আদেশ কবেছেন ?
- শীলা । না । পুরোহিত কোন আদেশ কবেন নি । তবে মনে হয় আজই তিনি তোমাব দুশোবছর পবমাযুর যজ্ঞ স্তম্ভাস্ত কববেন ।
- বত্না । (হাসিয়া) দুশোবছর পবমাযু । আচ্ছা তুই বলতো শীলা, কী হবে অতদিন বেঁচে ? দুশোবছর ধবে শুধু বেঁচে থাকা ? বোগ নেই, শোক নেই, জবা নেই, মৃত্যু নেই—শুধু বেঁচে থাকা ! ভাল লাগে ?
- শীলা । আমাব তো মন্দ লাগে না ।
- বত্না । কী জানি তুই কি দিয়ে গড়া । কিন্তু আমার মনে হয় দিনেব পব দিন যাহুবিছা দিয়ে মানুষেব সর্বনাশ কবা ছাড়া এই বাণীগিবাব আব কোন অর্থ নেই ।
- শীলা । ও কথা বলতে নেই বাণী । বিপ্রদেব যদি শোনেন, তবে আব বক্ষে থাকবেনা । জানোনা, আমাদের আগেব বাণীকে তিনি কী শাস্তি দিয়েছিলেন ?
- বত্না । কী শাস্তি ?
- শীলা । কথায় কথায় তিনি একদিন বলেছিলেন—“এজীবন আমাব ভাল লাগেনা” । সে কথা অস্ত্রযামী বিপ্রদেব জানতে পাবেন । তাব ফলে বাণীকে তিনদিন বৃশ্চিক দংশনের জালা সহ কবতে হয় ।
- বত্না । তাঁব ভাল না লাগা তাতে কমেছিল ?
- শীলা । সে কথা জানিনে—তবে তাবপব আব তিনি ও কথা বলেননি !

বত্সা । বেশ, তবে আমিও আর বলবোনা । কিন্তু শীলা, মনে যখন একটা কথা ওঠে, তখন মুখে সেটাকে প্রকাশ না কবলেও, মনের মধ্যে সে তাব কাজ কিছু কম কবে না । এই মানুষকে পশু কবাব ব্যবসা আব আমার ভালো লাগছেনা । যাক্ সে কথা, তুই গান গা । তোব গান শুনলে মনটা আমার ভালো থাকে । তুই গান গা ।

[শীলা গাহিল ।

জীবন নদীব স্রোতে ভেসে চলি নিশিদিন
গতিব নেশায় মেতে শুধু চলা যতিহীন ।

তীবের শ্রামল তরু ডাকে মোবে আয় আয়

সংসার ডাকে তাব সুশীতল গৃহছায়—

সে ডাকে বুকেব মাঝে বাদে বেদনাব বীণ ॥

শীলা । আমি এবার যাই দেবী । পুৰোহিত বিপ্রদেব পূজায় বসবেন । আয়োজনব কোন ক্রটি থাকলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন । তুমি কি এখন প্রাসাদে যাবে ?

বত্সা । না । আমি পবে যাব । তুই যা ।

[শীলার প্রশ্নান । রত্না চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর প্রশ্নান কবিবার উদ্যোগে করিতেই পিছন দিক দিয়া চকল পাদ জয়ন্ত একাকী প্রবেশ কবিল । তাহার চোখে মুখে একটা অধৈর্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে । সে প্রবেশ করিয়া রাণীব পিছনে গিয়া ডাকিল]

জয়ন্ত । বাণী ।

[রাণী কিরিয়া দেখিল জয়ন্ত। তাহার
ললাটে অকুটি যুটিয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে
তাহা মিলাইয়া একটি প্রশান্ত প্রসন্নতার
পরিবর্তিত হইল।]

বত্না। যুববান্ধ জয়ন্তকুমার।

জয়ন্ত। হ্যাঁ। আমি আবার এলাম। অনুগ্রহ ক'বে শুধু এইটুকু
আমায় বলে দাও, দেশে ফিবে যাবার পথ আমাকে
বলে দেওয়া হবে কিনা।

বত্না। যদি না বলে দেওয়া হয় তাহ'লে আপনি কি কববেন
বান্ধকুমার?

জয়ন্ত। সে পথ বাব কবতে যথাসাধ্য চেষ্টা কববো। সে চেষ্টা
কবতে গিয়ে যদি প্রাণ যায় যাবে, কিন্তু অসভ্যদের
মাঝখানে থেকে এ ভাবে কাল কাটাতে আমি পাববোনা।
আমাদের ঘরব মধ্য বন্দী কবে বাখা হয়নি একথা সত্য,
কিন্তু বাজ্যের মধ্য বন্দী কবে বাখা হ'য়েছে। আমরা
সত্য দেশের লোক, এ ধবণের জীবনযাত্রায় আমবা
অভ্যস্ত নই।

বত্না। বার বাব আমাদের অসভ্য সম্বোধন কবে যদি আপনার
বন্দীদের যন্ত্রণার লাঘব হয়—আমি তাতে প্রতিবাদ
কববো না বান্ধকুমার। কিন্তু—দেখুন না চেষ্টা ক'বে পথ
যদি খুঁজে বাব কবতে পাবেন!

জয়ন্ত। দেখেছি। আজ সাতদিন ধবে এই বাজ্যের চতুঃসীমা,
আমবা তন্ন তন্ন ক'বে অনুসন্ধান কবেছি, কিন্তু কোন
খানেই—

রত্না । তাব অস্তিত্ব মেলেনি—না ? অথচ সে দুর্লভ পথ আছে
এই ঘবে, আমাব মুঠোব মধ্যে ।

জয়ন্ত । এই ঘবে !

বত্না । হাঁ বাজকুমাব এই ঘবে । আমাব একটি মাত্র অঙ্গুনি
নির্দেশে সেইপথ এখুনি আপনাব দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হ'য়ে
উঠবে,—আপনাবা সভ্য সুশিক্ষিত হয়েও সাতদিন ধবে
যাব আভাষ মাত্র পাচ্ছেন না । দেখতে চান ?

জয়ন্ত । হ্যাঁ ।

[সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় আলো নিভিয়া
গেল এবং জুহার দক্ষিণ পার্শ্বের দেওয়াল সরিয়া
গেল । চন্দ্রালোকিত উজ্জ্বল পথ পবিস্ফুট
হইয়া উঠিল । দেখা গেল, একটি পথ বিস্তৃত
প্রান্তর বাহিরা পর্বতের উপর দিয়া ঘুরিয়া
ঘুরিয়া স্নদুবে মিলাইয়া গেছে]

জয়ন্ত । (চীৎকার করিয়া) ওইতো আমাদের ফিবে যাবাব পথ ! ওই
সেই চন্দ্রমৌলি পর্বত, যাব বুক বেঁধে নেমে এসেছে
উৎপলা নদী । ওইসেই মহাবট, প্রান্তর অতিক্রম ক'বে ক্লান্ত
পথিক দেখানে বসে বিশ্রাম কবে । বাণী ! বাণী ! অসংখ্য
ধন্যবাদ তোমাকে । পেয়েছি—আমি পথ পেয়েছি ।

[সম্মুখের আলো জলিয়া উঠিতেই পথের
দৃশ্য মিলাইয়া গেল]

বত্না । (হাসিয়া) পথ পাননি বাজকুমাব । আনন্দে অধীর হবেন
না । যে পথ আছে আমাব মুঠোব মধ্যে, সে পথ আপনি
পাবেন কী ক'রে ?

জয়ন্ত । আমি চিনে নিয়েছি, আর আমাকে আটকে রাখতে পারবে না বাণী । পথ আমি চিনে ফেলেছি ।

বত্না । আমাব ঘব থেকে যখন পথকে দেখেছেন—তখন পথকে ঠিক দেখেছেন, কিন্তু পথে নেমে দেখতে গেলেই দেখবেন—সে পথ আপনি বিপথে গেছে ।

[জয়ন্তর চোখ জলিয়া উঠিল]

জয়ন্ত । তাব মানে আমবা যেতে পারবোনা ?

বত্না । না ।

জয়ন্ত । তুমি অনন্ত কাল এইভাবে আমাদেব বন্দী ক'বে রাখতে চাও ?

বত্না । অনন্তকাল নয়—আব কয়েকঘণ্টা মাত্র । আজই শেষবাত্রে মহাকালীৰ পূজায় আপনাদেব মানব জন্মের উপর ঘবনিকা পড়বে ।

জয়ন্ত । (স্তম্ভিত হইয়া) অর্থাৎ আমাদেব পশু ক'বে বাধবে ?

বত্না । হ্যাঁ ।

(জয়ন্ত কিছুক্ষণ মাথা নত করিয়া কী ভাবিল)

জয়ন্ত । আচ্ছা বাণী, এতে তুমি কী আনন্দ পাও, বলতে পারো ?

বত্না । আনন্দতো পাইনে বাজকুমাব—এ আমাব কর্তব্য ।

জয়ন্ত । কিন্তু এ কেমন কর্তব্য ? যে কর্তব্য পালন কবতে মানুষেব মনে উৎসাহ আসেনা, উত্তম আসেনা, যে কর্তব্য কোমল হৃদয়বৃত্তিকে ক্রমাগত সংহাব কবতে থাকে, যাব মধ্যে প্রেরণা নেই, অশুভূতি নেই, যাব কোন ভবিষ্যৎ নেই—দিনেব পব দিন ধবে তা' তুমি পালন কবছো কেন ?

বত্না । গুরুব আদেশ ।

জয়ন্ত । কে তোমার গুরু ?

বত্ৰা । পুৰোহিত বিপ্ৰদেব । তিনি শুধু আমাব গুরুই নন,—
সমস্ত জাতিৰ গুরু । যুগেব পৰ যুগ তিনি বেঁচে থেকে
এবাজ্যেব বাণীকে দিয়ে এই কাজ কৰাচ্ছেন । তিনি
অজব-অমব-অক্ষয় । কিন্তু এ সব কথা আপনাব সঙ্গে
আলোচনা ক'বে আমি অপবাধ কবলাম । আপনি এখান
থেকে যান বাজকুমাব—আপনি যান ।

জয়ন্ত । না, আমি যাবোনা । তোমাব এত রূপ—এত গুণ, এই
অসত্য ব্ৰাজ্যে স্ব মহিমায় তুমি উজ্জ্বল হ'য়ে বয়েছো । এখানে
এসে একমাত্র তোমাব সঙ্গে কথা ক'ষেই আমি আনন্দ
পেয়েছি । বিধাতাব দুৰ্ভাগ্য দান তোমাব ওই রূপ—
এদেব মাঝে থেকে তাব কী মৰ্যাদা তুমি পেয়েছ ?
তোমাব ওই সুন্দৰ হাত দুখানি দিয়ে কেবল কি ধ্বংসই
কববে—সুন্দৰ কিছু সৃষ্টি কববে না ?

বত্ৰা । (বিচলিত ভাবে) এসব আপনি কি বলছেন বাজকুমার ?
আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, যবে গিয়ে বিশ্রাম ককনগে ।

জয়ন্ত । ও কথায় আজ আব আমাকে ভোলাতে পাববেনা বাণী !
আমি তোমাব মদ্যে লক্ষ্য কৰেছি শাস্ত কালেক নাবীকে ।
যে মানুষকে পশু কবতে ভালবাসেনা, বাজত্ব যাব ভাল
লাগে না, যে চায় মানুষেব সঙ্গ, মানুষেব প্রেম, সমাজ,
সংসাব, সন্তান...সেই নাবী তোমাব অন্তরেব অন্তবালে
বসে বাত্ৰিদিন কাঁদছে । কুহকিনী । আমি তোমায়
চিনতে পেবেছি ।

বত্ৰা । না—না আপনি আমায় চিনতে পাবেন নি । আপনার এসব প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই । একটু পরেই আমাকে মহাকালীৰ পূজা-প্রদ্বনে উপস্থিত হতে হবে, এ সময় আমাকে বিবর্ত্ত করবেন না । যান—যান—আপনি যান ।

জয়ন্ত । আমার কথাৰ সামান্য প্রতিবাদ কবতেও তোমার গলা কাঁপছে বাণী—তবু তুমি বলতে চাও—তুমি কুহকিনী, তোমাব কর্তব্য পালন কবেই তুমি স্থখী ?

বত্ৰা । কে ?

নেপথ্যে বক্ষী । আমি বক্ষী দেবী ।

বত্ৰা । এসো । কী খবৰ ?

বক্ষী । কাঞ্চী থেকে যুববাজ জয়ন্ত কুমাবেব ভাই অজয়কুমাব এসেছেন, বাণীৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে ।

বত্ৰা । যুববাজ জয়ন্তকুমাবেব ভাই । তিনিও এসেছেন ? বেশ । তাকে সসন্মানে এখানে নিয়ে এস বক্ষী ।

[বক্ষীৰ প্রস্থান]

জয়ন্ত । অজয় কেন এলো ? তাব তো এসময় মৃগয়া-ভ্রমণেব কথা নয় । তবে ?

[অজয়কুমার ও মন্ত্রীৰ প্রবেশ । মন্ত্রীৰ হাতে বাজমুকুট]

অজয় । কোথায় বাণী ? একি । দাদা । তুমি এখানে ? আমবা যে তোমাবই খোঁজ কবতে এখানে এসেছি ।

জয়ন্ত । কী হয়েছে অজয় ?

অজয় । তুমি মৃগয়ায় বেবোবাব পবদিনই বাবার মৃত্যু হয় । সমস্ত বাজ্য বাজাশূন্য । মন্ত্রী মণায় মুকুট নিয়ে এসেছেন,

তোমাকে যেখানে পাবেন, সেখানেই তোমাকে অভিযুক্ত
কববেন।

জয়ন্ত । বাবাব মৃত্যু হয়েছে ? (স্তব্ধ হইয়া গেল)

[মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া জয়ন্তের মাথায় মুকুট
পরাইয়া দিল। তারপর জানু পাতিয়া
বসিয়া বলিল।]

(অজয় ও মন্ত্রী উভয়ে) মহাবাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক।

মন্ত্রী । মহাবাজ জয়ন্ত কুমার, আজ থেকে আমবা ও কাঞ্চি বাজ্যের
সমস্ত প্রজা আপনার আনুগত্য স্বীকার কবছি।

জয়ন্ত । আমি এই পবিত্র মুকুট শিবোধার্য্য ক'বে শপথ কবছি যে
আজ থেকে কাঞ্চি বাজ্যের প্রজাদের সুখ সুবিধা ও
নিবাপত্তার আমি লক্ষ্য রাখবো, তাদের অসম্মানকে নিজের
অসম্মান মনে কববো, তাদের আপদ বিপদকে নিজের মনে
ক'বে প্রাণ দেব। এবং এই সঙ্গে ঘোষণা কবছি যে আজ
থেকে শ্রীমান অজয়কুমার যৌববাজ্যে অভিষিক্ত হলেন।

অজয় । আপনার আদেশ মাথায় ক'বে নিলাম মহাবাজ।

মন্ত্রী । মহাবাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক।

[রজা এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য
দেখিতেছিল। এইরূপ ইহাদের মাঝখানে
অসিয়া কহিল।]

বজ্রা । মহাবাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক। মহাবাজ, আপনার
বাজকার্য্য পরিচালনা শেষ হয়েছে কি ?

[এই কথায় জয়ন্তকুমারের চবন সন্ধিঃ
ফিবিয়া আসিল।]

- জয়ন্ত । ও । (মাথা হইতে মুকুট নামাইয়া মন্ত্রী হাতে দিল) মন্ত্রী,
আমাব এই মুকুট আপনি রাজ্যে কিরিয়ে নিয়ে যান । এখন
আমাব যাওয়া হবেনা, যতদিন না ফিবি ততদিন আমাব
পক্ষ থেকে যুববাজ অজয়কুমার বাজ্য পরিচালনা করবেন ।
- বত্ৰা । তাবও সুবিধে হবেনা মহাবাজ । কেননা মহাকালীৰ
পূজায় আপনাব ভাই এবং মন্ত্রী মশায় উভয়কেই দবকাব
হবে ।
- জয়ন্ত । সেকি ।
- বত্ৰা । হ্যাঁ ।
- জয়ন্ত । তোমাব কাছে আমি ওদেব প্রাণ ভিক্ষা কবছি বাণী !
- বত্ৰা । না ।

[বত্ৰা চলিয়া যাইতে লাগিল । বিপদের
আশঙ্কায় জয়ন্ত ব্যাঙ্গ কণ্ঠে ডাকিল ।]

- জয়ন্ত । বাণী ! আমাব কথা শোন ।

[বাণী চলিয়া যাইতে লাগিল]

- জয়ন্ত । বাণী ! (বাণী থামিলনা)

- জয়ন্ত । বত্ৰা ।

[বিহ্বলদেহে বাণী ফিবিয়া চাহিল । স্থির
দৃষ্টিতে সে জয়ন্তর মুখেব দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া
পাকিয়া শান্ত কণ্ঠে ডাকিল]

- বত্ৰা । বক্ষী । (বক্ষীর প্রবেশ) মহাবাজ জয়ন্ত কুমাবেব ভাই
আব মন্ত্রী মহাশয়কে বাচ্যেব বাহিবে বেখে এসো ।

[এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্দ্বার
হইল । জয়ন্ত বিষয়ের মত সেইদিকে চাহিয়া
বহিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাহাড়ের ভিতর দিয়া গ্রাম্য পথ । পুষ্প-
পাত্র ও ফুলের সাজি হাতে করিয়া তিন চারিটি
বালিকা প্রবেশ করিল]

যৌবন গান গাও যৌবন গান
মৌবনে মধুকর গুঞ্জবে তান,

গাও যৌবন গান ।

প্রান্তবে কান্তাবে কান্ত এলো
কুঞ্চিত কুন্তলে কুন্দ দে লো,
অবণ্যে নবীনেব চলে অভিযান ।
পুষ্পিতা বনে বনে ছন্দ লাগে
যেন কোন বিবহিনী বাসব জাগে
মিলনেব শিববণে ভাঙ্গে অভিমান ।

১ম বালিকা । ভেড়া চবাতে আব ভাল লাগে না ভাই । যখনই মনে হয়
এই ভেড়াগুলো একদিন মানুষ ছিল—

২য় বালিকা । চমৎকাব এদেব রূপ ছিল—

৩য় বালিকা । মিষ্টি এদেব কথা ছিল—

১ম বালিকা । তখন মনটা কেমন খাবাপ হ'য়ে যায় ।

২য় বালিকা । মনে হয় এগুলো মানুষ থাকলে এই ভর-হুপুরে দু চাবটে
মনের কথা বলা যেতে পাবতো—

৩য় বালিকা । একটুখানি হাসি তামাসা—

৪র্থ বালিকা । দু একটা গানও গাওয়া চলতো ।

১ম বালিকা । কিন্তু সর্ব্বনেশে বুড়োটার জন্যে কি ছুই কববার উপায় নেই ।

২য় বালিকা । জ্ঞানতে পাবলে মেরেই ফেলবে ।

৩য় বালিকা। নিজে তো বিয়ে টিয়ে করেনি, আমাদের মনেব ব্যথা ও

বুড়ো কেমন ক'রে জানবে বলতো ?

১ম বালিকা। তাতো বটেই। আচ্ছা ভাই, বাণীব ওই ঘাছুদগুটা

কোথায় থাকে বলতে পারিস ?

২য় বালিকা। ওরে বাবা ! সে নাকি শুনেছি বাণীব পুজোব মন্দিরে থাকে।

৩য় বালিকা। সেখানে যাওয়া আর ঘমেব বাড়ী যাওয়া একই কথা।

১ম বালিকা। আহা ! আজ যে কতগুলো লোককে ভেড়া বানাবে তার

আব ঠিক নেই। মানুষগুলোর কী রূপ ভাই ?

২য় বালিকা। সবগুলোই বাজপুত্র কি না।

৩য় বালিকা। আচ্ছা বাণীর কি একটু দয়া মায়া হয় না ?

১ম বালিকা। বাণীব দয়া হ'লে তো চলবে না। পুরুত ঠাকুবের দয়া
হওয়া চাই।

২য় বালিকা। তাতো বটেই। বাণীতো তাঁব হাতেব পুতুল।

১ম বালিকা। না ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে এ সব কথা বলা ঠিক নয়।

যদি পুরুত ঠাকুবের কাণে যায় তা হ'লে আব রক্ষে
থাকবে না।

[নেপথ্যে শীলার গান শোনা গেল]

১ম বালিকা। ওই শীলা দেবী আসছেন। চল পালাই। আমাদের

এখানে জটলা কবতে দেখলে উনি চটে যাবেন। চল

পালাই।

২য় বালিকা। চল চল।

[গ্রাম্য বালিকাগণের প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে
সঙ্গেই গান গাহিতে গাহিতে শীলা প্রবেশ
করিল]

—শীলার গান—

পাহাড় তলীর ঝর্ণা ধাবায়

যে গান বাজে—

সে গান আমায় পাগল কবে

সকল কাজে ।

বাতেব ঘুমে সে গান শুনি

অসম্ভবেব স্বপন বুনি

অস্বে তাব কলধ্বনি

ফুৰায় না যে !

ঝর্ণা বলে “ঘব না বেঁধে চলো”,

সে ডাক শুনে নয়ন ছলো ছলো ।

বাজায় বাঁশী দূবেব বঁধু

উছলে ওঠে হুৱেব মধু

ঝর্ণা চলে ধর্ণা দিতে

সাগৰ মাঝে ।

[গানের শেষে সুন্দর প্রবেশ করিল]

সুন্দর । ওগো । ও-ইয়ে হযেছে—অসভ্য মহিলা ।

শীলা । বাজসখা । কী বলছেন ?

সুন্দর । না বলিনি কিছু । তবে ইয়ে হযেছে—তোমাকে একটা কথা
জিগ্যেস করার বাসনা ছিল ।

শীলা । বলুন ।

সুন্দর । বলবো কি ?

শীলা । বলুন না ।

- সুন্দব । আচ্ছা ভাই, খামোখা মানুষগুলোকে তোমরা ভেড়া ক'বে রাখো কেন ? ওতে তো তু পক্ষেবই অসুবিধে হয় ।
- শীলা । কেন ?
- সুন্দব । কেন না মানুষটা ভেড়া হ'য়ে মানুষও থাকে না, ভেড়াও হয় না । আর তোমরা মানুষও পাও না ভেড়াও পাও না—এটা কি ভাল ?
- শীলা । কেন ? আমাদের তো বেশ ভালই লাগে ।
- সুন্দব । তোমাদের ভাল লাগতে পাবে, কিন্তু আমাদের খুব খারাপ লাগে । কাবণ সাধ ক'রে ভেড়া হ'তে আব কে চায় বলো ? কথা বলতে বলতে ব্যা ব্যা শুরু কববো, এটাতো দেখতেও ভাল নয়, শুনতেও ভাল নয় । অথচ মজা দেখ—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ আমাদের ভেড়া হ'তে হবে ।
- শীলা । কী কবা যাবে বলুন । পুর্বোহিত বিপ্রদেবের আদেশ ।
- সুন্দব । তিনি একটি গরু । নইলে মানুষকে ভেড়া কবতে চান ? থাক সে কথা থাক । তোমাকে একটা গোপন কথা বলবো ?
- শীলা । বলুন না ।
- সুন্দব । তুমি ভাই বড় সুন্দরী ! তোমাকে দেখা অবধি মনের মধ্যে যে আমার যে কী বকম ছল্ ছল্ কবছে তা, এক ভগবানই জানেন । (চুপিচুপি) আচ্ছা—এদেব বাইবে যাবাব বাস্তাটা কোন দিকে বলতো ?
- শীলা । সে তো আমি জানিনে ।
- সুন্দব । এই দেখ । জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বললে ভাই ? তুমি সব জান—আব এটা জানানো ?

- শীলা । জানলেও আমি আপনাকে তা বলবো কেন ?
- সুন্দব । আমি তোমাকে ভালবাসি বলে !
- শীলা । কী ?
- সুন্দব । না—না—আমি তা বলিনি । আমি বলছি—ইয়ে হয়েছে—তোমাকে দেখে আমার মন ছল ছল ক’বে কিনা—তাই—
- শীলা । তাই বলে আমি আপনাকে গোপন পথটা বলে দেব ? আপনার সাহসতো কম নয় ? আমি যদি বাণীকে একথা বলে দিই ।
- সুন্দব । আবাব বাণী কি হবে ? তোমাতে আমাতে কথা—এব মধ্যে আবাব বাজা উজ্জীব টেনে আনছো কেন বাবা ?
- শীলা । আব কখনো এমন কথা বলবেন না বলুন ?
- সুন্দব । আব কখনো বলবো কেমন ক’রে,—আজ বাজে যদি ভেড়া হ’য়ে যাই—তবে ব্যা ব্যা ছাড়া আর তো কোন কথা বেরুবেনা । তাই মানুষের কথা শেষবার বলে নিচ্ছি ।
- শীলা । পথ ছেড়ে দিন । আমি যাই ।
- সুন্দব । তা যাও । কিন্তু আব একটা কথা বলবো ।
- শীলা । আবাব কি কথা ? বলুন !
- সুন্দব । বলছি যে তোমাকে দেখে এমনিতেইতো ভেড়া বনে গেছি । ভেড়াব চেহাবাটা আর নাই বা দিলে ভাই !
- শীলা । সে সব কথাব আমি কিছু জানিনে—আপনি বাণীকে বলবেন ।

[গ্রহান]

- সুন্দব । আব বাণীকে বলেছি । এক ঘণ্টা বাদেই ভেড়া হ’য়ে

ব্যা ব্যা ক'বে বাণীকে কী বলবো ? ভদ্রলোকের ছেলে
 বিদেশে এসে ভেড়া বনে গেলাম । এবপর আত্মীয়স্বজন
 এলে কি আব চিনতে পাববে ? তারাও চিনতে
 পাববে না—আব আমিও কথা বলে চেনাতে পারবনা ।
 হায়রে ! কিন্তু এ দেশের মেয়েগুলো বড সুন্দরী ! কিন্তু
 ভেড়ার বসবোধ তো কেউ বুঝবে না । যাই মন্দিরের দিকে
 যাই । ভেড়া যখন হতেই হবে—ওঃ ! কত ভেড়াই যে
 আগে খেয়েছি—তাদের অভিশাপ আজ লেগে গেল । কে
 যে কোন্‌দিন খোঁয়াড থেকে বাব ক'বে নিয়ে গিয়ে
 ঘ্যাচাং ক'বে কেটে ফেলবে—ওবে বাবাবে,—তখন গবম
 মশলাব সঙ্গে সুন্দরের সুন্দর গন্ধ ছাড়বে । হায়বে হায় ।

(কাদতে কাদিতে প্রস্থান করিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[পৰ্বতগাত্রে মহাকালীৰ সুবিশাল মন্দিৰ ।
মন্দিৰেৰ মৰ্য্যো মহাকালীৰ বিৰাট মূৰ্ত্তি দেখা
বাইতেছে । সম্মুখে বসিয়া পুরোহিত বিপ্রদেব
পূজা কৰিতেছেন । সোপান শ্ৰেণীৰ উপৰ ৰাণী
বহ্না কৃতাজ্জলিপুটে বসিয়া আছেন । তন্নিম্ন
সোপানে শীতা অমুকপ ভঙ্গীতে বসিয়া ।
নিম্নেৰ সমতল ক্ষেত্ৰেৰ একদিকে সান্নি দিয়া
দাঁড়াইয়া কথেকজন বাজপুত্ৰ ও তাঁহাদেৰ সহ-
চববুন্দ, তাহাব মৰ্য্যো জয়ন্ত ও সূন্দৰ আছেন ।
অন্যদিকে ৰাজ্যেৰ বক্ষীগণ ও সেনাপতি বজ্জ
সেন । সোপানেৰ তলদেশে কতকগুলি পাহাড়ী
বালিকা । সমস্তই অত্যন্ত নিস্তৰ্দ্ধ কেবল
পুরোহিতেৰ গম্ভীৰ কাঠৰ মগ্নোচ্চাবণ শোনা
বাইতেছে । সকলেই যেন কী একটা বিপদেৰ
প্ৰতীক্ষা কৰিতেছে ।]

খ্যান মন্ত্ৰ

মহামেষ প্ৰভাং দেবীং বৃষ্ণ-বজ্ৰ পিধায়িনীম্ ।
লোলজিহ্বাং ঘোবদংষ্ট্ৰাং কোটবাক্ষীং হসমুখীম্ ॥
নাগহাবলভোপেতাং চন্দ্ৰাৰ্দ্ধকৃতশেখবাম্ ।
ছাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্ ॥
নাগযজ্ঞোপবীতাক্ষীং নাগশয্যানিষেদুষীম্ ।
পঞ্চাশম্মুণ্ডসংযুক্ত বনমালাং মহোদবীম্ ॥
সহস্ৰফণসংযুক্ত মনন্তং শিবমোপবি
চতুৰ্দ্ধিশ্চুনাগফণা বেষ্টিতং গুহ্যকালিকাম্ ॥

[এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতেই হঠাৎ মহাকালীর হস্ত হইতে খড়্গখানি ঝন্ ঝন্ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। পুরোহিত চমকিয়া চোখ খুলিয়া দেখিলেন। ধীবে ধীবে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

বিপ্রদেব। একি। এ সৰ্ব্বনাশ কেন হল? মা-মা-মা!

[একটু পরে দরজার উপর বিপ্রদেবের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখা গেল। তিনি বিচলিত দৃষ্টিতে সমাগত জনতার দিকে চাহিয়া বলিলেন]

মহাকালীর হাত থেকে খড়্গ মাটিতে পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই এবাজ্যে কোন পাপ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাই কে এ পাপ কবেছে?

(সমবেত জনতা চুপ)

রাণীব ছইশত বৎসর পবনায়ু কামনায় আমি যে যজ্ঞ কবছিলাম, আজ তাব শেষ দিন। তাব মধ্যে কেন এই ব্যাঘাত? চুপ ক'বে থাকলে চলবে না—আমাব কথাব উত্তর দাও। পাপ স্বীকার না করলে আমি তোমাদেব প্রচণ্ড ক্ষতি কববো। সে ক্ষতিব যন্ত্রণা তোমবা সহ্য কবতে পাববে না। উত্তর দাও—উত্তর দাও।

[একপা একপা করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে লাগিলেন। রাণীকে অতিক্রম করিয়া তিনি শীলাব নিকট গিয়া থামিলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন]

বিপ্রদেব । শীলা !

শীলা । (কাঁদিয়া) আমি কিছু জানিনে গুরুদেব । কাব পাপে আজকে আমাদের এই যজ্ঞয়োজন পণ্ড হ'ল, আপনি তার নাম বলে দিন, আমরা প্রতিশোধ নেবো ।

বিপ্রদেব তুমি কিছু জান না ?

শীলা । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব হুঁ । নাম অবশ্য আমি নিশ্চয় বলবো । কারণ সেই পাপী যতবড় শক্তিমান হোক না কেন, বিপ্রদেবের কাছে তাব নিস্তার নেই ।

[অগ্রসর হইলেন]

বিপ্রদেব । (মেয়েদেব) তোবা কিছু জানিস ?

একটিমেয়ে । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । এই নবাগত বাজপুত্রদেব মধ্যে কোন লোককে তোদের স্তম্ভব বলে বোধ হয়েছে ?

অন্যমেয়ে । না গুরুদেব ।

[এই সময়ে বাণী রত্না উপর হইতে ভীত দৃষ্টিতে বিপ্রদেবের মুখের দিকে চাহিলেন ।
তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইলেন]

বিপ্রদেব । বজ্রসেন ।

বজ্রসেন । গুরুদেব ।

বিপ্র । তুমি কোন খবর রাখো ?

বজ্র । না গুরুদেব । শীলাদেবীর মত আমিও বলছি আপনি অন্তগ্রহ কবে তাব নাম বলে দিন, তারপর এই অপরাধের কী দণ্ড দিতে হয় তা' আমি জানি ।

বিপ্র । হুঁ ! নাম নিশ্চয় বলে দেব, একটু অপেক্ষা করো বজ্রসেন ।
এখনি সেই মহাপাপীকে আমি তোমাদেব সম্মুখে উপস্থিত
কবছি ।

[অগ্রসর হইয়া কুশলের কাছে গেলেন]

বিপ্র । তোমরা চাব বন্ধু ?

কুশল । ই্যা ।

বিপ্র । আমাদের দেশেব কোন মেয়ের প্রতি তোমাদেব আকর্ষণ
হয়েছে ?

কুশল । না । তবে আমবা বাণী বজ্রাব গুণমুগ্ধ ।

বিপ্র । বাণীব প্রতি গুণমুগ্ধতা পাপ নয়, বাণীব রূপমুগ্ধ হ'য়েছো
কিনা—তাই বলা !

কুশল । না ।

বিপ্র । না । বেশ, তাহ'লে তোমবাও কোন পাপ কবোনি
বলে মনে হচ্ছে । আমাব কাছে গোপন কববাব চেষ্টা
করছো নাতো ?

কুশল । না ।

বিপ্র । মনে রেখো আমার কাছে গোপন ক'রে কোনই লাভ
নেই । কেননা আমি ধ্যানে বসলেই সব কথা জানতে
পাববো । আমি অন্তর্যামী । তা জানতো ?

কুশল । জানি ।

[বিপ্রদেব আগাইয়া গিয়া জয়ন্তের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন ।
তারপর বলিলেন]

বিপ্র । তুমিতো কাকির যুবরাজ ?

জয়ন্ত । না, আমি কাঞ্চীব মহাবাজ !

বিপ্র । ও । তুমি মহারাজ ? তা' মহারাজা হবাব মত রূপ বটে তোমাব । দীর্ঘ স্নগঠিত দেহ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, আমি তোমাব আজকেব দুর্ভাগোর জন্ত দুঃখিত । কিন্তু তুমি আমাদের কোন মেয়েকে দেখে প্রলুব্ধ হওনি তো ?

জয়ন্ত । আজও আমার রুচিব এতদূর অধঃপতন ঘটেনি ।

বিপ্র । বটে বটে । তোমাব সাহস আছে—কিন্তু সে দুঃসাহস, দুঃখের মধ্যে যাব শেষ । আমাকে দেখে ভয় কবছে না তোমাব ?

জয়ন্ত । কেন ?

বিপ্র । আমি অন্তর্যামী বলে । আজ দেউশো বছর ধবে আমি বেঁচে আছি আব তোমাদেব মত সভ্য মানুষেব সর্বনাশ কবছি । যাদুবিদ্যা দিয়ে আমি ত্রিলোক জয় করতে পারি তা জানো ? তোমাদেব মত বহু বাজপুত্র আমাব পশু-শালার নির্ঝিঁরে কাল কাটাচ্ছে । আর একটু পবে তোমাদেবও যেখানে যেতে হবে—তবু ভয় কবে না তোমাব ?

জয়ন্ত । না । মানুষকে পশু কবাব মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই—আছে পশুত্ব । যুগ যুগ ধবে মানুষকে পশু ক'বে ক'বে আপনিও যে একদিন মানুষ ছিলেন, সে কথা আজ আপনি ভুলে গেছেন । আপনাকে ভয় না ক'রে দয়া কবা উচিত ।

বিপ্র । হঁ । তোমাব স্ত্রীক্ল পৃষ্টবাদিতায় আমি খুসী হলাম । কেন না সাহসী লোককে আমি ভালবাসি । কিন্তু তোমাকে দেখে আমাদের কোন মেয়ে চঞ্চল হয়নি তো ?

জয়ন্ত । সে কথা আপনাদেব মেয়েরা জানে আর আপনি জানেন ।
কিন্তু সত্যিই এ দুর্ভাগ্য ঘটলে আমি দুঃখিত হবো । কেন
না যাহুকরের জাতিকে আমি ঘৃণা কবি ।

[বিপ্রদেব তাহার দিকে একবার চাহিয়া
ঘিরিয়া গিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন ।
তারপর রাণীর কাছে গিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইয়া
তাহাকে ভীষণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ।
রত্না তাহার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল]

বিপ্র । রত্না ।

রত্না । গুরুদেব । (মাথা নত কবিল)

বিপ্র । মাথা তোল, চাও আমাব দিকে । (বত্না বহুকষ্টে মাথা
তুলিল) বল, কে এই পাপ কবেছে ?

বত্না । আমি জানি না গুরুদেব ।

বিপ্র । (ধমক দিয়া) তুমি জান ।

রত্না । গুরুদেব বক্ষা করুন । আমি জানি না ।

বিপ্র । তুমি জান না ?

রত্না । না ।

বিপ্র । জয়ন্তকুমাবেব ভাই আব মন্ত্রীকে কে মুক্ত কবে দিয়েছে !

বত্না । আমি ।

বিপ্র । কেন দিয়েছ ? দেবীর চরণে নিবেদিত প্রাণীকে তুমি
মুক্ত কবে দাও কোন অধিকাবে ?

রত্না । তাবা তো নিবেদিত ছিল না । তা ছাড়া বাণীর কি কোন
স্বাধীনতা নেই গুরুদেব ?

বিপ্র । হুঁ ! তুমি জান না কে পাপ কবেছে ?

বত্না । না ।

বিপ্র । আচ্ছা আমি একুনি তাব পরীক্ষা করবো ! তোল তোমার
যাহুদণ্ড । তোল ! (রাণী যাহুদণ্ড তুলিয়া লইলেন)
চলো আমার সঙ্গে, নবাগত বাজপুত্রদের পশু করবে ।
এসো ।

[নামিতে লাগিলেন]

রত্না । গুরুদেব । বক্ষা করুন । আমি আমি কোন অপবাধ
কবিনি ।

বিপ্র । বেণ তো—তুমি কোন অপবাধ না ক'বে থাকলে আমি
খুব খুসী হবো । কেন না বাণীব অপবাধ বাজ্যেব পক্ষে
গৌববেব বস্তু নয় । কিন্তু তাব জন্ত তোমার আজকের
কর্তব্যে তুমি অবহেলা কবতে পাবো না । এসো ।

বত্না । গুরুদেব ।

বিপ্র । রত্না, তোমাব এই দ্বিধা দ্বিতীয়বাব দেখলে আমি মনে
কবতে বাধ্য হবো যে আজকেব পাপেব জন্ত তুমিই দায়ী ?

বত্না । না গুরুদেব আমি যাচ্ছি ।

বিপ্র । চলো ।

[উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে
লাগিলেন । রত্নার মুখ শুকাইয়া গেল । সে
ভীত মুখে বিপ্রদেবের মুখের দিকে চাহিল তার-
পর বলিল]

রত্না । গুরুদেব ।

বিপ্র । বলো !

বত্না । যাহুদকে পশু করতে আর আমার ইচ্ছে কবছে না গুরুদেব ।

আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আমি বুঝতেই পারছি না এতে আমাদের কী স্বার্থ সাধিত হবে ?

বিপ্র। সে প্রশ্ন করবার তোমাব অধিকার নেই বত্ৰা। স্বার্থ আছে আমার সঙ্গে—জাতির সঙ্গে জড়িত। তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। বাণী ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না এই হচ্ছে নিয়ম, এবং সে নিয়ম তোমায় নির্বিশ্রামে পালন করতে হবে। চলো।

বত্ৰা। কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি না গুরুদেব, যে এই সুন্দর মানুষগুলোকে পশু ক'বে বেখে আমাদের কী লাভ ?

বিপ্র। সুন্দর মানুষ। হঁ। চলো।

বিপ্র। স্পর্শ কব, তোমাদের যাত্নদণ্ড দিয়ে স্পর্শ কব।

[জয়ন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।
বত্ৰা ধীরে ধীরে জয়ন্তের দিকে অগ্রসর হইতে
লাগিল। সুন্দর গিষা জয়ন্তের পশ্চাতে লুকাইল।
সে ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না। বাণী
আসিয়া জয়ন্তের সম্মুখে দাঁড়াইল]

বিপ্র। স্পর্শ কব—স্পর্শ কব।

[বাণীর যাত্নদণ্ড উত্তত হইয়া অবশেষে নামিয়া
গেল। এইরূপ তিনবার চেষ্টা করিয়াও সে
সফল হইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে
যাত্নদণ্ড পড়িয়া গেল। বিপ্রদেব ক্রোধে
গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন]

বিপ্র। যা অনুমান কবেছি, ঠিক তাই ঘটেছে। শোন তোমরা !
• তোমাদের বাণীই আজকের এই পাপের অধিনায়িকা।
মনে মনে তিনি মহাবাজ জয়ন্তের প্রেমে পড়েছেন। তিনি

এই যুবকের রূপ, গুণ, আর স্বাস্থ্য দেখে বিহ্বল হ'য়ে
পড়েছেন। তোমাদেব বাণী! তোমাদেব ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী!

বজ্রসেন। বাণী।

শীলা। বাণী।

[বজ্রা অসহায়ভাবে সকলের মুখের দিকে
চাহিল। দেখিল কাহারও মুখে ক্ষমা নাই।
সে পুনরায় মাথা নত করিল]

বিপ্র। কী উত্তর দাও! আমাব অনুমান সত্য কিনা?

বাণী। (ক্ষীণ কণ্ঠে) সত্য গুরুদেব।

বিপ্র। এবং এই সত্য তুমি গোপন করবাব চেষ্টা কবছিলে পাপিষ্ঠা।
আমি তোমায় কী শাস্তি দেব আমিতো বুঝতে পাবছি
না। আমাব এতদিনেব আয়োজন এত পবিশ্রম সব তুমি
ব্যর্থ কবে দিলে। তুষানলে দগ্ধ কবলেও তো আমাব এ
মনেব জ্বালা যাবে না।

বজ্রা। আমায় তুষানলেই দগ্ধ বরুন গুরুদেব। আমি এই বাজ-
কুমাবেব শৌর্য্য, বীৰ্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সহস্র লোককে
আমি পণ্ড কবেছি, তাবা সব মাহুষ ছিল। কিন্তু হঠাৎ
লক্ষ্য কবলাম এই একটি মাত্র পুরুষকে, আপনার তেজে যে
মহীয়ান হয়ে আমাব দিকে চাইলে। আমি যে নাবী, আমি
তো তাকে অবহেলা কবতে পাবিনে গুরুদেব।

বিপ্র। তুমি পাপীয়সি। তুমি আমাব সব সাধনা ব্যর্থ কবেছো—
তুমি আমাব সর্বনাশ কবেছো। আমি তোমায় কী শাস্তি
দেব? আমি—আমি তোমার কুহক শক্তি হরণ

কবলাম, আজ থেকে সাধারণ নাবীব মতই তুমি নগণ্য।

বত্না। গুরুদেব। (বিপ্রদেবের পায়ের উপর পড়িল)

বিপ্র। দূব হয়ে যাও আমাব সম্মুখ থেকে। পাপীয়সি। তোমাব মুখ দেখলেও আমাকে পাপ স্পর্শ কববে। (লাথি মাঝিতেই বত্না দূবে ছিটকাইয়া পড়িল) তোমাকে আমাব এ রাজ্য থেকে নির্বাসন কবলাম। কাল সকালে তোমাব ওই কলঙ্কিত মুখ যেন আমাকে না দেখতে হয়।

[বত্না পড়িয়া গিয়া হুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল]

বিপ্র। শীনা। চলে এস। তোমবা সব ফিবে যাও নিজের বাড়ীতে। কাল থেকে আমি নূতন রাণীব অনুমোদন কববো।

[সকলে নত মুখে প্রস্থান কবিল। বত্না সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে জয়ন্ত আগাইয়া আসিয়া বত্নাকে ধবিয়া তুলিল]

জয়ন্ত। বত্না।

[বত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার দুই চোখে তখন অশ্রুর বত্না নামিয়াছে]

জয়ন্ত। বত্না !

বত্না। কী ?

জয়ন্ত। চলো আমবা পালিয়ে যাই এদেশ থেকে ?

বত্না। কোথায় যাবো ?

জয়ন্ত। আমাব বাজে। চলো আমার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

রত্না । পথ । পথ কোথায় বলতো ? আমারতো—আমাবতো—
মনে পডছে না !

জয়ন্ত । সেকি ।

রত্না । সত্যি ! বাইবে যাবার পথ আমাব মনে পডছেনা—
আমাব মনে পডছে না । আমি ভুলে গেছি—আমি পথ
ভুলে গেছি—আমি পথ ভুলে গেছি.....

[জয়ন্তের বাহর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া
উঠিল । ধীবে ধীবে যবনিকা নামিতে লাগিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[পুরোহিত বিপ্রদেবের কক্ষ। বিপ্রদেব ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতেছেন, মাঝে মাঝে জানালার কাছে গিয়া কী দেখিয়া আসিতেছেন। জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের বিশাল প্রান্তর ও দূরে দুর্গম পর্বত শ্রেণী দেখা বাইতেছে। একটু পরে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সহচর সোমদেব প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই বিপ্রদেব অগ্রসর হইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন।]

বিপ্রদেব। কী সংবাদ সোমদেব?

সোমদেব। বত্সা জয়ন্তকে ত্যাগ করতে সম্মত হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই তাব এবং রাজকুমারের ওপব যথেষ্ট নির্ঘাতন হয়েছে— কিন্তু কিছুতেই তাকে সঙ্লচ্যুত করা যাচ্ছে না।

বিপ্রদেব। জয়ন্ত কি বলে?

সোমদেব। তাবও ওই এক কথা। রত্নাব প্রেম আমি স্বীকার ক'বে নিয়েছি, অতএব তাকে ত্যাগ করতে পারবো না। তোমরা পথ বলে দাও, আমি ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

বিপ্রদেব। চলে যাবে, তবে দেশে নয়। সোমদেব, আমি আমাদের বাণীব এই অধোগতি দেখে লজ্জিত। এই সর্বনাশা পবিণাম থেকে ওকে বক্ষা করতে হবে এবং আমি বক্ষা করবোও। বৃক্ষের অঙ্গ থেকে লতাব বন্ধন উন্মোচন কবতে সামান্য একটু নির্দয়তাব প্রয়োজন হয়। বত্সা আজ তার পরিচয় পাবে।

সোমদেব । কিন্তু আমার মনে হয়—

বিপ্রদেব । বলো । কী তোমাব মনে হয়—

সোমদেব । আমার মনে হয় কাজটা সহজসাধ্য হবে না । কেন না বস্ত্রার চোখে মুখে এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠেছে—যা—

বিপ্রদেব । যা মুছে ফেলা অসম্ভব ? এই তো তুমি বলতে চাও ? কিন্তু এতদিন আমাব সঙ্গে বাস ক'বে এখনও কি তুমি আমাকে চিনতে পাবো নি সোমদেব ? ওব মধ্যে যে দৃঢ়তা লক্ষ্য কবেছো, তা আমাবই সৃষ্টি । তোমাব চোখে ও যতো অসামান্যবর্ণই হোক না কেন, আমাব চোখে বস্ত্রা সামান্য নাবী ছাড়া আব কিছুই নয় । আমিই ওকে বাণী কবেছি—আমিই ওকে ভিখাবিণী কববো । আমিই ওব মধ্যে জাগিয়েছিলাম যে মহিমময়ীকে, আমাবই মন্ত্র বলে আবাব সে নগণ্য নাবীতে রূপান্তরিত হবে । কিন্তু সর্বশেষ সর্বনাশ সাধনের পূর্বে ওব মন থেকে বাজকুমারের দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলবাব চেষ্টা কববো ।

সোমদেব । আমাব কর্তব্য বলে দিন ।

বিপ্রদেব । তোমাব কর্তব্য হচ্ছে, তুমি পুনবায় ওদেব কাছে গিয়ে এখানে ওদেব নিয়ে আসবে ।

সোমদেব । এখানে ?

বিপ্রদেব । হ্যাঁ এখানে । আমাব এই ঘবের মধ্যে আমি তাদের মৃত্যু-সম্বন্ধনার আয়োজন কবে বেখেছি । হয় আমাব কথায় সে বাজী হবে, অথবা মৃত্যু বরণ কববে ।

সোমদেব । মৃত্যু ।

বিপ্রদেব । ইয়া মৃত্যু । পুরোহিত বিপ্রদেবের বোষেব আগুন যখন একবার জ্বলেছে, তখন কিছু ধ্বংস না ক'রে সে নিভবে না । মহাকালীৰ হাত থেকে খজা মাটিতে পড়েছে ; একটা ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন । সেই অবশ্যস্তাবী অজ্ঞাত বিপদেব সম্মুখীন হবার পূর্বে, যাব পাপে সেই অমঙ্গল—তাকে আমি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ক'বে ফেলবো । আমাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে, না সোমদেব ?

সোমদেব । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । হচ্ছে । হওয়া উচিত । তোমাব মত যুবকের পক্ষে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় । কেন না কর্তব্য তোমাদেব মনে শিথিল । ফাঁকা ভাবপ্রবণতাব ভেলায় চড়ে জীবনটাকে তোমাবা অতি সহজে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাও । কিন্তু তাতো হয় না, সোমদেব । জীবন-নদী সর্বদাই ক্ষুদ্র, তবঙ্গিত, আবর্ত-সঙ্কুল, সেখানে তোমাব তবণী চালনা কবতে হ'লে চাই সতর্ক দৃষ্টি আব সূদৃঢ় মৃষ্টি । পৃথিবীতে নিজেকে বক্ষা কবাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম । তাব কাছে দু একটি প্রিয়জনেব মৃত্যু বড নয় । বুঝেছ ?

[সোমদেব মাথানত করিয়া বহিল । সেই
দিকে চাহিয়া বিপ্রদেব আবার বলিতে
লাগিলেন]

বিপ্রদেব । আজ দেউশো বছর ধবে জবা-মৃত্যু অতিক্রম ক'বে, আমি এই সুন্দর বাজ্য গড়ে তুলেছি । এই বাজ্যেব ভাগ্য-নিয়ন্তা আমি । পব পব তিনজন রাণী নিৰ্কিৰাদে বাজ্য শাসন ক'বে গেছে, কই, তাদেব বাজত্বকালেব মধ্যে মহাকালীর

পুজার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি । কাবণ তাদের মন ছিল লোহা দিয়ে গড়া, প্রেমের পথ ছিল সেখানে অবরুদ্ধ । বত্সা সে দুর্বলতা জয় করতে পারেনি, ফলে আজ তাব এই অধঃপতন । আমার পরে মহাকালীৰ পূবোহিত হবে তুমি, তোমাকেও আমি সাবধান ক'বে দিচ্ছি সোমদেব— প্রেমকে কোন দিন জীবনে স্বীকার কবো না ।

সোমদেব । তাই হবে গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । হতভাগিনী রত্না, কত যে স্নেহ কবতাম আমি ওকে, তা ও বুঝতে পাবেনি বলেই আজ এই দুর্গতি । কিন্তু তাব এই দুর্গতিতে আমি স্থখী নই, বুঝলে সোমদেব—আমি স্থখী নই ।

[ধীরপদে প্রস্থান করিল । সোমদেব বিম্মিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল । পিছন দিক দিয়া শীলা প্রবেশ করিল । সে সোমদেবের পিছনে দাঁড়াইয়া ডাকিল]

শীলা । সোমদেব ।

সোমদেব । কে ? শীলা ।

শীলা । ওদিকে চেয়ে কী ভাবছিলে ?

সোমদেব । ভাবছিলাম গুরুদেবের কথা ।

শীলা । কী কথা ?

সোমদেব । গুরুদেব বলে গেলেন, বাণী যদি তাঁব কথায় জয়ন্তকে ত্যাগ করতে সম্মত না হন, তা'হলে বাণীকে মৃত্যু বরণ* করতে হবে ।

শীলা । খুব স্বাভাবিক । গুরুদেবের ক্রোধের হাত থেকে বাণীব
আব নিস্তার নেই । অথচ—

সোমদেব । অথচ ?

শীলা । অথচ জয়ন্তকেও বাণী ত্যাগ করতে পারবেন না ।

সোমদেব । ত্যাগ করতে পাববেন না । কেন ?

শীলা । কেন, তা তুমি বুঝতে পাববে না সোমদেব । নাবীর
জীবনের স্বপ্ন তোমাদেব কাছে মবীচিকা হ'তে পারে, কিন্তু
নারীর কাছে তাব সর্বস্ব । এই স্বপ্নটুকু সফল করবার
জন্ত সে তাব লজ্জা-সম্ভ্রম অবধি বিসর্জন দিতে পাবে,
বাণীত্ব সামান্য কথা ।

সোমদেব । কেন ? কী এমন মহামূল্য সম্পদ রয়েছে জয়ন্তেব মধ্যে
গুলি, যাব জন্ত বড়া তাব বাণীত্ব বিসর্জন দিলে ?

শীলা । সে কথা তোমায় তো মুখে বলে বোঝাতে পারবো না
সোমদেব । জয়ন্ত পুরুষ, পৌরুষেব প্রভায় সে সমুজ্জ্বল ।
আমাদের দেশে আছে অসংখ্য মানুষ, তাবা পুরুষ নয়,
তাবা সব আমাদের পুরোহিতের দাস, শীতকালের সাপের
মত তাবা নিরজীব-নিষ্ক্রিয় । এব মাঝে কোথা থেকে
আবির্ভূত হ'ল জয়ন্ত, নিজের অসামান্য পৌরুষেব দীপ্তিতে
আমাদের বাণীব চোখ সে দিল ধাঁধিয়ে । পুরোহিতের
আদেশে কুহকিনী বাণীব মধ্যে যে নাবীত্ব এতকাল ছিল
সুপ্ত হ'য়ে, সে জেগে উঠে নিজেকে মনে মনে নিবেদন
ক'রে বাখলো, ওই অজেষ-অসাধাবণ পুরুষেব পায়ে ।

সোমদেব । এই কি নাবীর স্বপ্ন নাকি ?

শীলা । এই নাবীর স্বপ্ন । পৃথিবীতে সে ধন চায় না, সম্পত্তি চায়

না, সম্মান চায় না, সে চায় দুখানি কঠিন সবল বাহু—যাব
ওপৰ মাথা রেখে সে নিৰ্কিষ্মে ঘুমাতে পাববে, সে চায়
লৌহ কবাটেৰ মত একখানি বুক—দুৰ্ঘ্যোগেৰ দিনে সে
যেখানে নিৰাপদ হতে পাববে। সে চায় চাঁদেৰ হাসি,
ফুলেৰ গন্ধ—সন্তানেৰ হাসিভৰা সংসাব। বজ্জনীগন্ধাকে
কি বটবৃক্ষ কবা যায় সোমদেব ?

সোমদেব তোমাব কথায় আমি চিন্তিত হচ্ছি শীলা। পৌৰুষেৰ যে
সুৰগান তুমি শ্রু কৰেছো—তাতে এমন কথাও বলা
চলতে পাবে যে তুমিও বাজকুন্মাবেৰ প্ৰণয়মুগ্ধ।

শীলা। এখনও হইনি, তবে হ'তে পাবলে নিজেকে দত্ত মনে
কৰবো।

সোমদেব বটে। সংবাদটা তাহ'লে গুরুদেবেৰ বৰ্ণগোচৰ কবা
আবশ্যক। কী বলো ?

শীলা। বেশ তো, তোমাব যদি ইচ্ছে হয়, গুরুদেবকে বলে দিও।
আমি তাতে দুঃখিত হবো না।

সোমদেব কিন্তু দুঃখ পেতে হবে।

শীলা। মাথা পেতে নেবো সে দুঃখ।

সোমদেব এখন মনে হচ্ছে যাহু আমবা জানি নে, যাহু জানে এই
সভ্য দেশেৰ মানুষগুলো। কিন্তু এসব আলোচনা পবে
করলেও চলবে,—কেন না এখুনি জয়ন্ত আব বত্নাকে এ ঘৰে
নিয়ে আসতে হবে।

শীলা। পুরোহিতেৰ আদেশ ?

সোমদেব। পুরোহিতেৰ আদেশ।

[সোমদেব প্রস্থান করিল । শীলা ধীরে
ধীরে গাহিতে আরম্ভ হইল ।

শাল বীথি যে ডাকছে তোমায়—

সেই লিপি আজ দিলেম লিখে—

জ্যোছনা ধাবাব সোনার বঙে

বড়িয়ে লেখাব আখরটিকে ।

আসবে তুমি আসবে বলো—

ফাগুন হেথায় উতল হলো

বন-বালিকা তাকায় পথে

তোমার আশায় অনিমিখে ॥

সময় যেন যায়না ব'য়ে দেখো দেখো

আজকে তুমি এই কথাটি মনে বেখো ।

হেথায় পবন আয়োজনে

বইলু বসে ব্যাকুল মনে—

মোদেব শিবীষ পলাশ বকুল

বাব হলো তাই দিকে দিকে ।

[সুনদের প্রবেশ ।

শীলা । আপনি এখানে এসেছেন কেন ?

সুনন্দ । ইচ্ছে ক'বে কি এসেছি ? আসতে আসতে এসে পড়েছি ।
নইলে বাঘের গর্ভে কে আব সাব ক'বে সঁবোয় বলো ?

শীলা । আপনি চলে যান—চলে যান । পুরোহিত বিপ্রদেব যদি
আপনাকে দেখতে পান, তা'হলে আব বন্ধে থাকবে না ।

সুনন্দ । বন্ধে পাবাব আব ইচ্ছে নেই আমাব ।

শীলা । কেন ?

- সুন্দর । পাখীকে আফিং খাইয়ে খাঁচার বাইবে ছেড়ে দিয়েছে।
 সুন্দরী—আব সে যাবে কোন চুলোয় ? যেখানেই থাক—
 খাঁচার কাছে তাকে আসতেই হবে ।
- শীলা । আমবা কি আপনাকে আফিং খাইয়েছি নাকি ?
- সুন্দর । না—না তাকি আমি কি বলছি ? আফিং খাওয়াওনি—
 ইয়ে হয়েছে—শুকিয়েছো । তাই ছেড়ে যেতে পাবছি না ।
- শীলা । আব আসবেন না । আপনাবা সভ্য দেশেব লোক—
 আমাদের সংস্পর্শে আপনারা যত কম আসবেন, ততই
 আমাদের পক্ষে মঙ্গল । বন্ধুটির অবস্থা দেখছেন তো ?
- সুন্দর । দেখছি বই কি ! রাজা বাজডাব ব্যাপাব—বুদ্ধিব অগম্য ।
 নইলে মনে কব বাজকুমাবেব মত বন্দী হ'তে কি আমাবও
 সাধ যায় না । কী কববো, উপায় নেই ।
- শীলা । কেন ?
- সুন্দর । বন্দী হতে গেলে এদেশেব কোন একটি মেয়ের আমাকে ভাল
 লাগা চাই, মহাকালীব হাতেব খাঁড়াখানা মাটিতে পড়া চাই—
 তবে আমি বন্দী হবো । মহাকালীব খাঁড়া মাটিতে পড়াব
 ভাবনা নেই, সে না হয় আমি নিজেই একদিন গিয়ে ফেলে
 দিয়ে আসবো, কিন্তু নিজেকে ভাল লাগাই কি করে ! তাই
 তোমাব কাছে কাছে ঘুবি—যদি কোন দিন ভুলেও
 আমাকে তোমাব ভাল লেগে যায় । এই আশা ।
- শীলা । না—না এমন অবুঝের মত কথা বলবেন না । এদেশে
 ভাল লাগার মানেই মৃত্যু ।
- সুন্দর । আবে বাবা, সব দেশেই ভাল লাগার মানে মৃত্যু ।

- শীলা । তারপর পুরেহিত বিপ্রদেব দেশথেকে প্রেমের উচ্ছেদ করছেন, আজ তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখলে তিনি ক্ষেপে যাবেন ।
- সুন্দর । বেশ তো ক্ষেপে যাবেন—ক্ষতি কী ?
- শীলা । তাঁব হাতে আছে অসীম দৈবশক্তি । সেই শক্তি বলে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের বিনাশ কবতে পারেন । আমার অনুবোধ বাখুন—দেশে ফিবে যান । সভ্য দেশেব হাজাব হাজাব মেয়ে আপনার প্রেম মাথায় ক'বে নেবে । অসভ্য মেয়েব চাইতে সভ্য মেয়ে শতগুণে ভাল নয় কি ?
- সুন্দর । হয়ত ভাল । কিন্তু শীলা, সভ্য দেশের মেয়েবা হচ্ছে বাবান্দায় সাজানো গাছ । একটুখানি জায়গায়, মালীর হাতের সামান্য জল পেয়ে, কোন বকমে মাথা তুলে কায়ক্লেশে দু একটি ফুল ফুটিয়ে তাব জীবনলীলা শেষ হয় । কিন্তু এখানে এসে দেখলাম গহন অরণ্যের গুরু গভীর পটভূমিকায় উদ্ভাস বন্যলতিকার অসামান্য প্রাণস্পন্দন । দেহের পাত্রে সে প্রাণ যেন উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে । তুমি আমাকে ভুলতে বলছো—চেষ্টা কববো, কিন্তু পারবো না । যাক্ আমি এখনি চলে যাচ্ছি । একটা অনুবোধ কববো ?
- শীলা । বলুন !
- সুন্দর । একটা গান শোনাবে ?
- শীলা । এখানে ? কিন্তু পুরোহিতের আসাব সময় হয়েছে ।
(সুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির স্বরে) আচ্ছা, আমি গাইছি—

(শীলার গান)

এবার মোদের যাত্রা শুরু সুনীল গগন তলে—

বন্দী বিহগ মুক্তি পেয়ে মুক্ত হাওয়ায় চলে ।

যে কথা হায় হয়নি বলা—

তাই শোনাতে এ পথ চলা

কুমুদ আজি চাঁদেব সনে গোপন কথা বলে ।

হাঙ্কা মেঘেব হাওয়ায় ভাসি আমরা উদাসী

সব পাওয়াবি ইঙ্গিতে কে বাজায় বাঁশী

পিছন পানে চাইবোনা আব—

ছন্দে গাঁথি সাতনবী হাব—

গানের মালা আজকে প্রিয় পবিয়ে দেবে। গলে ॥

[গানের মাঝখানে স্তম্ভব বাহিরে চাহিয়া
দেখিল বিপ্রদেব আসিতেছেন, সে নিঃশব্দে
প্রস্থান করিল, শীলা সে কথা জানিতে পাবে
নাই, সে গাহিয়া চলিল । পূর্বোহিত প্রবেশ
করিয়া গানটী শুনিলেন । গান শেষে তিনি
ডাকিলেন]

বিপ্রদেব । শীলা ।

শীলা । (চমকিয়া) কে ? শুকদেব । কখন এসেছেন ?

বিপ্রদেব । কিছুক্ষণ । কিন্তু তোমাব গানের ভাবাব পবিবর্ত্তন হয়েছে
শীলা । তা ছাড়া ইতিপূর্বে সঙ্গীতে তোমাব এমন
তন্ময়তা লক্ষ্য করিনি । আজ কি বিশেষ কোন কাবণ
ঘটেছে ?

শীলা । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । দেশের সর্বত্রই একটা অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছি । তুমি যেন এই সময় সেই অমঙ্গল বৃদ্ধির কাবণ হয়ো না । তোমার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে ।

শীলা । আমি বিশ্বাসঘাতকতা করবো না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । আব ওই রাজ-সহচরটিকে একটু এড়িয়ে চলবাব চেষ্টা করো । অত্র বাজকুমারেরা চলে গেছে ?

শীলা । ইয়া ।

বিপ্রদেব । তা ওই বা চলে যাচ্ছে না কেন ? ওকেও তো মুক্তি দেওয়া হয়েছে ।

শীলা । ওব বন্ধুকে ছেড়ে যেতে রাজী নয় ।

বিপ্র । তাহ'লে বন্ধুব মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে দাও । এখন তাব ব্যবস্থা হবে । সোমদেবকে আমি পাঠিয়েছি তাদের এখানে আনতে—শুনেছ ?

শীলা । শুনেছি— গুরুদেব ।

বিপ্র । হাঁ । আজই আমি একটা শেষ বোঝাপড়া করবো । এবকম বাণীহীন অবস্থায় রাজ্য থাকতে পারে না । তাতে প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে । তুমি তোমার মনকে শক্ত করো শীলা, কাবণ বড়াকে রাজী করতে না পাবলে কাল থেকে এ রাজ্যের বাণী হবে তুমি ।

শীলা । আমি !

বিপ্র । তুমি । তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমার আচার-ব্যবহার, তোমার বিচার-বুদ্ধি, কোন অংশেই বড়ার চাইতে কম নয়, তা' আমি লক্ষ্য করেছি । যাও, এখন বিশ্রাম করবে, এর পর

আমাকে একটা কঠিন কর্তব্য পালন কবতে হবে। যে
দৃশ্য তোমার দেখা উচিত নয়।

শীলা। আমি যাচ্ছি গুরুদেব।

বিপ্র। আব একটা কথা। বত্সা বা জয়ন্তেব জন্তু তোমার মনে
যদি সামান্য করুণাবণ সঞ্চার হ'য়ে থাকে—তাকে প্রাণপণে
দমন করবাব চেষ্টা কর।

শীলা। তাই হবে গুরুদেব।

[বিপ্রদেবের পাখের ধূলা লইয়া প্রস্থান
করিল। বিপ্রদেব একজন রক্ষীকে ডাকিলেন।
রক্ষী প্রবেশ করিল।]

বিপ্র। আমার কাবণ-পাত্র নিয়ে আস।

[বক্ষী চলিয়া গেল, বিপ্রদেব চিন্তিত
মনে পাষচারী করিতে লাগিলেন। একটু
পরে রক্ষী কাবণ-পাত্র আনিল,—বিপ্রদেব
উপর্যুপরি দুইবার পান কবিয়া রক্ষীকে দিতেই
সে তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। বিপ্রদেব
আবাব কয়েক বার পাষচারী করিয়া নিজের
মনেই বলিয়া উঠিলেন।]

বিপ্র। বল পাচ্ছি না—বল পাচ্ছি না—কেবলই মনে হচ্ছে বত্সাকে
আমি শাস্তি দিতে পাববোনা। কাবণ পান কবলাম—
তবু সেই দুর্কলতা আমাকে এসে আচ্ছন্ন কবছে। না—
প্রফুল্ল-রাখতে হবে—নিজেকে—প্রফুল্ল রাখতে হবে। কী
কবি—বক্ষী।

[রক্ষী প্রবেশ করিল]

বিপ্র। দেবদাসীদের এখানে আসতে বল। হাঁক'রে চেঁয়ে কী
দেখচ্ছিস্? এখানে—এখানে। আমি গান শুনবো।

বক্ষী । যে আজে ।

(রক্ষীব প্রশ্ন)

বিপ্র । এতকাল ধরে এত শিক্ষায় যাকে শিক্ষিতা করলাম—সে
এক কথায় সমস্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে দিলে । পৃথিবীতে প্রেম
কি এতই বড় ? কী আশ্চর্য্য ! আমার তো মনে হয় প্রেম
একটা মানসিক ব্যাধি । কল্প-ক্ষীণ দুর্বল লোক যে বোগে
আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দেয় । প্রেম কী—প্রেম ?

[দেবদাসীগণের প্রবেশ]

এই তোবা গান গা । শক্তিময়ী গা । গা । যাদেবী সর্বভূতেষু
শক্তিকপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।

[দেবদাসীদের গান]

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিকপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
শক্তিকপা তুমি সর্বভূতে
দলুজ দলনী ওই মহানামা
লহ প্রগতি লহ প্রগতি মাগো লহ প্রগতি ।
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃকপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ—
মাতৃকপা তুমি সর্বজীবে
কল্যাণী ওই মাগো কদ্রজায়া
লহ প্রগতি
প্রসীদ দেবী কদ্রকপা
সাম্বনা যাচে মাগো শ্রীপদ ছায়া
লহ প্রগতি.....

বিপ্র : না-না-না-শক্তি পাচ্ছিনে । মা-মা শক্তি দে মা-শক্তি দে—
শক্তি দে ।

[উন্মাদের মতন ভিতরে চলিয়া গেলেন
সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসীবাও প্রস্থান করিল]

[জয়ন্তকে লইয়া সোমদেব প্রবেশ করিল ,
এই কয়দিনে তাহাব চেহাৰাৰ পৰিবৰ্ত্তন
হইয়াছে । চুলগুলি কক্ষ এলোমেলো ।
সোমদেবকে উত্তেজিত দেখা গেল ।]

সোমদেব । আমি তোমাৰ এই শেষবাৰ জিজ্ঞাসা কৰছি—বত্নাকে তুমি
ত্যাগ কৰবে কিনা ?

জয়ন্ত । না ।

সোম । তাহলে মৃত্যুৰ জন্তু প্ৰস্তুত হও ।

জয়ন্ত । আমি জানি মৃত্যু মানুষেৰ স্বাভাবিক পৰিণতি । অতএব
তাৰ জন্তু প্ৰস্তুত হ'বাব প্ৰয়োজন নেই । তোমাদেব হাতে
আজ যদি আমাৰ মৃত্যু হয়—আমি তাকে মুক্তি বলে মনে
কৰবো ।

সোম । তবু তুমি বত্নাকে ত্যাগ কৰবে না ?

জয়ন্ত । না ।

সোম । বত্নাৰ প্ৰতি তোমাৰ এই দুৰ্ব্বলতাৰ কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰতে
পাবি ?

জয়ন্ত । দুৰ্ব্বলতা নয়—এ হ'ছে বাজাৰ কৰ্ত্তব্য । আৰ্ত্তকে বক্ষা কৰা
আমাৰ ধৰ্ম্ম । তোমৰা সকলে মিলে আজ যে ভাবে
বত্নাকে নিৰ্য্যাভন কৰছো, তাতে তাৰ পাশে নু দাঁডালে
আমাৰ পক্ষে ঘোৰ অধৰ্ম্মেৰ কাৰণ হ'তো ।

- সোম । বড়াকে প্রলুব্ধ কবা কি তোমাব ধর্মসম্বন্ধ কার্য্য ?
- জয়ন্ত । আমি বড়াকে প্রলুব্ধ করিনি, সে নিজেই প্রলুব্ধ হয়েছে । কিন্তু এব জন্তু তাকে আমি দোষ দিতে পারি না । শৃগালের বাজে পশুবাজ সিংহের পদার্পণ—যদি শৃগালের জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাব জন্তু কি দায়ী হবে পশুবাজের বীৰ্য্য, না শৃগালের ভীকতা ।
- সোম । তাব মানে পরোক্ষে তুমি আমাদেব শৃগাল বলতে চাও ?
- জয়ন্ত । পরোক্ষে কেন, প্রকাশে আমি সে কথা বলতে চাই যে তোমবা শৃগাল । নিজেব বাহু বলে বিশ্বাস নেই, তাই মস্তেব মত ফাঁকা অসত্য জিনিস দিয়ে তোমবা স্ববোণে তোমাদেব কার্য্য সিদ্ধি কবতে চাও । মানুষকে ভাল বেসে কাজ উদ্ধার কবতে পাবোনা, ভয় পাইয়ে সে কাজ কবাতে চাও ?
- সোম । বটে ।
- জয়ন্ত । তোমাদেব যতই দেখছি ততই আমাব ঘৃণা বোধ হচ্ছে । তোমবা কী ? অন্ধকার কোর্টে বসে প্রাচীন যুগেব মন্ত উচ্চারণ কবে তোমবা মনে মনে সাহুনা পাও, কিন্তু আমবা সভ্য যুগেব সুশিক্ষিত মানুষ—মন্তে আমরা বিশ্বাস কবিনে ।
- সোম । এগনি তোমায় বিশ্বাস কবতে হবে । তার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে ।
- জয়ন্ত । তা হোক । মন্ত কাজ কবে তাদেবই ওপব, মন্তে যাবা বিশ্বাস কবে । তোমাদেব ওই মন্তেব কুহক আমাব কাছে নিষ্ফল ।
- সোম । অপেক্ষা কবো এগনি তাব প্রমাণ পাবে ।

জয়ন্ত । অপেক্ষা করেইতো আছি । আজ সাতদিন তোমরা হাত দিয়ে চাবুক মেরেছো, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছো, কিন্তু মন্ত্র দিয়ে কোন কাজ কবতে পাবোনি ।

সোম । আচ্ছা ।

[প্রস্থান কবিবার উজোগ করিতেই রত্না
প্রবেশ কবিল—তাহার পিছনে পিছনে
বিপ্রদেব ।]

বিপ্র । আমাব শেষ পন্থা অবলম্বনেব পূর্বে আমি তোমায় অনুবোধ কবছি বত্না, এই বিদেশীকে তুমি তোমাব মন থেকে মুছে ফেলো । ভুলে যেও না যে তুমি এই বাজ্যেব বাণী । তোমাব এই অধঃপতন আজ বাজ্যেব সকল নাবীব মনে প্রভাব বিস্তার করবে । ফলে বিদেশী সভ্যজাতি এখানে এসে প্রশ্রয় পাবে—বাজ্য ধ্বংস হবে । এই সুন্দর বাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক—এই কি তুমি কামনা কবো ?

বত্না । না গুরুদেব ।

বিপ্র । তবে ! ভেবে দেখ কত যুগেব কত পবিশ্রমেব ফলে আজকেব এই বাজ্য গড়ে উঠেছে । তাকে তোমাব দুর্বল-বৃত্তিব সাহায্যে বিনষ্ট কবতে চাও ? তাই বলছি এই দুর্বলতা পবিস্হাব কবো । বাজ্য জয়ন্ত চলে যান তাঁব নিজেব দেশে—আমাব কোন আপত্তি নেই । কিন্তু তুমি গুঁকে তোমাব মন থেকে মুছে ফেলবে আমাকে কথা দাও ।

বত্না । আমি তা পাববোনি গুরুদেব ।

বিপ্র । কী পারবেনা ? গুঁকে ত্যাগ কবতে পারবেনা ? *

বত্না । না ।

- বিপ্র । কিন্তু—সেটা কি তোমাব পক্ষে উচিত কাজ হবে রত্না ?
বাণীর সম্মান কি তাতে বজায় থাকবে ?
- রত্না । আমি তো আব রাণী হতে চাইনে গুরুদেব ।
- বিপ্র । কিন্তু—তুমি ইচ্ছে কবলেই কাল থেকে তোমাব রাণীব আসনে আবাব গিয়ে বসতে পাবো । বলো কী করবে ?
- রত্না । আমি পাববোনা ।
- বিপ্র । কী পাববেনা । ওকে ত্যাগ কবতে ?
- রত্না । হাঁ ।
- বিপ্র । বাব বাব তোমাব মুখ থেকে—আমাব দেশেব নাবীব মুখ থেকে একথা শুনে আমি খুসি হচ্ছিনা রত্না । কেন তুমি ওকে ত্যাগ কবতে পাববেনা শুনি ?
- রত্না । যে ঝবণাকে আপনাবা এতকাল পাহাডেব বাঁধনে বন্দী কবে বেথেছিলেন, আজ সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ছুটেছে সাগর লক্ষ্য ক'রে । আজ কোন শাসন কোন বাঁধন তো তাকে নিবস্ত কবতে পাববেনা গুরুদেব ।
- বিপ্র । তবু তুমি ওকে চাও ?
- রত্না । তবু আমি ওকে চাই ।
- বিপ্র । বাজা জয়ন্ত ! তোমাকেও আমি এই শেষবার প্রশ্ন কবছি, রত্নাকে ত্যাগ কবা তোমাব পক্ষে সম্ভব কিনা । আজ সাতদিন ধবে তোমাদেব উপব অকথ্য নির্যাতন কবেছি তাতেও তোমাদেব মত পরিবর্তিত হয়নি । আজ আমি আমাব শেষ অস্ত্র তোমাদেব প্রতি প্রয়োগ কববো । তাব আগে তোমাব মুখ থেকে আমি শুনতে চাই তুমি রত্নাকে ত্যাগ কবতে সম্মত কিনা ।

জয়ন্ত । না ।

বিপ্র । না ?

জয়ন্ত । না ।

বিপ্র । অতঃপৰ তোমাদের মৃত্যুৰ জন্তু আশা কৰি আগাকে দায়ী কৰবেনা ।

[বত্ৰা এই সময় জয়ন্তেৰ কাছে গিয়া দাঁড়াইল ।]

বত্ৰা । আমি আপনাকে একটি অনুবোধ কৰবো ?

জয়ন্ত । বনো বত্ৰা ।

বত্ৰা । আপনি দেশে চলে যান । বত্ৰ নাৰীৰ স্মৃতি মন থেকে দুঃস্বপ্নেৰ মত মুছে ফেলুন । আমাব জন্তু আপনাব ওই অমূল্য শ্রাণ নষ্ট কৰবেন না । আপনি ফিবে যান ।

জয়ন্ত । না বত্ৰা ।

বত্ৰা । যাবেন না ফিবে ?

জয়ন্ত । না বত্ৰা । আমাদেৰ প্ৰেম যদি সত্যি হয়—সত্যি যদি তোমাব মনে আজ অনিৰ্ব্বাণ প্ৰেমেৰ আগুন জ্বলে থাকে—তবে জেনে বাখো—ওই বুদ্ধেৰ সাধ্য নেই—তাকে মন্ত্ৰ দিয়ে ধ্বংস কৰবাব ।

বত্ৰা । একি আপনি সত্যি বলছেন ।

জয়ন্ত । সত্যি বলছি । মন্ত্ৰেৰ কুহক চলে অসভ্য মানুষেৰ উপৰ , কিন্তু যে মানুষেৰ মন জ্ঞান আৰ বুদ্ধিৰ আলোতে উদ্ভাসিত—মন্ত্ৰ সেখানে বিফল ।

[বিপ্ৰদেৰ গজ্জন কবিয়া উঠিলেন]

বিপ্ৰ । তোমাব স্পৰ্দ্ধা দেখে আমি আশ্চৰ্য্য হচ্ছি জয়ন্ত । মন্ত্ৰকে তুমি মিথ্যা বলতে চাও । কিন্তু থাক—আজ এ প্ৰসঙ্গ

তুলবোনা। আমি তোমাদেব যত্নাদেব অন্ন ব্যবস্থা
কবেছি। সোমদেব।

সোম। গুরুদেব।

বিপ্র। এই ঘবেব মাঝখানে একটি ছোট গহবর আছে, দেওয়ালের
গায়ে ওই নিদর্শন স্পর্শ কবলে সেই গহবরের ডালা উঠে
আসবে। তাব ভেতর আছে দুটি ক্ষুধার্ত গোখবো সাপ।
তুমি ঘবেব জানলা দবজা চাবদিক থেকে বন্ধ ক'বে দাও,
তাবপর এই ডালাটি খুলে দিয়ে এসব থেকে প্রস্থান কববে।
এ ঘবে থাকবে শুধু দুটি উপবাসী গোখবো—আব দুটি
উপবাসী প্রেমিক-প্রেমিকা। বুঝোছ ?

সোম। বুঝোছ গুরুদেব।

বিপ্র। আমি তোমাব দুর্ভাগ্যেব জন্তু ভংগিত বড়া। এখনও বলো
জয়ন্তকে তুমি ত্যাগ কবতে সম্মত বিন।

বড়া। না।

বিপ্র। তুমি—জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। না।

বিপ্র। বেশ। সোমদেব।

[বিপ্রদেবের প্রস্থান]

[সোমদেবের ধীবে ধীবে দবজা জানালা বন্ধ
কবিত্তে লাগিল। তাবপর ধীবে ধীবে ঘরের
মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বোতাম টিপিয়া দিয়া প্রস্থান
কবিল। মুহূর্তমধ্যে দুইটি প্রকাণ্ড গোখবো
সাপ গর্ভ হঠতে গজ্জন করিয়া উপরে মাথা
তুলিল। তাহাদেব ফৌস ফৌস শব্দে ভীতা
হইয়া রড়া ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তের বাহুমধ্যে
আশ্রয় গ্রহণ কবিল। বড়া আর্ন্ত কণ্ঠে কহিল]

বত্ৰা । কেন তুমি ফিবে গেলেনা । কেন আমাব জন্ত তুমি
তোমাব অমূল্য প্রাণ দিচ্ছ ।

জয়ন্ত । প্রাণেব মূল্য আছে—কিন্তু প্রেম অমূল্য । বত্ৰা—আমি
তোমাব অমূল্য প্রেমের স্পর্শ পেয়েছি । যা হবাব হোক
—কিন্তু তোমাকে আমি পেয়েছি । বত্ৰা । আমি তোমাকে
পেয়েছি ।

[সাপ দুইটি গজ্জ্বল বসিতে করিতে
অগ্রসর হইতে লাগিল । জয়ন্ত ও বত্ৰা
নির্ভীক ভীত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া বহিল
যবনিকা নামিতে লাগিল]

তৃতীয়া অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাঞ্চি বাজ্যেব রাজপথ । কথা কহিতে
কহিতে সুন্দব ও একটি পৌরজন প্রবেশ
করিল । তাহারা উভয়েই আলোচনায় মতিয়া
উঠিয়াছে]

১ম পৌর । বটে । বটে । ব্যাপারটাতো তাহ'লে খুব সাংঘাতিক
হয়েছিল । তাবপব ?

সুন্দব । তাবপব—তাই সেই সাপ দুটোতে । গর্জন কবতে করতে
এদেব কামড়াতে এল । হঠাৎ দেখা গেল, একটা সক
স্বতোয় বাঁধা একথানা ধাবালো তলোয়ার ওপব থেকে
নেমে আসছে ।

১ম লোক । তাবপব ? তারপব ?

সুন্দব । তারপব মহাবাজ জয়ন্ত কুমাবেব হাতে তলোয়ার পড়লে
বা হয়—তাই হ'ল । সাপই বা কে জানে আর সিংহই
বা কে জানে—ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ ।

১ম পৌর । ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ ।

সুন্দব । একদম ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ । যাহোক সাপ দুটো মাঝে পড়তেই
ঘবেব দরজা খুলে গেল, দেখাগেল ঘবে ঢুকছে শীলা ।

১ম পৌর । শীলা হ'ল কোন মেয়েটা—?

সুন্দব । আবে—সেই যে আমাকে যে—

১ম পৌর । ও ইয়া । তারপব ?

সুন্দব ।^১ শীলা ঢুকে বল্লে—আমিই ওপবেব গবাক্ষ দিয়ে তলোয়ার
ঝুলিয়ে দিযেছি । কিন্তু আব আপনাবা এক মুহূর্ত দেবী

কববেন না, কাবণ পুরোহিত বিপ্রদেব আর সোমদেবকে আমি কাবণেব সঙ্গে ঘূমের ওয়ুধ খাইয়েছি—তাঁরা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই স্থযোগে আপনাবা পালিয়ে যান। আমি পথ চিনি, চলুন আমি আপনাদেব পৌছে দিয়ে আসছি।

১ম পৌর। ওঃ! আশ্চর্য্য মেয়েতো।

সুন্দর। আশ্চর্য্য মেয়ে বে ভাই—আশ্চর্য্য মেয়ে। নইলে মনে কব—আমি হেন লোক—কী বলে—

১ম পৌর। তাতে। বটেই—তাতে। বটেই। তাবপব ?

সুন্দর। তাবপব সেই বাজ্যেব শেষ প্রাপ্ত অবধি সে আমাদেব সঙ্গে এলো, তাবপব থেমে গেল। বজ্রাদেবী জিজ্ঞেস কবলেন—তুমি আমাদেব সঙ্গে যাবে না শীলা? শীলা কাঁদতে কাঁদতে বসলে—“না বাণী! তোমাদেব পথ বলে দিয়ে আমি যে মহাপাপ করলাম—আমাকে তাব প্রায়শ্চিত্ত কবতে হবে।” এই বলে শীলাও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি।

১ম পৌর। তুমি কাঁদলে কেন?

সুন্দর। আমরু। ওই যে বললাম আমার সঙ্গে তাব—

১ম পৌর। ও হ্যাঁ।

সুন্দর। আমার বুক ভেঙ্গে গেছেবে ভাই—বুক ভেঙ্গে গেছে। দেহটাকে কোনরকম ক’বে টেনে নিবে এসেছি—কিন্তু মনটা থেকে গেল সেখানে।

১ম পৌর। কিন্তু একটা কথা ভাই আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা—

সুন্দর। কোন কথাটা? আমার সঙ্গে তাব—

১ম পৌর। হ্যাঁ।

সুন্দর। তা' বিশ্বাস হবে কেন? সেইটাই সব চাইতে সত্যি ঘটনা কিনা। আমি জানি তোবা এসব বিশ্বাস করবিনে, বোকা কি আব গাছে ফলে? আমাব চেহাবা কত শুকিয়ে গেছে দেখেছিস?

১ম পৌর। কোথায় শুকিয়ে গেছে? তুমি তো বুলেছ।

সুন্দর। ওবে ওটা স্বাস্থ্যের ফোলা নয়—বিবহেব ফোলা। শীলার জন্ম বাদছি আব ফুলছি, ফুলছি আব বাদছি—বুঝলি?

১ম পৌর। তুমি বলতে চাও—তাব মত এমন একটা মেয়ে তোমাব প্রেম পড়েছিল?

সুন্দর। নিশ্চয় প্রেমে পড়েছিল।

১ম পৌর। কী দেখে সে তোমাব প্রেমে পড়লো শুনি?

সুন্দর। কী দেখে প্রেমে পড়লো? ও! কী দেখে তুই ভোর বোনের সঙ্গে আমাব বিয়েব সঙ্গন্ধ কবেছিলি শুনি?

১ম পৌর। সে তুমি একটি সুপাত্র বলে।

সুন্দর। তুই সুপাত্র বলে বোনের বিয়ে ঠিক করতে পাবিস—আব সে প্রেমে পড়তে পাবেনা?

১ম পৌর। তবে তোমায় ছেড়ে যেতে সে বাজী হল কেন?

সুন্দর। ত্যাগ—ত্যাগ! ওবে হতভাগা ওব নাম হল গিয়ে ত্যাগ। আর আমি যে তাকে ছেড়ে থাকতে পাবি বোনা তা সে বেশ জানে, তাই আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

১ম পৌর। তুমি আবাব যাবে নাকি সেখানে?

সুন্দর। যাবোনা! ওবে ভাই, তুই তো তাকে দেখিসনি।

দেখলে আব ফিবে আসা ঘায়না—ভেড়া হয়ে থাকতে হয়।

১ম পৌব। তাহলে আমাদের বাজাকেই তো ভাল বলতে হয়—কেননা—
—তিনি ফিবে এলেন আব বৌ সঙ্গে কবেই এলেন।

সুন্দব। বৌ সঙ্গে ক'বে আসাই কি খুব বাহাদুরী নাকি? শীলাও
মহাবাগী হবে—জানিসতো?

১ম পৌব। হবে নাকি?

সুন্দব। হবে না? আমি দেবী ক'ছি কেন—বুঝতে পারলি নে! শীলা
মহাবাগী হবে—তাবপবই আমি গিষে একবাবে মহাবাজা সেজে বসবো। বুড়ো ব্যাটাকে দেব দেশ থেকে
তাড়িয়ে।

[দুইজন লোকের প্রবেশ]

১ম লোক। এই যে সুন্দব! ফিবে এসেছ দেখছি।

সুন্দব। আসবোনা? যাওয়া আব আনা নিয়েই তো সংসার।

২য় লোক। তা' দেশটা কী বকম দেখলে?

সুন্দব। ভাল।

১ম লোক। শুধু ভাল?

সুন্দব। শুধু ভাল। যেদিকে চাও শুধু ভাল। তুমি ভাল আমি
ভাল, পুরুষ ভাল স্ত্রীলোক ভাল, গাছপালাও ভাল—
মরুভূমিও ভাল, যেতে পারাটাও ভাল, ফিবে আসতে না
পারাটাও ভাল, পুৰোহিতও ভাল মহাকালীও ভাল, কিন্তু
সব চাইতে ভাল হচ্ছে শীলা।

২য় লোক। শীলা কে?

সুন্দব। এই দেখ! আবে বলছি কী এতক্ষণ ধরে? শীলা হ'ল

গিয়ে আমার—মানে আমি হলাম গিয়ে শীলাব ভালবাসার
পাত্র ।

২

১ম লোক । তুমি ?

সুন্দব । ই্যা । আকাশ থেকে পড়লে যে । বলি কথাটা কি অসম্ভব
মানে হচ্ছে নাকি ?

২য় লোক । ই্যাঃ । তোমাকে ভালবাসবে কীহে ?

সুন্দব । কেন ? শুকব নিষেধ আছে নাকি ?

১ম লোক । না তা নয় । তবে তোমাকে ভালবাসবে কীহে ?

২য় লোক । কোন স্ত্রীলোক তোমায় ভালবাসবে না !

সুন্দব । তবে কি পুরুষে ভালবাসবে ? বোক। কি আবগাছে
ফলে ? শুধু এই শর্ম্মার জন্ত বুকলে—শুধু এই সুন্দর শর্ম্মাব
জন্তই তোমাদেব মহাবাজা আজ প্রাণ নিয়ে ফিবতে
পেবেছেন ।

১ম লোক । তা বেশ । স্বীকার ক'বে নিচ্ছি সে দেশেব মেয়ে তোমায়
ভালবেসেছিল । কিন্তু শুনেছি সে দেশে মানুষ গেলেই
ভেড়া বানিয়ে বাখে, তোমায় ভেড়া কবেনি কেন ?

সুন্দব । মমতায়—শ্রেফ মমতায় । একদিন শীলা আমায় বললে যে
আপনার গলা যে বকম মিষ্টি, তাতে আপনাকে ভেড়া
ববতে আমার মন সবছে না । এই গলা দিয়ে আপনি
ব্যা ব্যা ক'বে ডাকলে আমার বড কষ্ট হবে । এই বলে
সে কাঁদতে লাগলো ।

২য় লোক । আহা তাতো কাঁদবেই বড ভালবাসতো কিনা ।

সুন্দব । বডডো । (চোখ মুছিতে লাগিল)

১ম লোক । যাক সে কথা । এখন এদিকেব ব্যাপাবটা কী হবে বলতো ?

সুন্দর । কোনদিকেব ?

১ম লোক । আমাদের মহারাজাব ব্যাপাব । কালতো তিনি নতুন রাণীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন ।

সুন্দর । ইয়া, তাতে কী হয়েছে ?

২য় লোক । হয়নি কিছু । তবে আমবাতো এ পাগলামীব প্রশ্ন দিতে পারিনে । তিনি অনাৰ্য্য বাণীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন আর আমবা মাথা পেতে নেবো—এতো হ'তে পারে না ।

সুন্দর । ঠেকছে কোথায় ?

১ম লোক । তবে কথাটা খুলেই বলি ভাই । আমবা আজ গিয়েছিলাম মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে । তাঁকে সব কথা বলতেই তিনি বললেন—তাওতো বটে । তোমাদের আপত্তি না শুনে বাজাতো সিংহাসনে বসতে পারেন না ।

সুন্দর । তাবপব ?

১ম লোক । তিনি আজ বাত্রে রাজাকে বোধ হয় সব কথা বলবেন । মানে এক কথায় আমবা আমাদের বাজাকে ওই বুনে মেয়েটাকে নিয়ে সিংহাসনে বসতে দেবোনা ।

সুন্দর । তিনি যে ওকে ভালবাসেন ।

১ম লোক । ভালবাসুন বাইবে বাসুন—আমাদের কিছু বলবার নেই ।

২য় লোক । কিছু বলবার নেই ।

১ম লোক । কিন্তু ধর্ম কর্ম উপেক্ষা ক'বে তিনি যা ইচ্ছে তাই খববেন—
এ আমবা হ'তে দেবোনা ।

সুন্দর । তা' বেশতো, তোমাদের আপত্তি মন্ত্রীমহাশয়কে জানিয়েছতো ? আমাকে বলবার কোন দরকার নেই ।

২য় লোক । তুমি তাঁর প্রিয় সহচর । তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো যে এতে বাগ কববাব কোন কারণ নেই । কেন না এর চেয়ে আমাদের সাধাবণ ঘরের কোন মেয়েকে রাণী কবলে আমাদের কিছুই বলবাব থাকতো না । শুধু অনার্য্য বলেই না কথা ।

সুন্দর । অনার্য্য মেয়ে তোমাদের পছন্দ নয় ?

৩য় লোক । পছন্দ অপছন্দের কথা হচ্ছে না । এ হচ্ছে প্রজার কর্তব্য । রাজা উন্নত হয়েছেন বলে তো আমবাও উন্নাদ হ'তে পারিনে ।

সুন্দর । অনার্য্য মেয়ে দেখোনি তাই এখনও স্তম্ভ আছো, দেখলে আব দাঁড়াতে হতো না ।

[একজন ঘোষকের প্রবেশ]

ঘোষক । কাঞ্চিরাজ্যের প্রজাপুঞ্জ ! মহারাজ জয়ন্ত কুমার মহাবাহীকে নিয়ে আগামী কল্য প্রাতঃকালে সিংহাসনে আরোহণ কববেন । এই উৎসবে তিনি তাঁর প্রজাবৃন্দের উপস্থিতি কামনা কবছেন ।

[ঘোষকের প্রস্থান]

১ম লোক । সে কি । তবে কি মন্ত্রীমহাশয় বলেন নি ?

[সকলে হতবাক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল । তারপর পবনপরের মূখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে কবিতে প্রস্থান করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাঞ্চি রাজপুরে জয়ন্তর শয়ন কক্ষ ।
উপর হইতে প্রকাণ্ড আলোর ঝাড ঝুলিতেছে ।
প্রকাণ্ড পালঙ্ক । তাহাতে ফুলবিছানো, শুভ্র
শয্যা । রাজা জয়ন্ত, অজয়কুমার ও মন্ত্রী-
মণায় বসিয়া আছেন । সম্মুখে নর্তকীগণ নৃত্য-
গীত করিতেছে]

নর্তকীদের গান

আজকে কেবল কাণে কাণে

গোপন কথা বলার রাতি—

বনকুসুমের মধুব বাসে

মনখানি মোর উঠলো মাতি ॥

কোথায় ছিলে গোপন প্রিয়া

নাও জিনিয়া এ মোব হিয়া

স্বর্গ-ধরা ভুলবো শুধু

থাকবে তুমি জীবন সাথী ॥

ছায়ায় ঢাকা বনের হরিণ

জানে আমাব মনের কথা

মনেব হরিণ আজকে আমি

শোনাই তোমায় সেই বারতা ।

—তোমার অধর স্খা পিয়ে—

নিভুক আমায় জীবন বাতি ॥

জয়ন্ত । তোমবা এখন যাও ।

[নর্তকীবৃন্দ চলিয়া গেল। জয়ন্ত উঠিয়া

ঘরের মধ্যে পাঁচচারি করিতে লাগিল]

জয়ন্ত । প্রজাদের অমত । প্রজাদেব অমতে আমি কী ক'রে
সিংহাসনে বসবো অজয় ?

অজয় । প্রজাদেব সমস্ত আবদাব মেনে চলতে হ'লে—আমাদেব
বাজ্য শাসন কবাইতো ছেড়ে দিতে হয় দাদা ?

জয়ন্ত । আবদাব নয় ভাই । প্রজাদেব মনে যখন একথা একবার
উঠেছে, তখন সহজে তাব নিবৃত্তি হবে না ।

অজয় । কিন্তু তাই বলে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে ?

জয়ন্ত । প্রশ্রয় দেওয়াতো নয় ভাই, এ হচ্ছে স্বীকার ক'বে নেওয়া ।
বড়াকে তাবা যদি বাণী বলে স্বীকার ক'বে নিতে বাজী
না হয়, তবে তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ?
কেমনা এই ধরণেব অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাবা অভ্যস্ত
নয়,—কাজেই প্রতিবাদতো উঠবেই ।

অজয় । আমিও সেই কথাই বলছি দাদা । বাবা বলতেন—
প্রজাকে শিশুর মত গণ্য করবে । আজকে যে কথা আমবা
মন্ত্রীমশায়েব মুখে শুনলাম—তাহ'চ্ছে সেই শিশু প্রজাদের
উক্তি । একে স্বীকার কবলে আমাদেব ভীকৃতাই প্রমাণিত
হবে ।

জয়ন্ত । মন্ত্রীমশায় কোন কথা বলছেন না ।

মন্ত্রী । আমি চিন্তা কবছিলাম বাবা । ভাবছিলাম—কী উপায়
অবলম্বন কবলে উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করা চলবে, অথচ
কোন পক্ষকেই আঘাত করা হবেনা ।

জয়ন্ত । ভেবে কিছু ঠিক কবতে পারলেন ?

মন্ত্রী । না। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কিছু মনে করোনা জয়ন্ত । নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই এ প্রস্তাব আমায় কবতে হচ্ছে ।

জয়ন্ত । বলুন । আমি কিছু মনে কববোনা ।

মন্ত্রী । আমি মনে কবছিলাম,—তুমি যদি মা রত্নাকে পাটবাণী বলে ঘোষণা না কবো, তবে হয়ত—

জয়ন্ত । তা' কেমন ক'বে হবে মন্ত্রীমশায় ? তাকে না নিয়ে সিংহাসনে তো আমি বসবো না ।

মন্ত্রী । সেইখানেই সমস্তা দেখা দিচ্ছে বাবা । অনার্য্য নাবীকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে বাণী বলে সম্বোধন কবতে প্রজাদের বাধ্যছে ।

[জয়ন্ত কিছুক্ষণ পাশচারি কবিয়া থামিয়া

বলিল]

জয়ন্ত । বেশ মন্ত্রীমশায়, আমি সিংহাসনে বসবোনা ।

অজয় । সে কি ! দাদা ! তুমি একী বলছো ।

জয়ন্ত । ই্যা অজয় । আমি কিছুমাত্র অগ্রায় কথা বলছিনে । অনার্য্য নারীকে নিয়ে যখন কাঞ্চীবাজ্যেব একমাত্র সমস্তা দেখা দিয়েছে, তখন এ বিষয়ে অবহিত হওয়াই মঙ্গল, অনার্য্য নাবী রত্নাকে আমি ত্যাগ কবতে পাববোনা । কেননা একমাত্র আমাকেই অবলম্বন ক'বে, সে তাব বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বিরাট সম্মান ছেড়ে এসেছে । অতএব আমি সিংহাসন ত্যাগ কবলাম ।

অজয় । দাদা, এমন সঙ্কল্প তুমি কোবোনা । আমি প্রজাদের সঙ্গে

কথা কইবো। মন্ত্রীমণার রাজ্যে দ্বিতীয়বার ঘোষণা ক'রে দিন—কাল সিংহাসন-আবোহণ-উৎসব বন্ধ থাকবে।

মন্ত্রী। আব তা হয়না অজয়। একবার যখন ঘোষণা করা হ'য়েছে—তখন কালই একাজ সম্পন্ন কবতে হবে।

অজয়। তবে উপায় ?

মন্ত্রী। আমি কাঞ্চীবাজ্যেব প্রতিপত্তিশালী কয়েকজন প্রজাকে ডেকে পাঠিয়েছি, আজ বাত্রেই এখানে তাঁরা আমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কববেন। সেই সময় তোমরা দুজনে সেখানে উপস্থিত থাকবে—সে ব্যবস্থাও কবেছি।

অজয়। আজ কি তাঁদেব মত নিয়ে আমাদেব কর্তব্য স্থির কবতে হবে ?

মন্ত্রী। নইলে উপায় কী ?

অজয়। মন্ত্রীমণায় স্তুতি দিয়েছেন অজয়। প্রজাদেব প্রতিনিধি হ'য়ে আজ যাঁরা আসবেন, প্রকৃত পক্ষে কী তাঁরা চান—এইটেই আমাদেব সব আগে জানা দবকাব।

মন্ত্রী। যে সমস্ত প্রজা আজ আগাব কাছে এসেছিলেন, তাঁদেব প্রধান অভিযোগ বাণী অনার্য্য বলে নয়—বাণী কুহকিনী বলে।

অজয়। কুহকিনী বলে ?

মন্ত্রী। হ্যাঁ। তাঁদেব বিশ্বাস যে বাণীব কুহক এখনো শেষ হয় নি।

অজয়। কেন, আপনি কি তাদেব একথা বলেননি যে পুৰোহিত বিপ্রদেব বাণীব কুহক শক্তি হরণ কবেছেন ?

মন্ত্রী। সে কথা আমি তাঁদেব বলেছিলাম, তাঁরা বলেন ওটা কথাব

কথা । এই কুহকিনী সিংহাসনে বসলে বাজ্যের রাজা প্রজা
উভয়েবই ক্ষতি হবে ।

জয়ন্ত । ও ! তাহ'লে অনার্যের প্রশ্ন এখন নেই ?

মন্ত্রী । না ।

জয়ন্ত । বেশ । অতঃপর আপনি তাদের বলবেন যে কুহকিনী
বলেও আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারবো না । যদিও আমি
বেশ জানি যে এখন তাঁর মধ্যে যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব নেই ।
বত্নার চাইতে আমার সিংহাসন বড় নয় ।

অজয় । এখনই এ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই । প্রজাদের সঙ্গে কথা
কইবার আগে কেন আমরা এ নিয়ে সমস্তার জাল বুনিছি ।

মন্ত্রী । অজয় ঠিক কথা বলেছেন জয়ন্ত । প্রজাবা আসুক না ।

জয়ন্ত । বেশ, আসুক ।

অজয় । কিন্তু পূর্ব থেকে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি মন্ত্রী-
মশায় । প্রজাদের অসঙ্গত প্রার্থনা আমি শুনবোনা ।
অনার্য অথবা কুহকিনী বাণী হ'লে বাজ্যের কী ক্ষতি হবে
—সে কথা আমরা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হবে ।

মন্ত্রী । তাই হবে অজয় ।

[একজন প্রতিহারীর প্রবেশ ।]

প্রতিহারী । মন্ত্রণাগাবে প্রজাদের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীমশায়ের দর্শন
প্রার্থী ।

মন্ত্রী । তুমি গিয়ে বলো তাঁদের অপেক্ষা করতে ।

[প্রতিহারীর প্রস্থান ।]

মন্ত্রী । এস জয়ন্ত...চলো অজয় । বিষয়টার শেষ নিষ্পত্তি না
হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ শান্তি পাচ্ছি না ।

অজয় । (নেপথ্যে চাহিয়া) বত্ৰা দেবী এদিকে আসছেন । তুমি একটু অপেক্ষা কবে এসো দাদা ।

জয়ন্ত । আচ্ছা ।

অজয় । আসুন মন্ত্রীমশায় ।

[মন্ত্রী ও অজয়ের প্রস্থানের পর বত্ৰা ধীর পদে সে ঘরে প্রবেশ করিল । তাহার পবিধানে সভা দেশের রাজ-অন্তঃপুরিকাব বহুমূল্য পোষাক । সে জয়ন্তের কাছে আসিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল ।]

জয়ন্ত । বত্ৰা ।

বত্ৰা । বলো ।

জয়ন্ত । কাল সকালে তোমাকে আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসতে হবে শুনেছ ?

বত্ৰা । শুনেছি ।

জয়ন্ত । তবু তোমাব মুখ কেন ব্লান ? তোমাব কী অসুবিধা হচ্ছে আমায় বলো বত্ৰা, আমি তা' দূব কববো ।

বত্ৰা । অসুবিধা কিছুই নয় । আমি পুর্বোহিত বিপ্রদেবের কথা কিছুতেই ভুলতে পাবছিনে । আমাব কেবলই মনে হচ্ছে, এত সুখ এত ঐশ্বর্য আমার অদৃষ্টে সইবে না । তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টি থেকে আমাব পবিত্রাণ নেই ।

জয়ন্ত । কেন ? এখানে তিনি তোমার কী কববেন ?

বত্ৰা । তিনি ইচ্ছে করলে সব কবতে পাবেন । পৃথিবীতে তাঁব অসাধ্য কাজ কিছুই নেই । নখদর্পণেব সাহায্যে তিনি বহু দূরের ঘটনাও অনায়াসে বলে দিতে পারেন ।

- জয়ন্ত । তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে বত্ৰা । এই পুৰোহিত
বিভীষিকা মন থেকে দূর করো, নইলে শাস্তি পাবে না ।
- বত্ৰা । ভুলতে পারছি না—কিছুতেই ভুলতে পারছি না ।
- জয়ন্ত । চেষ্টা কব । সে কথা যাক, এখন একটা খবর শোন ।
প্রজাদেব মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে ।
- বত্ৰা । কেন ?
- জয়ন্ত । তারা বলতে চায় কুহকিনী অনার্য্য নারীকে নিয়ে সিংহাসনে
বসবার আমাব অধিকার নেই । সংবাদ এনেছিলেন মন্ত্রী-
মণায় । তাঁকে বলে দিয়েছি যে আমি বত্ৰাকে ত্যাগ
কবতে পারবোনা । এব জন্ত যদি প্রয়োজন হয় আমি
সিংহাসন ত্যাগ কববো ।
- বত্ৰা । (বাগ্ন কণ্ঠে) না না তুমি এমন কাজ কবোনা । আমাব জন্ত
তুমি এত ত্যাগ কেন কবতে যাবে ? তোমাব বাজ্য
তোমাব প্রজা একজন সামান্য নারীব জন্ত তুমি এমনভাবে
বিসর্জন দিওনা !
- জয়ন্ত । তুমি কি বলছো বত্ৰা ?
- বত্ৰা । আমি ঠিকই বলছি । আমাকে তুমি পুরোহিতের নির্মম
নাগপাশ থেকে উদ্ধার কবেছো, তাব জন্ত তোমার কাছে
আমাব কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই । কিন্তু বাণী হবাব জন্ত
আমাকে ডেকোনা । আমি দূবে থাকবো । দিনান্তে
তোমাকে একবার দেখতে পেলেই নিজেকে ধন্য মনে
কববো ।
- জয়ন্ত । তোমার কথায় আমি দুঃখিত হচ্ছি বত্ৰা । এক সম্মান
থেকে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি শ্রেষ্ঠতর সম্মান দেবাব

জন্ম। প্রজাদের চাঞ্চল্য? রাজ্য শাসন করতে গেলে এসব আকস্মিক ব্যাঘাতকে উপেক্ষা করতেই হয়। প্রজাদের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রণাগাবে মন্ত্রীমণ্ডলে ও অজ্ঞেয়ব সঙ্গে কথা কইছেন। আমিও সেখানে যাচ্ছি। তবে যাবার আগে এইটুকু শুধু তোমাকে বলে যাচ্ছি, যদি প্রজাদের সম্মত কবাতেনা পারি—তবে আমি সিংহাসন ত্যাগ কববো।

[দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। রত্না সেই দিকে চাহিয়া রহিল। পিছনদিক দিয়া প্রবেশ করিল স্মিত্রা। সে জবস্ত ও অজ্ঞেয়র কনিষ্ঠা সহোদরা]

স্মিত্রা। রাণী।

রত্না। স্মিত্রা? এস ভাই। কিন্তু আমাকে এবার থেকে বাণী বলে ডাকলে আমি বাগ কববো।

স্মিত্রা। তবে কি বলে ডাকবো? বৌদিদি?

রত্না। না, ভাইবা কেন? রত্না বলে ডাকবে!

স্মিত্রা। সে কি। তোমার নাম ধবে ডাকবো কি? তুমি যে আমার দাদাব স্ত্রী।

রত্না। দাদাব স্ত্রী হতে পাবি, কিন্তু ভাই বলে কি দাদাব বোনের বন্ধু হতে পাববোনা?

স্মিত্রা। কেন পাববেনা? বেশ, এবার থেকে আমি তোমায় রত্না বলেই ডাকবো।

রত্না। তাই ডেকো। (একটু চুপচাপ)

স্মিত্রা। আচ্ছা ভাই রত্না।

- বত্ৰা । বল ভাই ।
- সুমিত্ৰা । লোকে বলে তুমি নাকি কুহকিনী—যাহু জানো—
সত্যি ?
- বত্ৰা । জানিনা—জানতাম ।
- সুমিত্ৰা । মানুষকে নাকি ভেড়া কবতে পাব ?
- বত্ৰা । পারিনা—পাবতাম ।
- সুমিত্ৰা । মাগো ! মানুষগুলো সব ভেড়া হয়ে যেত ?
- বত্ৰা । ই্যা ।
- সুমিত্ৰা । ব্যা ব্যা ক'বে ডাকতো ?
- বত্ৰা । ই্যা ।
- সুমিত্ৰা । আচ্ছা আমাদের 'বাহাদুর' হাতীটাকে মানুষ ক'বে দিতে
পাব ?
- বত্ৰা । না ।
- সুমিত্ৰা । কেন ?
- বত্ৰা । ওতো আগে মানুষ ছিলনা ।
- সুমিত্ৰা । ও-ই্যা । আচ্ছা তোমাদের দেশে যত মানুষকে ভেড়া
কবে বেখেছ—তারা কি আব মানুষ হবেনা ?
- বত্ৰা । হবে ।
- সুমিত্ৰা । হবে ? কবে ?
- বত্ৰা । যদি কোনদিন পুরোহিত বিপ্রদেবের মৃত্যু হয়—সেদিন ।
কিন্তু তা একেবাবেই সম্ভব নয় ।
- সুমিত্ৰা । কেন ?
- বত্ৰা । কারণ তিনি মৃত্যুঞ্জয় । মহাকালীৰ প্রসন্নতায় তিনি
বেঁচে আছেন । মহাকালীৰ ক্রোধেই তাঁর মৃত্যু হবে । কিন্তু

মহাকালীৰ রোষ জাগ্রত করা সে অসম্ভব । কিন্তু এ প্রসঙ্গ
থাক্ ভাই । পুরোহিতেব কথা ভাবলেই আমার গায়ে
কাঁটা দিয়া ওঠে ।

[স্মিত্রা চুপ কবিয়া রহিল]

- স্মিত্রা । (একটু পবে) আচ্ছা ভাই বত্ৰা ।
- বত্ৰা । বলো ভাই ।
- স্মিত্রা । তুমি যে যাহু জ্ঞান সে কথা আমি বেশ বুঝতে পারি ।
- বত্ৰা । কেমন কবে ?
- স্মিত্রা । এই যে তুমি আসা অবধি তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড
থাকতে পাবছিনে, কেবলই তোমাব কাছে থাকতে ইচ্ছা
করে—এই তো যাহু ।
- বত্ৰা । ই্যা, এবই নাম যাহু ।
- স্মিত্রা । যাহোক কাল সকালেই তো তোমাকে সিংহাসনে বসানো
হচ্ছে, তাবপব প্রজাদেব নানিশ শুনতে শুনতে ওসব যাহু-
টাছু মাথাঘ উঠে যাবে ।
- বত্ৰা । সিংহাসন ? বসতেও পাবি—আবাব নাও বসতে পাবি ।
- স্মিত্রা । সে কি ! কেন ?
- বত্ৰা । প্রজাদেব অভিযোগ শোননি ?
- স্মিত্রা । না ।
- বত্ৰা । তারা বলছে কুহকিনী অনাৰ্য্য নাবীকে সিংহাসনে বসতে
দেবেনা ।
- স্মিত্রা । ই্যা দেবেনা । তাদের চোদ্ধপুরুষেব সিংহাসন নাকি ?
বসতে দেবোনা বললেই হ'ল ? ও নিয়ে তুমি ভেবোনা
বত্ৰা, ও ঠিক হ'য়ে যাবে । দাদা কোথায় ?

বত্ৰা । প্রজাদেব প্রতিনিধির সঙ্গে মন্ত্রণাগারে পবামর্শ
করছেন ।

স্বমিত্রা । আব দেখতে হবেনা । দাদা সামনে গেলেই প্রজাবা ভয়ে
জুজু হয়ে যাবে ।

[নেপথ্যে যুদ্ধ সজ্জার বাজনা
বাজিষা উঠিল, জনতার কোলাহল বর্ধিত
হইতে লাগিল]

বত্ৰা । ও কি ।

স্বমিত্রা । তাই তো । এষে যুদ্ধ-সজ্জাব বাজনা । কী হ'ল ?
(জয়ন্তব প্রবেশ)

জয়ন্ত । তুই ভেতবে যা স্বমিত্রা ! বত্ৰাব সঙ্গে একটু কথা
আছে ।

[রত্নার দিকে চাহিয়া স্বমিত্রা
হাসিমুখে পালাইয়া গেল । জয়ন্ত বত্ৰাব
কাছে আসিল]

জয়ন্ত । বত্ৰা । প্রজারা আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছে যে তোমাকে
বাণী করতে তাদের কোন আপত্তি নেই, তবু পাছে তুমি
তোমাব কুহকশক্তি আবাব ফিবে পাও, কিম্বা সেখানকার
কেউ এসে তোমায় মনে করিয়ে দেয়, সেইজন্য
স্থিৰ হয়েছে যে কামরূপ বাজ্য নষ্ট কবে ফেলতে হবে,
পুৰোহিতকে হত্যা কবতে হবে । এতে আমাদের কিছু
আপত্তি নেই, আমি সৈন্তসজ্জাব আদেশ দিয়েছি । কাল
সকালেই আমবা যুদ্ধযাত্রা কববো ।

বত্ৰা । সে কি । কার সঙ্গে যুদ্ধ ?

জয়ন্ত । পুরোহিত বিপ্রদেবের সঙ্গে ।

বত্ৰা । না না না না । তোমার পায়ে পড়ি এমন কাজ কোরোনা ।
আমার কথা শোন । এতে তোমার অমঙ্গল হবে , সৰ্ব্ব-
নাশেব সীমা থাকবে না । না না না ।

জয়ন্ত । তুমি কী বলছো রত্না ?

বত্ৰা । আমি ঠিকই বলছি । বিপ্রদেবকে তুমি জানোনা । তাঁর
শক্তি, তাঁর মন্ত্রগুণের সঙ্গে তোমাব পবিচয় নেই, তাই তুমি
এ দুঃসাহস করছো । আমি জানি পৃথিবীর কোন শক্তি
তাঁকে পরাজিত কবতে পারবেনা ।

জয়ন্ত । আমাব সৈন্তবল তুমি জানোনা বত্ৰা ।

বত্ৰা । জানিনা । জানবাব দরকাব নেই । শুধু এইটুকু জানি
বিপ্রদেবেব মন্ত্রশক্তিব সঙ্গে জগতেব কোন শক্তিব তুলনা
হয় না । নিজেব সৰ্ব্বনাশ তুমি এমনভাবে ডেকে এনোনা ।
একটু আগে তোমায় বলেছিলাম আমায় ত্যাগ কবতে,
এখন বলছি যদি বাঁচতে চাও তবে এ রাজ্য ত্যাগ করো ।
আমাব কথা শোন । আমাকে যদি তুমি সত্যি ভালবেসে
থাকো, তবে আমাব অন্ববোধ রাখো—এ সঙ্কল্প তুমি
ত্যাগ কব ।

জয়ন্ত । কিন্তু আমি যে সৈন্তসজ্জার আদেশ দিয়েছি ।

বত্ৰা । সে আদেশ তুমি প্রত্যাহার কবো । কোন লাভ নেই স্বামী,
কোন লাভ নেই । মুহূর্ত্তে বিপ্রদেব তোমাব বিপুল সৈন্ত
বলকে ভস্মে পবিণত করবেন ।

জয়ন্ত । বত্ৰা ।

বত্ৰা । * আমাব কথা রাখো । আমাব চেয়ে বিপ্রদেবকে তুমি বেশী

চেনোনা। আমি তাঁকে চিনি। আমি বলছি তুমি নিবস্ত হও।

জয়ন্ত। তুমি আমায় সৈন্তসামন্ত ও সেনাপতিব কাছে লজ্জায় ফেলবে বত্ৰা। তবু তোমাব মতেব বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করবোনা। বেশ আমি যুদ্ধযাত্রা কববোনা।

বত্ৰা। আমি তোমাব কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

জয়ন্ত। কিন্তু পুরোহিতেব এই মিথ্যা বিভীষিকা তুমি মন থেকে মুছে ফেললে বুঝতে পাবতে—

বত্ৰা। মিথ্যে নয়—মিথ্যে নয়—আমি তাঁকে জানি, আমাব বাল্যকাল থেকে আমি তাঁকে জানি। তাঁব শক্তি ঈশবেব শক্তি, তিনি ইচ্ছে কবলে সব কবতে পাবেন।

জয়ন্ত। বেশ। আমি যুদ্ধে যাবোনা।

[দ্রুতপদে অজয়কুমারের প্রবেশ]

অজয়। একি! দাদা! তুমি এখনও চুপ কবে দাঁড়িয়ে! চলো সেনাপতিকে আদেশ দিতে হবে।

জয়ন্ত। আমি যুদ্ধ কববোনা অজয়।

অজয়। যুদ্ধ কববেনা! মানে?

জয়ন্ত। বত্ৰাব সঙ্গে পরামর্শ কবে দেখলাম, বিপ্রদেবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করা নিরর্থক।

অজয়। নিবর্থক! কেন?

জয়ন্ত। তাঁব অসীম শক্তিব কাছে আমবা পবাজিত হবো।

অজয়। পরাজিত হরো? একজন অসভ্য দেশেব পুরোহিতেব কাছে? তোমাব হ'ল কি দাদা? কুহকিনীর কুহক কি আজ এইভাবে আমার প্রত্যক্ষ করতে হবে?

জয়ন্ত । রত্নাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি করতে পাববোনা
অজয় ।

অজয় । বটে ।

[মন্ত্রী প্রবেশ]

মন্ত্রী । এই যে জয়ন্ত ! বাইরে সেনাপতি তোমাব আদেশেব
প্রতীক্ষা করছেন ।

অজয় । উনি যুদ্ধ করবেন না মন্ত্রীমশায় ।

মন্ত্রী । সেকি !

জয়ন্ত । হ্যাঁ মন্ত্রীমশায় । আমি যুদ্ধে যাবোনা ।

অজয় । তোমাব ভীৰুতাব আমি প্রশয় দিতে পাবিনে দাদা । দ্বৈগ্ন
হবাব একটা সীমা আছে । যুদ্ধও কি করতে হবে স্ত্রীর
মত নিয়ে ? বেশ তুমি যেওনা—আমি যুদ্ধে যাবো ।
তুমি সিংহাসন ত্যাগ কবো ।

মন্ত্রী । অজয়—শান্ত হও ।

অজয় । না । আমি তোমাকে অহুরোধ কবছি দাদা, তুমি
সিংহাসন ত্যাগ কবো !

জয়ন্ত । আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম ।

অজয় । বেশ, এখন এই রাজ্যের রাজা হিসাবে আমি
তোমায় আদেশ কবছি—তুমি ও রত্নাদেবী আমার
বন্দী ।

জয়ন্ত । বন্দী ।

অজয় । হ্যাঁ—বন্দী । কামরূপ রাজ্য থেকে ফিবে না আসা পর্যন্ত
তোমাদেব এইভাবে থাকতে হবে । তোমাদেব হাতে
শৃঙ্খল দিতে হবে—না এমনি বিশ্বাস করতে পাবি ।

জয়ন্ত । বিশ্বাস কবো । আমবা তোমার বন্দীত্ব স্বীকার কবে
নিলাম । তোমবা ফিবে না আসা পর্য্যন্ত আমবা কোথাও
যাবোনা ।

অজয় । বেশ । আশুন মন্ত্রীমশায় । সৈন্তসজ্জাব আদেশ দিতে
হবে । সেনাপতিকে বলে দিতে হবে কাল প্রাতঃকালেই
আমবা যাত্রা কববো । আশুন ।

[মন্ত্রী ও অজয়ের প্রস্থান । জয়ন্তও
চলিয়া যাইতেছিল]

রত্না । তুমি কোথায় যাচ্ছে ?

জয়ন্ত । কোথাও যাচ্ছিনে—ভয় নেই । শুধু ওইখানে দাঁড়িয়ে সৈন্ত
সজ্জাটা একবার দেখে আসি । কুহকিনী, আমি তোমায়
ছেড়ে যাবোনা—শুধু সৈন্তসজ্জা—সৈন্তসজ্জাটা একবার
দেখে আসি !

[জয়ন্ত প্রস্থান করিল । রত্না অধীরা
হইয়া ছটফট করিতে লাগিল । একটু পরে
সে ঘরে প্রবেশ করিল সুন্দর]

সুন্দর । মহাবাজ কোথায় বাণী ?

[রত্না ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত
দুইখানি চাপিয়া ধরিল ।

রত্না । সুন্দর । তোমাকে আমি বিশ্বাস কবতে পারি ?

সুন্দর । নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

রত্না । তুমি আমাব ভায়েব মত । আমাব একটা কাজ
কববে ভাই ?

সুন্দর । নিশ্চয় নিশ্চয় ।

রত্না । কিন্তু আমি আব তুমি ছাড়া আব কেউ জানবেনা ।

- সুন্দর । বেশ—তাই হবে !
- বত্ৰা । তোমাকে এখুনি একবার আমাদের কামরূপের দিকে রওনা
• হতে হবে ।
- সুন্দর । এখুনি ? আচ্ছা যাচ্ছি ।
- বত্ৰা । কিন্তু এতে তোমার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে । একটু
সাবধানে যেও ।
- সুন্দর । সাবধানেই যাবো । কিন্তু যদি প্রাণহানি হয়—হবে ।
কীইবা আমার প্রাণ—আর কীইবা তার হানি । সেখানে
গিয়ে কী কববো বলে দিন ।
- বত্ৰা । শীলাকে চেনতো ?
- সুন্দর । হ্যাঁ—চিনি বোধ হয় ?
- বত্ৰা । তাকে গিয়ে বলবে যে কাঞ্চিবাজ্য থেকে সৈন্য
যাচ্ছে—দেশ আক্রমণ কবতে । সে যেন নিজেকে নিবাপদ
বাখে ।
- সুন্দর । আচ্ছা ।
- বত্ৰা । তোমাব কাছে আমি কৃতজ্ঞ বইলাম সুন্দর ।
- সুন্দর । কৃতজ্ঞ হবাব দরকাব নেই । তোমাব কাজ আমি মাথায়
নিয়ে চললাম ।
- বত্ৰা । কিবে এলে যা পুরস্কাব চাও পাবে ।
- সুন্দর । কোন পুরস্কাবেব দরকাব নেই—তোমাব হাসি
মুখই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার ! চললাম
বাণী ।

[সুন্দরের প্রস্থান । রাণী কিছুক্ষণ চুপ
করিয়৷ বসিয়৷ আলো নিভাইয়া দিয়৷ শুইয়া

পড়িল । খর নিস্তর । রত্না ঘুমাইয়া
 ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল যেন পিছনের দেওয়াল
 সরিয়া গিয়াছে—দেখা বাইতেছে একুটি
 পার্বত্য গুহা—তাহার মধ্যে শীলা সর্বাক
 বাধা অবস্থায় দাঁড়াইয়া আর তাহার সম্মুখে
 দাঁড়াইয়া বিপ্রদেব, ক্রুদ্ধনেত্রে শীলাকে শাসন
 করিতেছেন । রত্না গুনিতে পাইল তিনি
 বলিতেছেন]

বিপ্র । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমাকে জঙ্গ কববে ? মুখ'নাবী—
 এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে ? আমি অজব—অমর—
 অক্ষয় । জয়ন্তের বাজ্যে যে ষড়যন্ত্র চলছে তাও আমি
 জানি, আর তুমি এখানে কী ষড়যন্ত্র করছো, তাও আমি
 জানি । আমার কথা শুনে রাখো, তোমরা দুজনেই
 মরবে ! বলো ! এ কাজ কেন করলে ? বলো ! বলো !
 বলো !

[রত্না ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠিল]

রত্না । গুরুদেব রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমি কোন দোষ
 কবিনি—আমি কোন দোষ করিনি, গুরুদেব—গুরুদেব—
 গুরুদেব— !

বিপ্র । হাঃ হাঃ হাঃ.....

শীলা । গুরুদেব রক্ষা করুন—আমি কোন দোষ কবিনি—আমি
 দোষ করিনি—গুরুদেব—গুরুদেব—গুরুদেব—

বিপ্র । তুমি বলে দাওনি জয়ন্ত-রত্নাকে গুপ্ত পথের সন্ধান ?

শীলা । ই্যা গুরুদেব । আমি বলেছি—আমি বলেছি ।

বিপ্র । কেন তুমি বলে দিয়েছো ? আমার কখনো অমন সময় ঘুম

আসে না--অকস্মাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এর জন্ত
তোমাকে যদি আমি দায়ী করি--তোমার কিছু বলবার
আছে ?

[শীলা মাথা নীচু করিয়া রহিল]

বিপ্র। বলো তোমার কী বলবার আছে ?

শীলা। আমি--

বিপ্র। বলো।

শীলা। আমিই আপনাব কারণের সঙ্গে ঘুমের আবক মিশিয়ে
দিরেছিলাম গুরুদেব।

বিপ্র। হাঃ--হাঃ--হাঃ--হাঃ--আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম
শীলা !

শীলা। আমি অপরাধ কবেছি গুরুদেব--আপনি আমার ক্ষমা
করুন !

বিপ্র। ক্ষমা ! ক্ষমা আমি নিশ্চয় করবো--কিন্তু তার আগে
তোমাকে এই রাজ্যের বাণী করবার আগে, তোমার মন
থেকে এই বিষাক্ত প্রেমের বীজ আমি তুলে ফেলব।

শীলা। গুরুদেব।

বিপ্র। ভয় নেই--আমি তোমাকে প্রাণে মাঝবোনা। তবে
অনাহারের জ্বালায় তিলে তিলে তোমাকে দগ্ধ ক'রে,--
তোমার মনে অহুতাপেব আগুন জ্বলে আমি তোমায়
পবিত্র ক'রে নেব। তুমি ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।
তোমাকেই এ রাজ্যের রাণী হতে হবে।

শীলা। আমি রাণী হ'তে চাই না গুরুদেব--আমি বাণী হ'তে
চাই না। আপনি আমার মুক্তি দিন !

বিপ্র। মুক্তি ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

শীলা। গুরুদেব !

বিপ্র। আমি ধ্যানে জানতে পেরেছি কাঞ্চীরাজ্যের সৈন্তেরা
এ বাজ্য আক্রমণ করতে আসছে ; তাদের ধ্বংসেব জন্য আজ
শেষ রাত্রে আমি মহাকালীর পূজায় বস্বে। এই পূজা
শেষ করতে পারলে পৃথিবী আমার পদতলে লুটিয়ে পড়বে ।
বুঝেছ শীলা ? বাজা জয়ন্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পথের মাঝেই
ধূলিসাৎ হবে । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

শীলা। আমি অপরাধ স্বীকার করছি—গুরুদেব !

বিপ্র। অপরাধ স্বীকার ক'রে বিপ্রদেবের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া
যায় না । চিত্ত শুদ্ধি করো শীলা—চিত্ত শুদ্ধি করো । চিত্ত
শুদ্ধি হ'লে আমি আপনি জানতে পারবো আর সেই দিনই
এসে কামরূপ রাজ্যেব সমস্ত প্রজাবৃন্দের সমক্ষে আমি
তোমায় রানীত্বে অভিষিক্ত করবো, তার আগে নয়—
বুঝলে ? তাব আগে নয়—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

[হাসিয়া প্রশ্নান করিল]

শীলা। গুরুদেব ! গুরুদেব !

[বিপ্রদেব চলিয়া গেলে শীলা কাঁদিতে
লাগিল । ধীরে ধীরে স্তম্ভপূর্ণে প্রবেশ করিল
সুন্দর । পথক্রমে তাহার চোখমুখ লাল, চুল-
এলোমেলো]

সুন্দর। শীলা !

শীলা। কে ? সুন্দর ? তুমি এসেছো ? রত্না কেমন আছে
সুন্দর ? রত্না কেমন আছে ?

সুন্দর । সে ভালই আছে । তোমার বাঁধলে কে ?

শীলা । বিপ্রদেব ?

সুন্দর । কেন ?

শীলা । আমি তোমাদের পথ বলে দিয়েছি বলে ।

সুন্দর । তার জন্তে এই কঠিন শাস্তি ?

শীলা । ই্যা !

[সুন্দর তাহার হাতের পারের বাঁধন খুলিয়া

দিল]

সুন্দর । শীলা ! রত্না দেবী তোমাব কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে কাঞ্চীরাজ্যের সৈন্তেরা তোমাদের এই রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে । তুমি নিজেকে নিরাপদ রেখো ।

শীলা । সে খবর আমি একটু আগেই পুরোহিতের মুখে শুনেছি । আর সেই জন্তই তিনি আজ শেষ রাত্রে মহাকালীর পূজা ক'বে শক্তি লাভ করবেন—যাতে পথের মধ্যেই তোমাদেব বিপুল সেনাবাহিনী ধ্বংস হ'য়ে যায় ।

সুন্দর । এ ব্যাটাচ্ছেলের জ্বালায় তো দেখছি কিছুই করবাব উপায় নেই ! মরুক গে ! চল আমরা পালাই !

শীলা । কোথায় পালাবো ? বিপ্রদেবের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই ।

সুন্দর । আচ্ছা এ ব্যাটাব কি মৃত্যু নেই ?

শীলা । আছে ।

সুন্দর । আছে ? বল কি ! বলতো—বলতো কি করলে ও ব্যাটা মারা পড়বে ?

শীলা । আজকে শেষরাত্রে মহাকালীর পূজা যদি উচ্ছিষ্ট ক'রে

দিতে পার, তা'হলেই ওর মৃত্যু অনিবার্য। মনে
রেখো আজ পূজা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে ও
অপরাধেয়।

সুন্দর। তবে চললাম—ওব পূজা পণ্ড করতে। পূজা উচ্ছিষ্ট
করতে হবে তো ?

শীলা। তুমি পারবে না !

সুন্দর। আমি পাবো ! আমি পণ্ড করতে না পারি এমন কাজই
নেই।

শীলা। কিন্তু কেন তুমি এ কাজ কববে ?

সুন্দর। তোমার ভালবাসা পাব বলে !

[চলিয়া বাইতে লাগিল]

শীলা। সুন্দর !

সুন্দর। না। আমি চললাম।

শীলা। সুন্দর।

সুন্দর। না—না—না।

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য
মিলাইয়া গেল। দেখা গেল রত্না ঘুমাইতেছে।
একটু পরে সেই প্রাণাকার যবে নিঃশব্দ পদে
প্রবেশ করিলেন পুরোহিত বিপ্রদেব। তিনি
বস্ত্রার শয্যার কাছে আসিয়া ডান হাতখানি
রত্নার মুখের উপরকার শূণ্য হইতে পায়ে দিক
অবধি সঞ্চালন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রা
জাগিয়া উঠিয়া ভূত দেখার মত ভয় পাইয়া
নির্বাক হইয়া গেল। পুরোহিত হাতখানি
দিয়া তাহাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত
করিলেন। সম্মোহিতা রত্না এক পা এক পা
করিয়া পুরোহিতের অনুসরণ করিতে লাগিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জয়ন্তের প্রমোদাগার। জয়ন্ত চকলপদে
পায়চারি করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে অধীরভাবে
দরজার দিকে চাহিতেছে। ধীর পদে মন্ত্রী
প্রবেশ করিল]

জয়ন্ত । কী সংবাদ মন্ত্রী মশায় ?

মন্ত্রী । বাজ্যের সর্বত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে, কিন্তু কোনখানেই
রাণীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

জয়ন্ত । কী আপনি বলতে চান মন্ত্রীমশায় ? আপনি কি বলতে
চান যে এত বড় বিশাল কাকীরাজ্য থেকে সে বাত্রের মধ্যে
এমন ভাবে মিলিয়ে গেল, যাতে তার খোঁজ পাওয়া
আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব ?

মন্ত্রী । বাজ্যের কোথাও আমি অনুসন্ধানের ক্রটি কবিনি জয়ন্ত ।
তবু—

জয়ন্ত । তবু কোথাও তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ? এই কথা
তো ? কিন্তু আমাব এত বড় রাজ্য থেকে এক বাত্রের
মধ্যে দেশান্তরে চলে যাওয়া—তার মত নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ
অসম্ভব, অতএব সে এই বাজ্যের কোন স্থানে আত্ম-গোপন
ক'বে আছেই আছে। আপনি অনুসন্ধান করুন মন্ত্রীমশায়,
আজই সন্ধ্যাব মধ্যে আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে
চাই যে আপনি তার খোঁজ পেয়েছেন !

মন্ত্রী । জয়ন্ত ।

জয়ন্ত । মিথ্যে আমাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছেন মন্ত্রী মশায় !
যে নারী কেবলমাত্র আমাকে ভালবাসার অপরাধে তার
সকল সম্পদ, সকল ঐশ্বর্য্য বিসর্জন দিয়ে এসেছে, যাব
প্রেমের সঙ্গে জগতের কোন বস্তু তুলনা হয় না, আজ সে
আমায় এমন ভাবে ত্যাগ ক'রে যাবে—একথা তো চিন্তা
করা যায় না ।

মন্ত্রী । চিন্তা করা যায় না সে কথা সত্য জয়ন্ত, কিন্তু জগতে সময়
সময় চিন্তার অতীত এমন সব ঘটনা ঘটে যাতে—

জয়ন্ত । যাতে বড়ার মত মেয়েও আমাকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ ক'বে
যেতে পারে ? আপনি ভুল করছেন মন্ত্রীমশায় । রত্না
যেমন আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, তেমনি আমিও
তার জন্য কম ত্যাগ স্বীকার কবিনি । আমি তার জন্য
আমার বাজ্য, সম্পদ, সম্মান, সুনাম, ধুলার মত পথের
মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি—সে কথাও ভুলে যাবেন না । কিন্তু
যাক সে কথা, আজ সে কথা বোঝাপাড়ার সময় আসেনি ।
আমি শুধু স্পষ্ট ক'রেই আপনাকে এ কথা জানাতে চাই
যে রত্নাকে আমার চাই ।

মন্ত্রী । তাই হবে জয়ন্ত ।

জয়ন্ত । তাই হবে নয়—তাই হ'তে হবে । আমার এ কথার কোন
ব্যতিক্রম হ'লে আমি কাউকে ক্ষমা করবো না—আপনি
দয়া ক'রে একথা মনে রাখবেন মন্ত্রীমশায় ! আমার
ছোট ভাই অজয়ের হাতে আমি লালিত হ'য়েছি যে নারীর
জন্য, আমি তার বন্দী স্বীকার ক'রে নিয়েছি যে নারীর
জন্য—তাকে এত সহজে আমি হারাতে রাজি নই ।

মন্ত্রী । আমি চললাম জয়ন্ত । যেমন ক'রে পারি—রাণী রত্নার
খোঁজ আমি কববোই । একথা তোমায় বলে গেলাম ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

[জয়ন্ত কী ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া ডাকিল]

জয়ন্ত । মন্ত্রী মশায় ।

[মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ]

মন্ত্রী । বল জয়ন্ত !

জয়ন্ত । রাজ্যেব সীমান্ত রক্ষীদের ডেকে পাঠান, তাদের কাছে
খোঁজ নিয়ে দেখুন, গত বাত্রে কোন লোক সীমান্ত অতিক্রম
করেছে কিনা । বত্না যদি কামরূপ চলে গিয়ে থাকে, তবে
সে কথাও তাদের কাছেই জানা যাবে ।

মন্ত্রী । আমি পূর্বেই তাদের ডাকবার ব্যবস্থা ক'বে এসেছি ।
কিন্তু আমার মনে হয়—

জয়ন্ত । আপনার কি মনে হয় সে কথা আমি পরে শুনবো মন্ত্রী-
মশায় । কিন্তু এখন আমাব কোন কথার প্রতিবাদ
কববেন না । অনুগ্রহ ক'রে যান—যান ।

মন্ত্রী । বেশ ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান]

জয়ন্ত । প্রতিবাদ—প্রতিবাদ—আর প্রতিবাদ । রাজ্যের সকলেই
প্রমাণ করতে চায়—নিজেরা বিজ্ঞ, আর তাদের রাজার
বুদ্ধিবৃত্তি কম । কিন্তু আজ আমি কারো কথা শুনবোনা ।
রত্নাকে আমাব চাই । এত লাঞ্ছনা, এত অত্যাচারের
মধ্য দিয়ে যাকে পেয়েছি—আজ এত সহজে আমি তাকে
হারাতে রাজী নই ।

[গভীর মুখে স্মিতার প্রবেশ

স্মিতা । দাদা !

জয়ন্ত । আয় স্মিতা !

স্মিতা । বড়ার কোন সন্ধান পেলে ?

জয়ন্ত । না । মন্ত্রীমশায় এইমাত্র সংবাদ দিয়ে গেলেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান ক'রেও এ পর্যন্ত তাব কোন খোঁজ পান নি । যাই হোক—আমি সীমান্ত-রক্ষীদের ডাকতে বলে দিযেছি—তাদের কাছ থেকে হয়ত সঠিক কোন খবর পাওয়া যেতে পারে ।

স্মিতা । দেখ, তারা যদি সংবাদ দিতে পারে !

জয়ন্ত । অনেকেই অনেক কথা বলে গেল, কিন্তু তুইতো কোন কথা বলছিসনে স্মিতা ? তোর কি মনে হয়—বলবিনে ?

স্মিতা । এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেব পরামর্শ গ্রহণ করো দাদা, আমার কি মনে হয়—সে কথা ভোমাব শুনে কাজ নেই । তবে আমি যে তাকে ভালবেসে ভুল করেছি—সেই কথা শুধু আজ আমার মনে হচ্ছে । বনের পাখীকে ধবে এনে বন্দী কবে বেখেছিলে সোনার খাঁচায়, তখন আমার এক-বারও একথা মনে হ'ল না যে বনের পাখী'ব সোনার খাঁচা ভাল লাগতে পারে না, স্বযোগ পেলেই সে পালাবে ।

জয়ন্ত । তবে কি তুই বলতে চাস স্মিতা যে,—রত্না স্বেচ্ছায় এখান থেকে সকলের অগোচরে পালিয়ে গেছে ?

স্মিতা । আমার তাই মনে হয় দাদা । আমরা ভেবেছিলাম—খাঁচাটা যখন সোনার, তখন এর মায়া সে কাটাতে পারবে না । কিন্তু তার প্রাণটা'ব দিকে তো আগবা চাইনি । যদি

চাইতাম, তাহলে দেখতে পেতাম—মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ
পাবার জন্যে একটা গ্রাম সেখানে ত্রিদিন কেঁদে মরছে।

জয়ন্ত। তুই বলছিস কী স্মিত্রা ?

স্মিত্রা। আমি ঠিকই বলছি। প্রকৃতির অরণ্যে যার জন্ম,
প্রাসাদের অরণ্যে তার দমবন্ধ হ'য়ে আসে। তুমি—খোঁজ
নিষে দেখ দাদা, নিশ্চয় সে কামরূপে ফিরে গেছে। আমি
তাকে যতদূর চিনেছি—তাতে এছাড়া আর কোন
কিছুই সে করতে পাবেনা।

জয়ন্ত। তোব কথাই হয়ত ঠিক স্মিত্রা। কিন্তু এত প্রেম, এত
অনুরাগ, একি সবই মিথ্যা ? কিছুই সত্যি নয় ? বত্সা
আমাব জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার কবেছে, হাসিমুখে যে দুঃখ
যে নির্ঘাতন সহ্য কবেছে, সে যে আমি নিজের চোখে
দেখে এসেছি স্মিত্রা।

স্মিত্রা। চোখেব দেখাটাই সব সময় সত্যি হয় না দাদা। তাকে
বাণী করলে তোমাকে সিংহাসন অবধি ত্যাগ কবতে হবে
এই চিন্তা তার অন্তবকে বিজ্রোহী ক'রে তুলেছিল !
তারপর তোমরা আদেশ দিলে কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
কবতে, এতে তার মন আশঙ্কায় ভরে উঠলো।

জয়ন্ত। আশঙ্কা কেন ? ভবিষ্যতে তাকে নিষাপদ কববার জন্যই
তো ওই অবস্থা করা হয়েছে।

স্মিত্রা। তাকে নিষাপদ করবার জন্য—তাব প্রজাদের, তার
গুরুদেবকে তোমরা হত্যা কববে, এ বিধান সে সহজে
মেনে নিতে পাবেনি, তাই সে ছুটে গেছে নিজের
বাজ্যে প্রজাদেব নিষাপদ কববার জন্য।

জয়ন্ত । তুই ঠিক জানিস—সে কামরূপে গেছে ?
 স্মিত্রা । না—ঠিক জানিনে । এটা আমি অনুমান করছি ।
 জয়ন্ত । হঁ ।

[ক্রতপদে পায়েচারি করিতে লাগিল ।]

জয়ন্ত । আমার এত বড় বিশাল প্রাসাদ, দ্বারে দ্বারে তার
 সশস্ত্র গ্ৰহবী, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে—বাজপথের জনতার দৃষ্টি
 এড়িয়ে—সীমান্ত রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে—সে কামরূপ
 ঘাবে কী ক'রে ?
 স্মিত্রা । যা যখন সম্ভানেব বিপদ আশঙ্কার ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—তখন
 পর্কিত তাব পথ বোধ করতে পাবে না দাদা, তোমার
 রক্ষীতে। সামান্য কথা ।

[মন্ত্রী প্রবেশ]

মন্ত্রী । জয়ন্ত ।
 জয়ন্ত । বলুন মন্ত্রী মশায় !
 মন্ত্রী । না, সীমান্তবক্ষীরা কিছু বলতে পাবলে না । কিন্তু—
 এইমাত্র একটা সংবাদ পেলাম—যেটা তোমাব পক্ষে হয়ত
 প্রয়োজনীয় মনে হবে ।
 জয়ন্ত । কী সংবাদ ?
 মন্ত্রী । গত রাত্রি থেকে সূর্যের নিরুদ্দেশ ।
 জয়ন্ত । সেকি !
 মন্ত্রী । হ্যাঁ ! এবং আমাব মনে হয় রাণীর নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে
 এ সংবাদের কিছু যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয় ।
 জয়ন্ত । আপনি কী বলছেন মন্ত্রী মশায় ? (উচ্চ হাস্য করিয়া)

উঠিল) সে আমার বাল্যবন্ধু। আপনার চাইতে আমি
তাকে বেশী চিনি।

স্বমিত্রা। এর সঙ্গে রক্তার নিকরদেশ হওয়ার আমি কোন যোগসূত্র
খুঁজে পাচ্ছি না দাদা।

মন্ত্রী। মা, তুমি এখনও বালিকা। মানব চরিত্রের বিচিত্র লীলা
বুঝতে এখনও তোমার দেবী আছে মা।

স্বমিত্রা। মানব চরিত্রের লীলা হয়ত আমি বুঝিনে—কিন্তু হৃজনেব
নিকরদেশ হওয়ার প্রসঙ্গে আপনি যদি বড়ার চরিত্রের প্রতি
কোন ইঙ্গিত ক'রে থাকেন, তাহলে আপনি ভুল কবেছেন
মন্ত্রীকাকা।

মন্ত্রী। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত—আমি সংসারের অনেক কিছুই
দেখেছি মা। দেখে শুনে এই বুঝেছি, পৃথিবীতে অসম্ভব
বলে কিছু নেই।

জয়ন্ত। অসম্ভব—অসম্ভব—মন্ত্রীমশায় অসম্ভব। সুন্দর—আমার
বন্ধু—আমার আবার্য সহচর,—সুখে দুঃখে বিপদে—
আপদে যে ছায়ার মত আমার অহুসরণ কবেছে—সেই
সুন্দর—। এ কথা মনে আনাও পাপ। কিন্তু আমার কোন
উপায় নেই। কোথাও আমি যেতে পারবো না। আমি
অজয়ের কাছে বাক্যবদ্ধ, সে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি
কোথাও যাবো না। ক্ষত্রিয়ের বাক্য—রক্তার যদি সত্য্যও হয়
—তবু সে বাক্য আমি লঙ্ঘন করতে পারবো না। উপায়
নেই—কোন উপায় নেই।

মন্ত্রী। আমি আর একটা হুঃসংবাদ তোমাকে দেব
বাবা।

জয়ন্ত । বলুন । আমি আজ যে কোন দুঃসংবাদের জন্ত প্রস্তুত ।

মন্ত্রী । অজয়কুমার কামরূপ প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছেননা ।

জয়ন্ত । পথ পাচ্ছেনা ?

মন্ত্রী । পথ পাচ্ছেনা । যে পর্বতমানার মধ্য দিয়ে কামরূপ রাজ্যে অজয়কুমার প্রবেশ কবেছিলেন—সেই পথটাই আমাদের সেনাবাহিনী আবিষ্কার করতে পারেনি । ফলে তারা সমস্ত কামরূপ রাজ্যের চতুঃসীমা অবরোধ কবে বসে আছে ।

জয়ন্ত । অবরোধ কবে কতদিন বসে থাকবে ?

মন্ত্রী । সে কথা দূতের মুখে অজয়কুমার জানাননি । তবে তিনি অবরোধেব কাবণ জানিয়েছেন ।

জয়ন্ত । কী কারণ ?

মন্ত্রী । তাঁর অভিযত হচ্ছে যে কোন একটা রাস্তা দিয়ে রাজ্যেব লোক বাইরে আসেই । কেননা কামরূপের ভূমিজাত শস্তের পরিমাণ এমন কিছু বেশী নয়, যাতে ক'রে রাজ্যের লোকের সম্বৎসর কাটতে পারে । অতএব বাইবে তাদের আসতে হবেই । এইভাবে চতুঃসীমা অবরোধ করে থাকলে সে পথ জানা যাবেই ।

জয়ন্ত । যুক্তিটা মন্দ নয় । তবে ওতে যে কোন কাজ হবে এমন কথা আমাব মনে হয়না মন্ত্রীমশায় ।

মন্ত্রী । কেন ?

জয়ন্ত । কেননা—এই ছেলেমাছুষী চালে বিপ্রদেবকে পবাজিত

করা যাবেনা। তাঁর কুটবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এই অবলম্বিত
সম্ভাবনা আগে থেকেই জেনে রেখেছে।

মন্ত্রী। তোমাব কি ধারণা অজয় পরাজিত হয়ে ফিরে
আসবে ?

জয়ন্ত। ধারণা নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(রক্ষীর প্রবেশ)

জয়ন্ত। কী সংবাদ ?

রক্ষী। কামরূপ সীমান্ত থেকে যুবরাজ অজয়কুমার মহারাজকে
এই পত্র পাঠিয়েছেন।

জয়ন্ত। অজয়েব পত্র, দেখি দেখি !

[পত্র দিয়া রক্ষী চলিয়া গেল,
পড়িতে পড়িতে জয়ন্তের মুখ উজ্জল হইয়া
উঠিল]

জয়ন্ত। মন্ত্রী মশায় ?

মন্ত্রী। কী জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। আপনি পড়ুনতো—আপনি পড়ুনতো—আমি বোধ হয়
ঠিক পড়তে পারিনি।

(পত্র দিল)

মন্ত্রী। (পাঠ করিলেন) দাদা। বত্সার নিরুদ্দেশ সংবাদ পেলাম।
তোমাব মনের অবস্থাও বুঝতে পারছি। বাক্যদত্ত—
কোথাও বেবোতে পারছোনা। আমিও এদিকে কামরূপ
প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এ অবস্থায় সর্বদিক দিয়ে
বিচার কবতে গেলে তোমার সাহায্য ব্যতীত কিছুই সম্ভব
হবেনা মনে হয়। তাই আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।

জয়ন্ত । স্মিত্রা । আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি পেয়েছি ।
মন্ত্রীমশায় আমার অশ্ব সজ্জিত করতে বলুন । আমি
কামরূপ যাবো । আমি সে পথ চিনি—আমি না গেলে
অজয় কিছু করতে পাববে না ।

মন্ত্রী । তুমি এ সময় এখান থেকে গেলে—

জয়ন্ত । হ্যাঁ আমি যাব মন্ত্রীমশায় । আমি যাব । আমি বুঝতে
পাবছি, পুরোহিত তাকে নিয়ে গেছে—আমি না গেলে
রক্তার জীবন বিপন্ন হবে । সেই নিষ্ঠুর পুরোহিতের কুটিল
দৃষ্টির সম্মুখে সে মুহূর্তে প্রাণ হাবাবে । যান—যান অশ্ব
সজ্জার আদেশ দিন ।

স্মিত্রা । দাদা, আমি তোমাব সঙ্গে যাবো ।

জয়ন্ত । তুই কোথায় যাবি স্মিত্রা ? তুই এখানে থাক ! তিন চার
দিনেব মধ্যেই আমি রক্তাকে নিয়ে ফিরে আসবো ।
সেখানে আমার সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
হ'য়ে আছে, ফিরে আসাব আগে কামরূপ রাজ্যকে
আমি পথেব ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসবো । চললাম
স্মিত্রা ।

[দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন]

স্মিত্রা । মন্ত্রীকাকা ! আমার অশ্ব সজ্জিত করতে বলুন !

মন্ত্রী । তুমি কোথায় যাবে মা ? স্ত্রীলোকের পক্ষে সে পথ দুর্গম—
সে পথে আছে অসংখ্য বিপদ ।

স্মিত্রা । আপনি আমার বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন মন্ত্রীকাকা ।
আপনি তো জানেন—যুদ্ধবিজ্ঞা আপনাব চাইতে আমার
কম জানা নেই । মহাবাজ শত্রুজিতের মেয়ে আমি,

অসমসাহসিক রাজ্য জয়ন্তের বোন—আপনি আমায় বিপদের
ভয় দেখাচ্ছেন ? ছিঃ ! বেশ ! আপনি যদি অশ্বসজ্জার
আদেশ দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন—আমি নিজেই সে
আদেশ দিচ্ছি ।

[ক্রতবেগে চলিয়া গেল, মন্ত্রী কিছুক্ষণ 'হাঁ'
করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন]

২য় দৃশ্য

[পর্বতমালার সম্মুখ। অজয়কুমার ও
তিন চারিটি সৈন্ত দাঁড়াইয়া আছে]

অজয়। সবদিক খুঁজে দেখেছ ?

১ম। দেখেছি যুবরাজ। সবদিকেই পাহাড়।

অজয়। থাক পাহাড়। অববোধ কবে থাকে—একদিন না একদিন
কোন লোক বাজ্য থেকে বাইবে আসবেই।
বুঝেছ ?

২য়। বুঝেছি যুবরাজ।

অজয়। আমি এই পর্বতের পূর্ব-সীমান্ত অনুসন্ধান কবতে যাচ্ছি।
তোমরা সতর্ক হয়ে পাহারা দাও। যে কোন অপবিচিত্র
লোক দেখলেই তাকে বন্দী করবে। আমি এঙ্কনি ফিরে
আসবো।

৩য়। ষথা আজ্ঞা যুবরাজ।

[অজয়ের প্রস্থান]

১ম। কী ব্যাপার ? পাহাড় আগলে আর কতকাল বসে
থাকতে হবে ?

২য়। কে জানে। যুদ্ধের সঙ্গে দেখা নেই—শুধু বসে বসে
ঝিম্যানো।

৩য়। যাইহোক। এ রাজ্যটাকে ভাল বলতে হবে—
চোকবার বাস্তাটি কি রকম কায়দা করে রেখেছে বল
দেখি !

১ম। ওই কায়দা অবধি। ভেতরে বোধ হয় লোকজন কিছু
নেই।

২য় । লোকজন নেই কীরে ? শুনছিন্স একটা বিরাট যুদ্ধ হবে ।

৩য় । আপাততঃ পাহাড়ের সঙ্গে ।

১ম । ষা বলেছিন্স । কে একটা লোক এদিকে আসছেন ?

২য় । বাস । ধবো আব বন্দী কবো ।

৩য় । তা আব বলতে ।

১ম । চল্ ।

[তিনজনে গিয়া নীলমাধবকে বন্দী
করিয়া আনিলা]

নীল । তেত্রিশ বছর বয়সে এদিকে আবাব সৈন্তসামন্ত কেনরে
বাবা ?

১ম । যুদ্ধ হবে ।

নীল । কার সঙ্গে ?

২য় । তা জানিনে ।

৩য় । ধবোনা কেন—তোমারই সঙ্গে ।

নীল । তেত্রিশ বছর বয়সে—আমি যে যুদ্ধ কবতে জানিনা
বাবা ।

১ম । তা হলেইত আমাদেব জিতবাব সুবিধে হবে । এই নাও
তলোয়াব ।

(তলোয়াব ধবাইয়া দিল)

নীল । এই দেখ । তেত্রিশ বছর বয়সে এ আবার কী বিপদ হলো
বল দেখি ! ওরে—আমাব যে অস্ত্র ছুঁতে নেই । আমরা
সব বোষ্টম কিনা । তাই তেত্রিশ বছর বয়সে অহিংসা
ধরেছি ।

- ১ম। চালাকি পেয়েছ ? ধব অস্ত্র—যুদ্ধ কব।
- নীল। এই দেখ। তবু বুঝবে না। ওরে ভাই, অহিংসা আমার ধর্ম, নইলে—তোদের মত দু চাবটে সৈন্য বধ কবা—
তেত্রিশ বছর বয়সে—আমার পক্ষে কিছুই না।
- ২য়। তোমার বাড়ী কি কামরূপ রাজ্যে ?
- নীল। কেন বল দেখি ?
- ৩য়। আমরা কামরূপ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি কিনা।
- নীল। না, আমার বাড়ী সেখানে নয়।
- ১ম। তবে কোথায় তোমার বাড়ী ?
- নীল। আমার বাড়ী—তেত্রিশ বছর বয়সে যেখানে—সেখানে।
তলোয়ারটা নামাও না।
- ২য়। তা নামাচ্ছি। কিন্তু তোমার পরিচয় বলবে না ?
- নীল। তেত্রিশ বছর বয়সে—না।
- ৩য়। তুমি যুদ্ধও করবে না—পরিচয়ও বলবে না, তবে তুমি কী করবে ?
- নীল। যদি অনুমতি কর—তেত্রিশ বছর বয়সে চলে যেতে পারি।
- ১ম। তাই যাও। দূর হও !
- নীল। তাই যাচ্ছি। ওরে বাবা তেত্রিশ বছর বয়সে যুদ্ধ কীবে বাবা ? ওরে বাবা।
- [প্রস্থান]
- ২য়। এ ব্যাটা বাজে লোক।
- ৩য়। তাই হবে।
- [অজয়ের প্রবেশ]
- অজয়। বৃথা চেষ্টা। কোনখানেই পথের চিহ্ন নেই ! এ ভাবে কতকাল অপেক্ষা কববো ?

নেপথ্যে । অজয়—অজয়—

অজয় । কে ? দাদার গলা ! কে ?

[জয়ন্তের প্রবেশ]

জয়ন্ত । অজয় ! আমি এসেছি ভাই ।

অজয় । বড়াব খবর পেয়েছ দাদা ?

জয়ন্ত । না । তবে যতদূর মনে হয় পুৰোধিত্তি বিপ্রদেব তাকে সকলের চোখ এড়িয়ে চুপি কবে নিয়ে এসেছেন ।

অজয় । সেকি ! কিন্তু আমবা বে পথ খুঁজে পাচ্ছি না দাদা । কী ক'বে এর প্রতীকার কববো ?

জয়ন্ত । আমি সে পথ চিনি অজয় ! আমাব সঙ্গে এস । আজ বাত্রেই কানরূপ রাজ্য আক্রমণ কবতে হবে । নইলে রত্নার জীবন বিপন্ন হবে ।

অজয় । তাই হোক দাদা ! সেনাপতি ।

[সেনাপতির প্রবেশ]

সৈন্য সজ্জাব আদেশ দিন ।

[সেনাপতির প্রস্থান । নেপথ্যে যুদ্ধ
সজ্জার বাজনা বাজিতে লাগিল ।
হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুমিত্রাব প্রবেশ]

সুমিত্রা । দাদা ।

জয়ন্ত । সুমিত্রা !

অজয় । সুমিত্রা ! তুই কেন এলি ! তুই কেন এলি ?

সুমিত্রা । তোমবা দুজনে জীবন বিপন্ন ক'বে এখানে বড়াব জন্তে যুদ্ধ কববে, আব আমি প্রাসাদে চুপ কবে বসে থাকবো ?

আমিও রত্নাকে ভালবাসি। তাকে ভালবাসার পুরস্কার
আমরা তিনজনেই সমান ভাগ ক'বে নেবো।

জয়ন্ত। আজ বুঝতে পারলাম, বত্সা সত্যিই কুহকিনী। নইলে
তোকেও সে যুদ্ধযাত্রা ক'বিয়েছে স্মিত্রা! চল। চল।
পুবোহিতেব জীবনে আজই শেষবাত্রি!

[সকলে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নেপথ্যে বাজনা বাজিতে লাগিল]

শেষ দৃশ্য

[কামরূপ রাজ্যের পূর্বোক্ত মহাকালীর মন্দির। রাত্রি তিনটা বাজে। সিঁড়ির সর্বত্রই অন্ধকার—কেবল মন্দিরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। দূরে পাহাড়গুলি অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে সিঁড়ির ডাক শোনা যাইতেছে। পা টিপিয়া টিপিয়া হুন্দর প্রবেশ করিল। সোপানের পাদদেশে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। জুতা খুলিয়া আরও মস্তূর্ণনে সে সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের দিকে উঠিতে লাগিল। মন্দিরের সম্মুখে সর্বোচ্চ সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আবার সে চারিদিক দেখিয়া লইয়া চট করিয়া মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া নৈবেদ্য হইতে একটি ফল তুলিয়া মুখে কামড়াইয়া উহা সর্বত্র ছিটাইয়া দিতে লাগিল। তারপর একটি কলা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় বাহিরে কর্কশ কণ্ঠে একটি পাখী ডাকিয়া উঠিল। ভয় পাইয়া হুন্দর নামিয়া আসিল এবং নীচে দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল। তার পর কলা খাইতে খাইতে কহিল।]

হুন্দর । এতেই হবে। খেয়েছি—ছিটিয়েছি—আর দেখতে হবে না। মুখ বাখিস মা। এবার পালানো যাক।

[সম্মুখ দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ দূরে খড়মের শব্দ হইল। হুন্দর ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে দাঁড়াইল।]

সুন্দর । সেবেছে । এই দিকেই আসছে । পালাতে গেলেই ধরা পড়তে হবে । চূপ চাপ লক্ষ্মী ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকি । দেখাই যাকনা কী হয় ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাষ পুরোহিত
বিপ্রদেব খডমপায়ে দিয়া কমণ্ডলু হস্তে প্রবেশ
করিলেন । প্রায়াক্ষকার প্রাঙ্গণে অপরিচিত
মনুষ্টমূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং
ভীক্স দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন
করিলেন ।]

বিপ্র । কে তুমি ।

সুন্দর । আজ্ঞে—আমি অভিমন্যু ।

বিপ্র । অভিমন্যু ।

সুন্দর । আজ্ঞে হ্যাঁ, বাহে ঢুকে পড়েছি, কিন্তু—বেকুবাব বাস্তা পাচ্চিনে । কাজেই মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবতে হবে ।

[পুরোহিত আরও ভীক্স দৃষ্টিতে তাহাকে
লক্ষ্য করিলেন ।]

বিপ্র । তুমি বাজা জয়ন্তেব সহচর না ?

সুন্দর । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

বিপ্র । তুমি আবাব কেন এসেছ ?

সুন্দর । আজ্ঞে আবাব কোথায় এলাম ? এসেছিলাম তো ঐ একবাবই । এখন শুধু তাব পুনরাবৃত্তি করছি ।

বিপ্র । অর্থাৎ তুমি যাওনি ?

সুন্দর । আজ্ঞে না ।

বিপ্র । হঁ । শীলার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

সুন্দর । আজ্ঞে না । তাকে খুঁজে খুঁজেই তো—

বিপ্র । এ জীবনে তাকে আর খুঁজে পাবে না । তার আশা ত্যাগ
করো ।

সুন্দর । আপনাব আদেশে জীবন ত্যাগ কবতে পারি—আশা ত্যাগ
তো সামান্য কথা । তাহ'লে আমি এবাব যেতে পারি ?

বিপ্র । না ।

সুন্দর । আজ্ঞে যাবোনা ।

বিপ্র । ভালই হয়েছে, সভ্যদেশেব লোক—স্বেচ্ছায় যখন এসে
পড়েছো শমনের মুখে—তখন আব তোমাব নিস্তার নেই ।
আজ বাজ্রে মহাকালীর পূজায় তোমায় বলি দেওয়া হবে ।

সুন্দর । আমায় বলি দেবেন ?

বিপ্র । হ্যাঁ ।

সুন্দর । ইয়ে হয়েছে—তাব চেয়ে আমায় কেন ভেড়া করুননা ।
তবু যাহোক ভবিষ্যতে মামুষ হবাব একটা আশা থাকবে ।

বিপ্র । সভ্য দেশের আবেদন আমি বুঝিনে । অতএব কান্না
নিশ্ফল । সোমদেব ।

[সোমদেবের প্রবেশ]

সোম । গুরুদেব ।

বিপ্র । এই সুসভ্য বাজ সহচরকে পাহারা দাও । পূজান্তে মায়েব
সম্মুখে একে বলি দেওয়া হবে ।

সোম । যথা আজ্ঞা প্রভু ।

[বিপ্রদেব সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন,
তাবপর কী ভাবিয়া কিরিয়া দাঁড়াইয়া সুন্দরকে
কহিলেন]

বিপ্র । আজ তোমাদেব সকলেব জীবনেব শেষ বাজ্রি । আমার

পূজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের রাজা জয়ন্ত, রাণী
বত্সা, তুমি, পৃথিমধ্যে তোমাদের বিপুল সেনা বাহিনী
নিঃশব্দে মৃত্যু বরণ করবে। পৃথিবীর কোন শক্তির শক্তি
থাকবে না তাদের রক্ষা করবার—বুঝেছ ?

সুন্দর । আজ্ঞে ইয়া ।

[বিপ্রদেব উঠিয়া গেলেন, এবং মন্দিরের
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন]

বিপ্র । সোমদেব ।

সোম । প্রভু ।

বিপ্র । সর্বদা সতর্ক থেকো, কেউ যেন এসে আমার পূজার ব্যাঘাত
সৃষ্টি না করে। আজকেই পূজায় ব্যাঘাত হ'লে আমাদের
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে বুঝেছ ?

সোম । বুঝেছি—গুরুদেব ।

বিপ্র । শীলার বন্ধন মোচন করবার আদেশ দাও। পূজান্তে এই
সভ্য মানুষ্যের বলিও সময় তাকে আমার প্রয়োজন হবে।
এব তপ্ত বস্ত্র সে নিজ হাতে মায়েব চরণে নিবেদন করবে।
বুঝেছ ?

সোম । বুঝেছি—গুরুদেব ।

বিপ্র । যাও—যিলম্ব করোনা। আব ইয়া, বত্সাকে এখানে নিয়ে
এস ।

সুন্দর । বত্সা । সে কীবে বাবা । মুখ বাখিস মা, মুখ বাখিস ।

[সোমদেব প্রস্থান করিল। বিপ্রদেব
মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ
করিলেন। ইতিমধ্যে শীলা ছুটিয়া আসিল।

মন্দিরের মধ্য হইতে পুরোহিতের কণ্ঠ শোনা
গেল]

বিপ্র । মা, মহাকালী, করুণাময়ী নৃমুণ্ডমালিনী মা ! আজ আমার
আশা পূর্ণ কর মা । তোব এই শত বৎসরের বৃদ্ধ সেবককে
আজ তাব আকাজিক্ত বব দে মা । আমি যেন পূজাস্তে
এই সভ্য সমাজেব ধ্বংস সাধন কবতে পারি মা । তোব
সেবিকা রত্না আজ পথভ্রষ্টা, বাজ্যের রীতিনীতি ভুলে সে
আজ বিদেশীর কণ্ঠলগ্না—তাকে আমি যেন শান্তি দিতে
পারি—আমায় এই শক্তি দে মা,—সর্বদুর্গতিহারিণী,
মহাকালী ।

[আচমন করিয়া আসনে বসিলেন]

শীলা । (নিম্নকণ্ঠে) সুন্দর ।

সুন্দর । শীলা ।

শীলা । পেবেছ ? পূজাব আয়োজন অন্তর্য কবতে ! পেরেছ ?

সুন্দর । পেবেছি শীলা—আজকেব সমস্ত আয়োজন আমি উচ্ছিষ্ট
কবে দিযেছি ।

শীলা । তুমি আমায় বাঁচিয়েছো সুন্দর ! তুমি আমার প্রণাম নাও ।

[নেপথ্যে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা
গেল । সোমদেব রত্নাকে সেখানে লইয়া
আসিল । রত্নার চোখ দুইটি বিস্ফারিত
বাহুজানশূন্য ।]

বিপ্র । (পূর্বোক্ত ধ্যানের নম্র)

[হঠাৎ ধ্যানের মাঝখানে—নেপথ্যে
নানারূপ বীভৎস চীৎকার উঠিল । পুরোহিত
সবিস্ময়ে দাঁড়াইলেন, তারপর চীৎকার করিয়া
উঠিলেন]

বিপ্র।

সোমদেব ! সোমদেব ! ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্র ! আমার মায়ে
পূজা কে অপবিত্র ক'বে দিয়েছে—আমাব সর্বনাশ করবার
জ্ঞ কে এই কাজ কবেছে—সোমদেব কে এই কাজ
কবেছে ? মা-মা—সর্বসম্ভাপহাবিনী মহাকালী ! সন্তানেব
অজ্ঞানরূত অপরাধ মার্জনা কব মা ! আমি জানতে
পাবিনি—মাগো আমি জানতে পাবিনি । আমি এর যোগ্য
প্রতিশোধ নেবো—তুই বোম সম্বরণ কব মা—মহাকালী ।
মা—মা—মা ।

[হঠাৎ ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হইল । দেখা
গেল বজ্র পড়িয়াছে পুরোহিত বিপ্রদেবের
মাথায় । তিনি স্থিৎভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ।
তাহার চাবিরিকে দাউ দাউ করিয়া আগুন
জ্বলিতে লাগিল । সহসা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের
ওম্ ওম্ শব্দ উত্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে
মন্দিরের সোপান, চূড়া ও দেওয়াল ইত্যাদি
ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । এবং স্তম্ভের
অট্টহাস্ত কাণে আসিতে লাগিল । দ্রুতপদে
প্রবেশ করিল জয়ন্ত, অজয় ও স্মিত্রা । জয়ন্ত
বত্নাকে বাহুপাশে বন্ধন করিল ।]

জয়ন্ত । বত্না ! বত্না ! কোন ভয় নেই । চেয়ে দেখ পুরোহিতের
মৃত্যু হয়েছে । বত্না !

[বত্না শিহরিয়া যেন ঘুম হইতে জাগিয়া
উঠিল । তারপর পুরোহিতের দিকে চাহিয়া
একটি প্রকাণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তের
বাহুতে মাথা রাখিল ।]

সুন্দব । (শীলাকে) ইয়ে হয়েছে —

[শীলা তাহার দিকে চাহিতেই সে নিজের
বাহু দেখাইয়া শীলাকে সেখানে মাথা রাখিতে
ইঙ্গিতে মিনতি জানাইল । শীলা কৃত্রিম কোপে
জবুটি করিল, তারপর কহিল]

শীলা । ধ্যান ।

[ছুটিয়া পলাইতেই সমাপ্তির যবনিকা নামিয়া আসিল ।]

—

(২৩ পৃষ্ঠায় গ্রাম্য বালিকাগণের প্রশ্নানের পর ও
শীলার প্রবেশের পূর্বে)

নীলমাধব । না না এসব আমার ভাল লাগে না, বাত তিনটেব সময় ঘুম ভাঙিয়ে এ ধবণের ইয়াবকি আমার এই তেত্রিশ বছর বয়সে ভাল লাগে না—

মাধবী । ইয়াবকি আবার কোথায় দেখলে ? বুড়ো হ'য়ে তোমার ভীম্বতি ধরেছে । বলি পুৰোহিত যে মা কালীব পূজায় বসবেন, সে খেয়াল আছে ? না গেলে কি আব রক্ষে থাকবে ।

নীলমাধব । না—না এসব কী ? পূজায় বসবেন—পূজো কবে উঠবেন—সকাল বেলায় পেসাদ পত্তর বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন । তানয়—রাত তিনটেব আমাব কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে এসব কি ?—

মাধবী । কাঁচা ঘুম— । এর নাম বুঝি কাঁচা ঘুম ?

নীলমাধব । নয়ত কি— ? সেই সন্ধ্যে সাতটায় শুয়েছি—রাত তিনটেয় তেত্রিশ বছর বয়সে কাঁচা ঘুম নয়ত কি পাকা ঘুম হবে ! পাকা ঘুম হবে সেই ভোর সাতটা সাড়ে সাতটার আগে নয় ।

মাধবী । তোমার পাকা ঘুম হবে মরলে ।

নীলমাধব । দেখ । তেত্রিশ বছর বয়সে আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—যখন তখন অমন ভাবে আমায় মরিয়ে দিও না । যানে, কোন দিন যে তোমাতে আমাতে তেত্রিশ বছর

- বয়সে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে—তার কিছু ঠিক নেই।
ও। আমি মরলে তোমাব খুব অস্বিধে হয় ?
- মাধবী। অস্বিধেই বা কী ! একবার ম'রেই দেখ না।
- নীল। তা একেবারেই যে পারি না সে কথা মনে কোরোনা।
তবে মরার অস্বিধে কোথায় জান ? তেত্রিশ বছর বয়সে
মবলে আর ফিরে আসা যায় না।
- মাধবী। আব ফিবে এসেই বা কী করবে ? বিষয়-সম্পত্তি টাকা-
কড়ি যা বইল আমিই দেখবো। শুন'বো, তোমার কিছু ভাবনা
নেই—তুমি মর।
- নীল। হুঁ। এই ভয়ই আমি কবছিলাম ! তেত্রিশ বছর বয়সে
এই ভয়ই আমি কবছিলাম আমি মরি—আব তুমি মনের
আনন্দে আমারই বুকে বসে আমাবই দাড়ি ওপড়াও—না ?
- মাধবী। হ্যাঁ, আমাব দায় প'ড়েছে। ভাবিতো কানাকড়ির সম্পত্তি
তার জন্তে যেন আমার ঘুম হ'চ্ছে না। দাওগে তুমি
বিলিয়ে যাকে ইচ্ছে তাকে। (কাঁদিয়া) বাবাব যেমন খেয়ে
দেয়ে কাজ নেই—বেছে বেছে শেষকালে আমাকে দিলে
কিনা এক ঘাটের মড়াব হাতে।
- নীল। এঁ্যা। কি বললে ? ঘাটের মড়া। তেত্রিশ বছর বয়সে
ঘাটের মড়া ?
- মাধবী। তেত্রিশ—তেত্রিশ—তেত্রিশ—তেত্রিশ তোমার হাঁটুর
বয়স। লজ্জা কবে না অত কম বয়স বলতে ? চুল পেকে
গেছে, দাঁত প'ড়ে গেছে, বাস্তবে কাশীর চোটে গুঁর ঘুম
হয় না—গুঁর হ'ল তেত্রিশ বছর বয়স।
- নীল। ঘাটের মড়া।

[মাটিতে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া
কাঁদিতে লাগিল]

[স্বামীকে কড়া কথা বলিয়া মাধবী
মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল এখন তাহাকে
কাঁদিতে দেখিয়া দয়া আরও বাড়িয়া গেল।
একটু পরে সে উপবিষ্ট স্বামীর কাছে গিয়া
কহিল]

মাধবী । হ্যাঁগা ! বাগ কবলে ?

নীল । হুঁ !

মাধবী । চলো, মন্দিরে যাবে না ?

নীল । হুঁ হুঁ ।

মাধবী । এই দেখ । পথেব মাঝে কী কাণ্ড আরম্ভ ক'বলে ।
ওগো, চলো ! তবে তুমি থাক এখানে পড়ে । আমি যাই,
গিয়ে শীলা দেবীকে বলছি তোমাব সব গুণের কথা ।

[প্রস্থানোত্তরা,—হঠাৎ নীলমাধব কাঁদিতে
লাগিল]

নীল । শুনে যাও ।

মাধবী । কী !

নীল । নিকটে এস ।

মাধবী । কী, বল !

নীল । (কাঁদিতে কাঁদিতে) এই চাবি গাছটা নাও, বাড়ী যাও !
সিন্দুক খুলে পাঁচটা পয়সা নিয়ে এস । তেত্রিশ বছর বয়সে
একটা পেরাম করতে হবে তো ।

মাধবী । হ্যাঁগা, তা আমি একলা যাব কেন ? তুমিও এস না—
বেশ দুজনে একসঙ্গে গল্প কব্বতে কব্বতে যাই ।

নীল । আমি কি আর সতটা দূর এই তেত্রিশ বছর বয়সে হেঁটে যেতে পারবো ?

মাধবী । কেন পারবে না ! তেত্রিশ বছর বয়স হলে কি হবে, গায়েতো তোমার জোর একটুও কমেনি । বাপরে, কাল তোমাব গায়ের জোর আমি দেখেছি ।

নীল । দেখেছ—না ? তেত্রিশ বছর বয়সে কী রকম ক'রে গায়ের জোর দেখিয়েছিলাম বলতো ।

মাধবী । সেই যে উঠোনে—তুলসী গাছের ছোট্ট চারাটা ছিল, সেটা একটানে উপড়ে ফেলে দিলে ! বাপবে বাপ !

নীল । ত'হলে দেখেছ ? কি বল ? তেত্রিশ বছর বয়সে দেখিয়ে দিলাম একবার । ঝাঙ—চলো !

মাধবী । চলো !

[বাইতে বাইতে হঠাৎ নীলমাধবের কাশি

উঠিল, তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল]

নীল । তেত্রিশ বছর বয়সে শালাব কাশিটা কী রকম জব্দ ক'রলে বল দেখি । ওরে বাবা !

মাধবী । ছুটে গিয়ে পয়সা পাঁচটা নিয়ে আনি—কেমন ? তুমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে একটুখানি বিশ্রাম কর । আমি যাব আর আসব ।

[প্রস্থান]

নীল । মা-মাধ—ধাক্কে ! পিছু ডাকবো না ! আঙ্গুর পয়সাটা নিয়ে । তেত্রিশ বছর বয়সে কাশিটাই সব বিগড়ে দিলে ! মাধবী বকুক আর ঝকুক—মনে মনে ভালবাসে খুব—মাধবী বড় ভাল মেয়ে—মাধবী বড় লক্ষ্মী—মা—

বহির্ভূত। একবার তেঁর মন থেকে
দেখিলা সে নীলবাথনকে ঠাস করিয়া
চড় মাঝিল।

নীল। তুমিই তা'হলে মারলে ?
প্রহরী। এখনও বাইরে কেন ?
নীল। নইলে তেত্রিশ বছর বয়সে ভেতরে গিয়ে কী করবো বাবা ?
প্রহরী। মন্দিরে যাবে না ?
নীল। যাব বৈকি ! তেত্রিশ বছর বয়সে—রাত তিনটের সময়
মন্দির ছাড়া আর কোথায় যাব ?
প্রহরী। চল !
নীল। একটু অপেক্ষা করছি।
প্রহরী। চল। চল।

[দ্বারকা দিতে দিতে তাহাকে নইয়া গ্রন্থান
কবিল।]



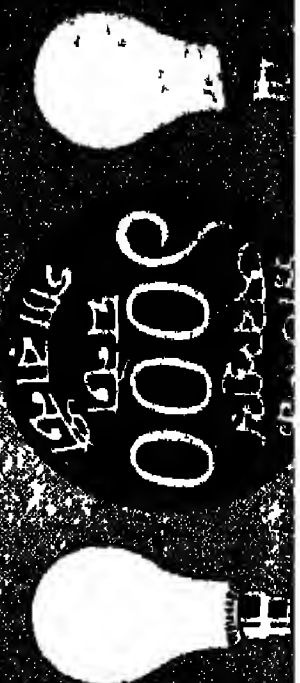
EDITORIAL NOTES :

China's People's Congress and India's Proposed Constituent Assembly ; British Government's Attitude to Present Deadlock in India ; Gandhiji on Mr. Amery's Statement ; Pandit Jawaharlal Nehru on the British Attitude ; Pandit Jawaharlal on Launching, Postponing or Giving Up Satyagraha Progress of Education in British India During 1932-37 ; "Gross Tyranny" of Bose-League Majority in Calcutta Corporation ; Pandit Jawaharlal Nehru on the Work of the National Planning Committee ; Allahabad National Planning Committee, Allahabad University Alumni at the I C. S. Competition ; "Germany's Victory Would Be Disaster for India and the World ; Coastal Defence Unit ; President-Elect of Nellore Political Conference Withdrawal of German Balances in U. S. A. Banks, President's Address at the Azad Muslim Conference ; Position of Minorities Under Bombay Congress Government, A Third Teachers' Training College for Bengal, Dr. Sunderland on Emerson and His Friends, "Fifth Columnists" ; Reconstitution of the British Cabinet, Emergency Legislation in Britain, "Untouchability the Root

Cause of India's Downfall" ; Independent Demands ; Sound Advice to Bengal Zameendars Duty" ; British Government's Plans for the "Unity of India" ; Viceroy's Broadcast : "Unity, Good Faith" ; All-India Hindu Mahasabha Working Committee's Resolutions ; The Non-official Cry for Unity for the Official Defence of India ; A Crying Bill for the Postal Department ; "India's Rights to Frame her Own Constitution" ; What Promises Parliament is Bound to Honour ; Report of the Flood Committee ; Boseite Conferences at Dacca ; Surendranath Tagore Kalimohan Ghose ; George Lansbury ; Constructive Endeavours in China ; Capitulation of the King of the Belgians ; More Women's Colleges in Bengal And Higher Education for Women ; Is There a Difference Between Dominion Status and Independence ? ; Soviet Rebuff to Britain ; Regulations for Suppressing British Newspapers If Necessary ; Capture of Narvik in Norway By Allies ; U. S. A. Help to Allies ; A Tribute to Dinabandhu Andrews From South Africa ; "The Commonwealth of India Bill".

There are also the usual features : Reviews and Notices of Books, Indian Periodicals, Foreign Periodicals, Comment and Criticism, and several Plates" besides many pictures in the text of the articles.

THE MODERN REVIEW OFFICE, 120/2, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA



১৯৩৫ সাল হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট,
মিউনিসিপ্যালিটি, পি, ডবলিউ, ডি,
কোম্পানি, দেশীয় রাজ্য অন্তর্ভুক্ত কর্তৃক
নিজ ব্যবহৃত ও প্রদর্শিত।

পি বেসকন ইলেকট্রিক ল্যাম্প
—ওয়ার্কস লিমিটেড—
১৪, লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

দোকানের সাফল্য অথবা সফলতার
তাদের কোম্পানিও যুক্তি পায়।
বিক্রয় যেটি গোড়ার কথা—সাধা-
রণের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জ্বল আলো
ব্যবহারে তা সহজসাধ্য হয়।
জোরালো আলোর সাহায্য গ্রহণ
করুন। দেখবেন এই হবে আপনার
সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রেতা।



ক্যালকুলাইট ইলেকট্রিক ল্যাম্প কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক বিক্রয়িত

উন্মাদ রোগ, মানসিক গীড়া, নিদ্রাহীনতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, ভ্রমাবহ মস্তিষ্ক-বিকার, অত্যাচর বক্তের চাপ এবং যাবতীয় মানসিক ও স্নায়বিক রোগের ঔষধ।

ঔষধমধ্যে ইন্সপ্যানকে বসিয়েও চলে। ভাবতবর্ষে ইহা এই প্রথম আসিয়াছে। বিগত ৬০ বৎসর যাবৎ জগতের লক্ষ লক্ষ রোগী ইহাকে সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক রোগে অমোঘ প্রতিষেধক বলিয়া জানিয়াছে। বহু ভাস্কার, হাসপাতাল, উন্মাদ আশ্রম কর্তৃক সারা পৃথিবীতে ইহার ব্যবহার সাফল্যপূর্ণ হইয়াছে। উন্মাদ রোগের ক্ষতি দূর কর্তব্যক্ষেপে ইহা অত্যন্তরূপে ফলপ্রসূ হয়। ইহাতে লুমিনাল, ক্লোরাল হাইড্রেট, পোটাস ব্রোমাইড, আর্কি-মর্ফিন, হেনবেন ইত্যাদি জাতীয় কোনরূপ মাযাদ্রক বা হানিকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত নাই।

এই অভূত ট্যাবলেট নিম্নে মানসিক বিকার উপশম করে এবং তাহার ফলে গাঢ় ও শক্তিসকারী নিদ্রা হয়। ইন্সপ্যান উচ্চশ্রেণীর বিশুদ্ধ বস্তু এবং ইহার উপকরণ-আদি সাধারণের গোচরীভূত। ইহা ব্যবহারেব পর কটাক্ষানিকের মধ্যে দেহ-মন শান্ত ও স্থির হয় এবং কয়েক দিনের ব্যবহারে নূতন জীবনলাভের মত উপকার হয়।

অজ্ঞানালকার জীবনসমস্যায় ইন্সপ্যানের একান্ত প্রয়োজন, বিশেষতঃ এক বোতল হাতেব কাছে রাখা উচিত।

মূল্য ৫০ ট্যাবলেটের শিশি ৪ টাকা।

সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্য। নহিলে পাইবার ঠিকানা—

হেনরিং এণ্ড কেম্বেলি পোঃ বক্স ৩২৩ (P.M.C.) রিয়ে হাউস, হর্নবি রোড, বোম্বাই।

ষ্ট্রিকিটস্ : রাইমার এণ্ড কোং—আগতোর মুখার্জীর রোড, কলিকাতা।

হুসেন ওয়ানজী এণ্ড কোং—৮৪, বর্ধমান ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

পাণিনি, ব্যাকরণ, কে-সি-এন-আই



লেখক

স্বাক্ষর আধুনিকতার অভ্যন্তর নির্মাণ। ইহা
বহুলা প্রচুর যেমন আপনাদ অর্থ বক্ষার সহায়ক,
আপনাকে নিজ হিগারে জমা দেওয়ার সহযোগ।

দি এম্প্রাইসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ট্রিথুনা

—আফিস—

গণনাগর	ট্রিথুন	ঢাকা
আপনাতলা	নামাশেরনগর	নামাশেরগঞ্জ
টেকনাগর	ভাঙ্গাছ	চকবাজার (ঢাকা)
কমলাপুর	আফিসেরগঞ্জ	খোজহাট (আগাম)

স্বাক্ষর আধুনিকতার ট্রিথুনকে আফিসের দেববর্মা

—ম্যাং ভিভের্টার।

স্বাক্ষর

২৫

স্বাক্ষর আধুনিকতার

ডায় / ৫, / ১০ পায়সা।

স্বাক্ষর আধুনিকতার স্বাক্ষর হয় নাই।

হোমিও পুস্তক

পাণিনি-বাক্ষিক চিত্রিক-এস।

একমাত্র বাক্ষিকতার সোমাক্ষের অধিক বিক্রয় হইয়াছে।
হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায়
অনুবাদিত হইয়াছে। ১৪শ সংস্করণ—৩০, বহুসূত্র—১০,
আনা। বেরিবেরি—১০ আনা, হাফ ও বসন্ত—১০ আনা,
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—(মাসিক পত্রিকা) সত্যক ও টিকা।

প্রকাশক—

এম, ডট্টাচার্য এণ্ড কোং

ইকনমিক মার্গেটসী, ৮৪ ক্রাইল ট্রিউ, কলি:

হুমিলা আধুনিকতার—স্বাক্ষর।

ঢাকা আধুনিকতার—পাইসাটুকী—ঢাকা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

ফোন—কলি: ৩২৫৬ (তিন লাইন)

শতকরা ৭।০ টাকা হিচাবে লভ্যাংশ দেয়া হইতেছে
ব্যাসায়ীকৃত মূলধন ২০০,০০০, টাকার উপর।

১৩৩৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত—

আমানত কমা—

১,২৬,২৫,৫৬৭৫ পাঁচ

নথার ভববিলা গবর্ণমেন্ট

সিকিউরিটি ইত্যাদি

৪৫,৪৮,৫৪৬৭৬ পাঁচ

অফিসসমূহ

কলিকাতা, আমবাগার, ছারিদন রোড, ভবানীপুর,
কলকাতা, হাওড়া, ঢাকা, বরদমানসিহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী,
কুমিল্লা, বন্দারহাট, গাউন। কামেঙ্গাপুর, শাকটী, চাহিদানা,
কিশোর, গোবিন্দী, তেজপুর, দুবড়ী, নতুয়া, কাপপুর, কলকাতা,
কলকাতা নিউ সিটি।

স্বাভাবিক বিবরণের—স্বাভাবিক।

দক্ষিণাটিকার মরামত

মুখ্যমন্ত্রীর

স্বাক্ষর

কলিকাতা



এমলি চরমাসাই চাই /

কলিকাতা অপিটকাল কোর

প্রদিক্ত ৩ মজ্ঞান্তু চরমো চাইতা

৪৫ আমমামাই ফুট কলিকাতা

বাংলাদেশ ও ভারতীয় নিম্ন সর্বস্বত্ব বীমা-অভিভাৱ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

৩২ বৎসরকাল

বীমাকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইয়া আসিতেছে

আর্থিক পরিচয়

নতুন বীমা	...	৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর
চলতি বীমা	...	১৬ " ৩৪ লক্ষের "
বীমা তহবিল	...	২ " ২৬ " "
মোট সংস্থান	...	৩ " ৩৬ " "
মোট আয়	...	৮৫ " "
দাবী শোধ	...	১ " ৮৫ " "



বাংলা :—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, মদ্রাস

নাহোর, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

—হেড অফিস—

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্—কলিকাতা।



মুন্সেব
জাতিব

দেশের
জাতিব

গোজাব তিনু জিহাটি মাদাটা

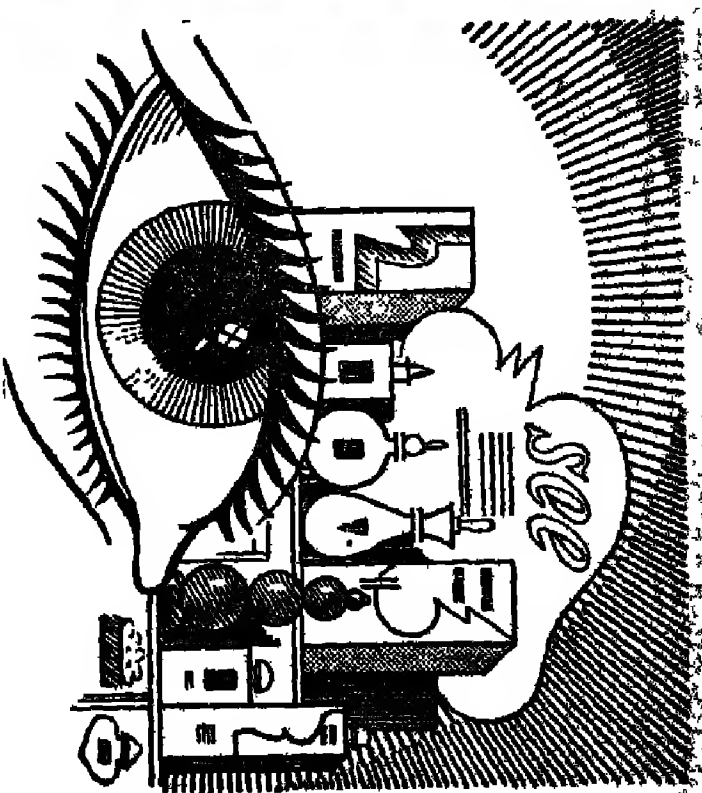
জাবিড় উৎকল বদে

এট বম্বোমের

নতুন পদ্ধতি নতুন পদ্ধতি

পৃথিবীর যে কোনও দেশ হইতে
জাতিব, সর্বত্রই বিদেশী বাতি

নতুন সর্বত্রই সর্বত্রই
ভার বি, এম, সি, ডি, এস, সি



জাতিব, জাকর্ষণ বিক্রি

THE MODERN REVIEW

FOR JUNE, 1940.

With the publication of *The Modern Review* for January, 1940, the magazine has entered upon its 34th year.

It maintains its foremost place among Indian monthlies in the number, variety, interest, quality and bulk of its contents.

Its coloured frontispiece and its editorial notes are among its unique regular features.

PRINCIPAL CONTENTS:

RABINDRANATH AT HOME—Hemlata Devi

IS THE PAKISTAN PROPOSAL A COMMAND PERFORMANCE?—Ramananda Chatterjee

INDIA'S FREEDOM AND SELF-GOVERNMENT—Major D. Graham Pole

THE IDEAL OF SRI AUROBINDO—Anilbaran Roy

EMERSON AND WALT WHITMAN—J. T. Sunderland

THE DANCE MOTIF IN SOUTH INDIAN TEMPLE SOULPTURES (*illustr.*)—P. S. Naidu

RUBBER TRACED TO ITS NATIVE HOME (*illustr.*)—Moorthy Vasan

VANITA VISHRAM OF BOMBAY (*illustr.*)—K. M. Jhaveri

A BENGALI SAVANT—Pranatha Nath Banerjee, M.A.

THE THEORY OF TWO NATIONS—Prof. Abdulla Safdar

ART IN A CHANGING WORLD—Elizabeth Dawson

UNIVERSITY OF CALCUTTA AND CHARLES FREER ANDREWS—Asutosh Bagchi

THE WAR AND INDIAN IMPORTS—Manoranjan Chatterjee, B.Sc.

BENGAL MUHAMMADANS' SHARE OF THE JUTE EXPORT DUTY

